শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯১০১৬৩৫৯০৪, ৭৫৭৭৮৪৫৩৭৮

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

সমগ্র বরাক উপত্যকার সর্ববৃহৎ একমাত্র বিশ্বস্ত "গ্রহরত্ন" প্রতিষ্ঠান
রত্নলোক
GEMS & DIAMOND JEWELLERY
Contact Us : +91 91015 76757
প্রতিটি গ্রহরত্ন কেনাকাটায় থাকছে SPECIAL DISCOUNT
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৯৮ | শিলচর ◻ শুক্রবার ◻ ২৪ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ৯ সফর ১৪৪৮ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

‘পাশে আছি’ হিমন্তকে ফোনে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ শাহের

২৫ জুলাই আসছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, উদ্ধারকাজে সেনা-এনডিআরএফ

ত্রাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও মন্ত্রী অতুল বরা। নুমালিগড়ে বৃহস্পতিবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই : অসমের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ নিতে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি এবং ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তিনি সব ধরনের কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। একই সঙ্গে আগামী ২৫ জুলাই রাজ্যে আসছে একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল।

এই প্রতিনিধি দল বন্যায় হওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুর্গত মানুষের জীবিকা পুনর্গঠনের জন্য কী ধরনের কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন, তার মূল্যায়ন করবে। এই মধ্যে বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থার তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমাকে ফোন করেছেন। অসমের এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তিনি জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে এবং দুর্গত মানুষের জীবিকা পুনর্গঠনের জন্য কী ধরনের কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রয়োজন, তা নির্ধারণে খুব শীঘ্রই একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘নাগাল্যান্ডের মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে এই আকস্মিক বন্যা আমাদের মানুষের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এই কঠিন সময়ে অসমের মানুষের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এদিন এক

এরপর ছয়ের পাতায়

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে মোদির ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, শিক্ষার্থীদের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করাই কেন্দ্র সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে দ্রুত বিচার আদালত বা ‘ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট’ গঠন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শেয়ার করে শর্মা জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে সরকার।

এরপর ছয়ের পাতায়

তরুণদের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : দিল্লিতে চলমান বিক্ষোভের আবহে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানিয়েছেন, তরুণদের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, যারা তরুণদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাদের রেয়াত করা হবে না। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, ‘আমাদের তরুণদের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই! প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ‘ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত’ (দ্রুত বিচার আদালত) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সুরক্ষা আমাদের ধারাবাহিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যারা তরুণদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না।’

বাদল অধিবেশনের চতুর্থ দিনেও উত্তাল সংসদ, অচল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশনের চতুর্থ দিনেও উত্তাল সংসদ। নিট-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের তুমুল হট্টগোলে দফায় দফায় মুলতুবি হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। প্রথমে দুপুর বারোটা এবং পরে দুপুর দুটো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। পরে বিকেল তিনটে পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বলেছেন, ‘আজ প্রধানমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এটি একটি উসকানিমূলক বিবৃতি। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত; তবেই আমরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত হব।’ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, ‘সব দলই দাবি জানিয়েছে, নিট নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। এনডিএ-র সব শরিক দল আবারও দাবি জানিয়েছে, নিট নিয়ে আলোচনা হোক। গতকাল খাড়গেজি এবং বিরোধী দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে বৈঠকের পর আমাদের মনে কিছুটা আশা

এরপর ছয়ের পাতায়

দিল্লি পুলিশকে এনএসএ-এর আওতায় গ্রেফতারে অনুমতি কেন্দ্রের

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে নয়াদিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যেই দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ)-এর অধীনে গ্রেফতারে ক্ষমতা প্রদান করেছে কেন্দ্র সরকার। তবে দিল্লি পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, এটি কোনও বিশেষ পরিস্থিতির জন্য নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রতি তিন মাস অন্তর হওয়া একটি নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া।

দিল্লি সরকারের হোম (পুলিশ) দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৯ জুলাই থেকে আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত এনএসএ-র ৩(২) ধারার অধীনে প্রতিরোধমূলক আটক সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন দিল্লি পুলিশ কমিশনার। নির্দেশটি জারি হয়েছে এনএসএ-র ৩(৩) ও ২(ই) ধারার আওতায়। তবে এই নির্দেশকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে দাবি করা হয়, ছাত্র আন্দোলন দমন করতেই পুলিশ কমিশনারকে এই

এরপর ছয়ের পাতায়

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় দু’লক্ষ হ্রাস, অকপট স্বীকারোক্তি শিক্ষামন্ত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই: রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় দু’লক্ষ হ্রাস পাওয়ার কথা বিধানসভায় অকপটে স্বীকার করে নিলেন শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার দাবি মঞ্জুরীর ছাঁটাই প্রস্তাবের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটা ঠিক রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় দু’লক্ষ হ্রাস পেয়েছে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায়নি, বরঞ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির মধ্যে দু’লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কারণ ব্যাখ্যা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ক’ থেকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত নাম ভর্তি কম হওয়ায় সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া আর্থিকভাবে সামান্য স্বচ্ছল অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে নাম ভর্তি করানোয় সরকারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে।

ছাঁটাই প্রস্তাবের বিতর্কে বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের আমলে ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন রূপায়ণ করা হয়েছিল। আর সেই

এরপর ছয়ের পাতায়

ফের প্রশ্নফাঁস! পরীক্ষা বাতিল উত্তরাখণ্ডের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেরাদুন, ২৩ জুলাই : দেশজুড়ে চলছে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। নিট ইউজি প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে আন্দোলন। দাবি উঠছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের। এরই মধ্যে ফের উঠল প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ। বাতিলও হল দু’টি পরীক্ষা। এবার উত্তরাখণ্ডের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমেস্টারের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

দেরাদুনের বীর মাধো সিংহ ভাণ্ডারী উত্তরাখণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা চলছিল। এরই মধ্যে দু’টি পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরীক্ষা নিয়ামক ভিকে পটেল জানিয়েছেন, ‘মেশিন লার্নিং ফর ইন্টারনেট অব থিংস’ বিষয়ের প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। তার পরই নড়ে বসেন কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেন কর্তৃপক্ষ। তদন্তে দেখা যায়, বাইরে

এরপর ছয়ের পাতায়

খুলে দেওয়া হলো নাগাল্যান্ডের নিপকো ড্যাম, উজান অসমে আতঙ্ক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই : নাগাল্যান্ডে মেঘভাঙা বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, তার সঙ্গে নিপকোর ড্যামের গেট খুলে জল ছাড়া; এই ত্রিমুখী চাপে আরও ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে উজান অসমে। বিশেষ করে গোলাঘাট জেলার খুমটাই এবং সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত থেকেই জলস্তর দ্রুত বাড়তে পারে বলে সতর্কবার্তা জারি করেছেন স্থানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নাগাল্যান্ডের উজানে হওয়া মেঘভাঙা বৃষ্টিই এবারের বিধ্বংসী বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে স্থায়ী সমন্বয় এবং আরও শক্তিশালী আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার মৃণাল শইকিয়া সামাজিক মাধ্যমে নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (নিপকো) ড্যামের গেট খুলে জল ছেড়ে দেওয়ার একটি ভিডিও তুলে ধরে জানান, এর ফলে বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই খুমটাই সমষ্টি এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল বন্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি লেখেন, ‘খুমটাই সমষ্টির বাসিন্দাদের সতর্ক ও সজাগ থাকার আবেদন জানাচ্ছি। নদী, নালা, নিচু

এরপর ছয়ের পাতায়

সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ২৫

গ্যাংটক, ২৩ জুলাই : নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে ধস ও মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। আজ, বৃহস্পতি শেষ পাওয়া খবরে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫। এদিকে এই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল? সেই বিষয়ে তদন্তের জন্য উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করল সিকিম সরকার। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। সোমবার ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারপরে পেরিয়ে গিয়েছে তিনদিন। ভিতরে যে সব শ্রমিক আটকে আছেন, তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটা? সেই প্রশ্নও উঠেছে।

সোমবার দুপুরে দক্ষিণ সিকিমের সামারডুং-এ পাঁচশো মেগাওয়াট

এরপর ছয়ের পাতায়

আন্দোলনে আগাম অনুমতি নিতে বিভিন্ন সংগঠনকে বলল কাছাড় পুলিশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : আন্দোলনকে ঘিরে দিল্লি বর্তমানে উত্তাল। এর রেশ ধরে কাছাড়ে যাতে কোনওধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এর জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র ও যুব সংগঠনের স্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলো পুলিশ। এতে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ দমন) রজত কুমার পাল সংগঠনগুলোর কর্মকর্তাদের আন্দোলন করতে হলে আগাম অনুমতি নেওয়ার কথা বলেন। এদিন বিকেলে জেলা সদর শিলচরে সিনিয়র পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অভ্রজিত চক্রবর্তী, কংগ্রেসের কুশল দত্ত, এআইইউডিএফ-এর সামিনুল হক বড়ভুইয়া ও আজমল হোসেন লস্কর, ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইর শামসুল লস্কর ও সিদ্ধার্থ বণিক, আসুর কৃষ্ণ মোহন সিং, সারা অসম মণিপুরি ছাত্র সংস্থার রাহুল সিং এবং মণিপুরি যুব ফ্রন্টের হেরোজিত সিংহ সহ অন্যান্যরা।

জানা গেছে, বৈঠকে অতিরিক্ত

এরপর ছয়ের পাতায়

বন্যা : বিধানসভায় বিক্ষোভ, সাসপেন্ড অখিল গগৈ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই : উজান অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করার দাবিতে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখান রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর রুল ৫৬ অনুযায়ী নিয়মিত কাজ স্থগিত রেখে বন্যা নিয়ে আলোচনা চাইলেও স্পিকার রঞ্জিত কুমার দাস সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এরপর নির্ধারিত সময়ের পরেও বক্তব্য চালিয়ে যাওয়া এবং নিজের আসনের ডেস্কে উঠে প্রতিবাদ করার অভিযোগে অখিলকে দিনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করেন স্পিকার।

এরপর ছয়ের পাতায়

ভোটে মোদিকে হারাতে না পেরে এখন জেন-জি ভরসায় বিরোধীরা : সুস্মিতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : বিজেপি রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সুস্মিতা দেব বিরোধী দলগুলির কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি একে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের কোনও প্রকৃত প্রচেষ্টা না বলে স্রেফ ‘রাজনৈতিক অবস্থান প্রদর্শনী’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নিট পরীক্ষা বিতর্ক নিয়ে বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় দেব বলেন, একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দলের কাজ হওয়া উচিত গঠনমূলক বিতর্ক ও নীতিগত সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া, কেবল পদত্যাগের দাবি তোলা নয়।

তিনি বলেন, ‘বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের যে দাবি তোলা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক অবস্থান প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এক দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে তারা যদি সত্যিই শিক্ষা ব্যবস্থা বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নিয়ে উদ্বিগ্ন হতো, তবে এই বিষয়ে তাদের সংসদে আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নেওয়া উচিত ছিল।’

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ

এরপর ছয়ের পাতায়

দাবি মেটা না পর্যন্ত আন্দোলন চলবে : অভিজিৎ দীপকে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা-সহ শিক্ষা ব্যবস্থার সুরক্ষা সংক্রান্ত এক দফা দাবি নিয়ে যন্তর মন্তরে অনড় আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভের আঁচ গোটা দিল্লিতেই। এই আবহে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছেন, দাবি মেটা না পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। একইসঙ্গে সোনম ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের

এরপর ছয়ের পাতায়

‘আমরা হিন্দু বা মুসলিম দেখে আসিনি’ বন্যাত্রাণে আজমলের ২ কোটি বরাদ্দ

ত্রাণ শিবিরে বদরুদ্দিন আজমল। শিবসাগরে বৃহস্পতিবার।

শিবসাগর, ২৩ জুলাই : অসমের অবনতিশীল বন্যা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন এআইইউডিএফ প্রধান বিধায়ক বদরুদ্দিন আজমল। তিনি মন্ত্রী ও বিধায়কদের বিধানসভার কাজকর্মে যুক্ত থাকার চেয়ে ত্রাণ বিলি করাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ করেছেন এবং একই সঙ্গে রাজ্যকে ‘হাজার হাজার কোটি টাকার’ আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনের সময় আজমল বলেন, মন্ত্রীদের উচিত বিপদে পড়া মানুষদের সাহায্য করার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া। ত্রাণ প্রদানকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে একটি মানবিক দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি। আজমল নিজে ২ কোটি টাকা ত্রাণ দেবেন বলে ঘোষণা করেন। তাৎক্ষণিকভাবে আজমল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, ‘মন্ত্রীদের উচিত তাঁদের নিজস্ব তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান করা। এটি মানবতার সেবা; এটি আল্লাহ ও ঈশ্বরের সেবা। ঈশ্বর আমাদের প্রচুর ধন-সম্পদে ভূষিত করেছেন।’ ত্রাণ কার্যপ্রচেষ্টা যাতে

এরপর ছয়ের পাতায়

মুম্বই পুলিশের ভ্যান আটকে ভাইরাল তরুণী, বললেন ‘আমার দায়িত্ব এটা’

মুম্বই, ২৩ জুলাই : প্রতিবাদের মুখোমুখি যখন দাঁড়ায় সাহস, তখন এক লহমায় বদলে যেতে পারে ইতিহাস। মুম্বইয়ের রাস্তায় ঠিক তেমনই এক মুহূর্ত উপহার দিলেন ২৭ বছরের মডেল রিয়া আহির। একটি পুলিশ ভ্যানের চাকা আটকে দিলেন, একাই রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর এই অদম্য সাহস এখন খবরের শিরোনামে, আর রিয়া হয়ে উঠেছেন এক তরুণ প্রজন্মের নতুন অনুপ্রেরণা।

নিট বিতর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে

এরপর ছয়ের পাতায়

বিরোধী সাংসদদের নিয়ে ‘গান্ধী স্মৃতি’তে জমায়েত রাহুলের

ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন আন্না হাজারে, মুরলী মনোহরের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : সরকার প্রস্তাব দিলেও আলোচনায় অনীহা। উলটে নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে আজ রাতেই নতুন করে কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সন্ধে সাতটা নাগাদ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স হ্যান্ডেলে জানান, ইন্ডিয়া জোটের সাংসদ ও নেতারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে তিস জানুয়ারি মার্গের গান্ধী স্মৃতিতে জমায়েত হচ্ছেন। রাহুলের কথায়, ‘আমরা সেইসব শিক্ষার্থীদের স্মরণ করব, যাদের হারিয়েছি। সেইসব ছেলে-মেয়েরা, যারা নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনার পর নিজেদের জীবন শেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।’

বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় নেতা জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছিলেন, ‘আমাদের কোনও ইগো নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাসভবন বা অফিসে আলোচনা হতে পারে। ককরোচদের সঙ্গে আমি এবং নাড্ডা বৈঠকে বসব। আলোচনার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে সমস্যা সমাধান হতে পারে।’ এছাড়াও কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলিকে লোকসভায় নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে মোদি সরকার। যদিও রাহুল গান্ধী এখন বলছেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তাফা না দিলে কোনও আলোচনই হবে না।

এদিন এক্স হ্যান্ডেল রাহুল গান্ধী জানান, আত্মঘাতী নিট পরীক্ষার্থীদের স্মরণ করার পাশাপাশি ‘আমরা আজ

এরপর ছয়ের পাতায়

বিজেপির ডাকে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল দিল্লি। বৃহস্পতিবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

তোমার স্নেহ, ভালোবাসা, ত্যাগ ও হাসিমাখা মুখ আজও আমাদের হৃদয়ে অম্লান। সময়ের স্রোত এক বছর পেরিয়ে গেলেও তোমার শূন্যতা আজও প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হয়। তুমি যেখানেই থাক, ভাল থেকো। তোমার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায়...

প্রয়াত রুনু মণ্ডল
জন্ম: ১৯ মার্চ ১৯৬২
প্রয়াণ: ০৫ জুলাই ২০২৫

শোকসন্তপ্ত পরিবার

Indian Red Cross Society
DISTRICT BRANCH :: SILCHAR :: ASSAM
(CONSTITUTED UNDER ACT XV OF 1920)
President : Commissioner, Cachar
P.O. Silchar-788 001, Dt. Cachar, Assam
Ref. No. Date 22.07.2026

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে F.H.W. (A.N.M) নার্সিং ট্রেনিং প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন পত্র আগামী ২৭শে জুলাই হইতে ১লা আগস্ট ২০২৬ ইং পর্যন্ত দেওয়া হইবে। ভর্তির আবেদন পত্র প্রত্যহ সকাল ১১ ঘটিকা হইতে বিকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত রেডক্রস অফিস হইতে ২০০ (দুইশত) টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হইবে।
প্রশিক্ষণার্থীর পদ : মোট ৩০টি।
(সাধারণ- ১৭, তফসিলি জাতি- ২, তফসিলি উপজাতি (সমতল)- ৩
তফসিলি উপজাতি (পাহাড়ি)- ১, ওবিসি- ৪, চা জনজাতি সম্প্রদায়- ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা:- ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস।
বয়স: ১৭ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের ছাড়।
আবেদন পত্র সংগ্রহ করার সময় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট, সার্টিফিকেট এবং বয়সের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য শিলচর পার্ক রোডস্থিত রেডক্রস কার্যালয়ে সকাল ১০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

দীপায়ন চক্রবর্তী
অবৈতনিক সম্পাদক
ভারতীয় রেডক্রস সমিতি
জেলা শাখা, শিলচর।

SIVA SUNDARI NARI SIKSHASRAM
SCHOOL OF NURSING
Park Road :: Silchar-788001 :: Assam.
E-mail ID- ssnssilchar1931@gmail.com
ADVERTISEMENT FOR 2 (TWO) YEARS ANM TRAINING-(2026-2028)

Applications are invited from interested female candidates who have secured 40% marks in 10+2 Examination from any stream for 2(Two) years ANM Training as per following Conditions.
Conditions:-
1. Candidates must be the resident of Assam.
2. Educational Qualification: - 10+2 passed with minimum 40% marks.
3. Age Limit:- From 17 years to 30 years as on 31-12-2026 (Upper age relaxation for SC/ST candidates as per norms of Nursing Council).
4. Application forms and prospectus are available in the office of the undersigned at Siva Sundari Nari Sikshasram & Ante-Natal Clinic, Park Road, Silchar-1 in all working days from 11.00 am to 3.00 pm from 26-07-2026 to 10-08-2026 on payment of Rs-100/- only.
5. Last date of Submission of the filled up Application by 20.08.2026 upto 3.00 PM.
6. Production of Original HSLC Admit Card and HS Certificate and Mark sheet is a must at the time of collecting application form.
For any further information please contact:-
(1). Mrs. Bismita Das Principal - 7086112800
(Bismita Das)
Principal
Siva Sundari Nari Sikshasram School of Nursing
Park Road, Silchar-788001

Lost
I have lost my Original Admit Card vide- Roll-0092 No. 10235, Regd. No. 040897 on the way from Cachar College to my home, on-22-06-26. If any one found please contact.
Suhani Aktar Choudhury.
C/o Anwar Ahmed Choudhury. Dudhpatil Pt. 6, Silchar, Cachar.
M-9435618581

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি
সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও রকমের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।
কর্মাধ্যক্ষ — সাময়িক প্রসঙ্গ

হাইলাকান্দি জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভায় প্রশিক্ষণ শিবির ও সংগঠন বিস্তারে জোর

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৩ জুলাই : আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে হাইলাকান্দি জেলা বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা বৃহস্পতিবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি কল্যাণ গোস্বামীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ শিবির এবং সংগঠন বিস্তারের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির এসসি মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী মুন স্বর্ণকার এবং রাজ্য সদস্য সৈকত দেবচৌধুরী। রাজ্য নেতৃত্ব জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন বিভিন্ন কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়ন এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভায় হাইলাকান্দির জেলা বিজেপির পদাধিকারীরা।

এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জওহরলাল নাথ ও সঞ্জয় রায়, জেলা সহ-সভানেত্রী জয়দীপা দাস লস্কর ও সঞ্জিত ঘোষ, সহ-সম্পাদক আরাধনা রাই ও অভিষেক পাণ্ডে-সহ জেলার অন্যান্য পদাধিকারীরা। জেলার বিভিন্ন মণ্ডল ও সাংগঠনিক স্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সভাটি একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক পর্যালোচনা বৈঠকে পরিণত হয়। সভায় প্রধান আগামী জেলা প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আদর্শগত প্রশিক্ষণ এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শিবিরের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি জেলার চলমান এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করে সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়েও মতবিনিময় হয়।

বৈঠকে সংগঠন বিস্তারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করার কৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। নতুন সদস্য সংগ্রহ, বুথভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে আসন্ন কর্মসূচিগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের ওপর নেতৃত্ব গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভা শেষে দলীয় নেতারা জানান, জেলার সাংগঠনিক শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করা এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তাঁদের মতে, রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সাংগঠনিক সভা জেলা বিজেপির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জালাল উদ্দিন তাপাদার প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটামণি, ২৩ জুলাই : পাথারকান্দি শহর সংলগ্ন তাপাদারপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী, প্রাক্তন ওয়ার্ড সদস্য ও প্রবীণ ব্যক্তি হাজি জালাল উদ্দিন তাপাদার ওরফে 'পঙ্খী মিয়া' আর নেই। দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভোগার পর বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় সাড়ে ৫টায় নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায়ও তিনি এলাকার মানুষের খোঁজখবর নিতেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, দুই কন্যা, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় পাথারকান্দি টাউন ঈদগাহ ময়দানে প্রয়াতের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী আজিজুর রহমান তালুকদার, নাইবে আমির শরিয়ত মওলানা বদরুল হক, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, আলেম-ওলামা, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া টিলাবাড়ি-বান্দরকোণা জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি ও কংগ্রেস নেতা কবির আহমদ-সহ অনেকে।

বরাকনন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রে জগন-যিশু স্মরণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : বরাকনন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় ওদের নিজস্ব সভাগৃহে শহিদ জগন-যিশুর (জগন্নাথ দেব ও দিব্যেন্দু দাস) ৪০তম আত্মবলিদান দিবস পালিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভানেত্রী সুমিত্রা দত্ত বলেন, কীভাবে তৎকালীন সময়ে বরাক উপত্যকায় তৃতীয় ভাষা হিসেবে অসমিয়া চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। সেই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কালো পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হবে। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপরই গুলিবর্ষণ করা হয় এবং জগন ও যিশু এই গুলিতেই প্রাণ হারান। সুমিতা দেব ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। সুমিতা ঘোষ দেব ১৯৮৬-র আন্দোলনকে ১৯৬১ সালের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আখ্যা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা শহিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তারপর একে একে পান্না চক্রবর্তী, লুৎফা আরা চৌধুরী, শিপ্রা দে শ্রদ্ধার সঙ্গে শহিদ তর্পণ করেন। স্বরচিত কবিতা শহিদদের (স্মৃতির) উদ্দেশে পাঠ করেন সঙ্গীতা দেব, সুমিত্রা চৌধুরী, শাশ্বতী ভট্টাচার্য। দেবরীতা দে একটি একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এবং সমবেতভাবে 'মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা' গানটির মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গলির নির্মাণকাজে পড়ে আহত যুবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ২৩ জুলাই : লক্ষীপুর পুরবোর্ড ও কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের গাফিলতিতে এক মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার লক্ষীপুরের এক যুবক। গলিপথে আরসিসি ড্রেনের কাজে এলোমেলো করে রাখা হয়েছে নির্মাণ সামগ্রী। নির্মাণকাজের জায়গায় পড়ে গিয়ে মারাত্মক জখম হয়েছেন এক যুবক। আঘাতপ্রাপ্ত যুবক ঝুনু রায়ের পুত্র বিক্রম রায়। পড়ে গিয়ে টিনের বেড়ায় হাত কেটে মাংস ঝুলে পড়েছে তার। আঘাত পেয়েছেন সমস্ত শরীরে। তার কাটা হাতে আটটি সেলাই দিতে হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ, লক্ষীপুর শহরের ৭ নং ওয়ার্ডের অমুল্য লেনে। এই লেনের মাঝপথে একটি ছোট আরসিসি ড্রেন তৈরির কাজ চলছে। তা-ও আবার গলি পথের অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত। এই কাজের বরাদ্দ ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯১৮ টাকা। এই রাস্তার পূর্বদিকের জমি জবরদখল করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে গলির লোকদের। তাদের অভিযোগ পেয়ে জবরদখলকারীদের সঙ্গে কথা বলেও কোনও সুরাহা বের করতে পারেনি লক্ষীপুর পুরবোর্ড। রাস্তার জমিও উদ্ধার হয়নি এখন পর্যন্ত। আবার, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারও ড্রেনের একদিকে অর্ধেক মাটি ভরাট করে ফেলে রেখেছেন। অপরদিকের, জমি উদ্ধার না হওয়ায় সেদিকে মাটি ফেলা সম্ভব হচ্ছে না।

মারাত্মক আহত বিক্রম রায় রড বের করে রাখা ড্রেনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান। বাঁচার জন্য হাত বাড়িয়ে টিনের বেড়ায় ধরতে গেলে তাঁর হাত কেটে মাংস ঝুলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে যায় বিক্রম। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার হাতে আটটি সেলাই দিতে হয়েছে। একে তো জবরদখলকারীদের কাছ থেকে রাস্তার জমি উদ্ধার না করা, অপরদিকে ড্রেনের একদিকে অর্ধেক মাটি ফেলে কাজ বন্ধ করে রাখা। এই দুইয়ের ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হতে হয়েছে গরিব পরিবারের বিক্রমকে। কিন্তু ভুক্তভোগীকে সামান্য সহানুভূতি জানাতে পুরবোর্ড কিংবা ঠিকাদারের পক্ষ থেকে কেউই খোঁজ নেয়নি বলে জানান স্থানীয় লোকজন। অর্ধেক কাজ করে কাজ বন্ধ রাখায় ভুক্তভোগী গলির মানুষ। এদিকে, সাপের উপদ্রবে বন বিভাগের এলাকার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতেও ভয় পাচ্ছেন তারা। এই রাস্তাটিই এখন তাদের একমাত্র আসা-যাওয়ার পথ। কিন্তু পুরসভার দায়িত্বহীনতার কারণে প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে তাদের। এই অবস্থায় থাকলে আরও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় লোকজন।

কালাইনছড়া পুলিশ চেকগেটে লরি থেকে উদ্ধার মদ, ধৃত ২

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ২৩ জুলাই : নেশার রমরমা কারবার মোটেই পিছু হটছে না। পুলিশ প্রশাসন কড়া নজরদারি হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও এর ফাঁকে কীভাবে নেশা কারবারিরা প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন নেশাসামগ্রী বেপরোয়াভাবে পাচার করে আসছে।

পুলিশের তল্লাশি অভিযানে যা নজরে ভেসে ওঠে তা উদ্ধার বা আটক করতে সক্ষম হয়। মাদক ও অবৈধ নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে বড় সাফল্য পেল গুমড়া পুলিশ। বৃহস্পতিবার কালাইনছড়া পুলিশ চেকগেটে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় একটি পণ্যবাহী লরি থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নিয়মিত চেকিং চলাকালীন এএস-১১ডিসি ৯০৫৫ নম্বরের একটি লরি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় লরির ভেতরে কৌশলে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক বিদেশি মদ উদ্ধার করেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে মদগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং লরিটিও পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। নেশা পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো, নাজিম উদ্দিন মজুমদার এবং আজমল হোসেন। দু'জনই হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া সন্দেহজনক বিদেশি মদ-সহ ধৃতরা গুমড়া পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা মদের প্রকৃত পরিমাণ, বাজারমূল্য এবং বৈধ নথিপত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই চোরাচালান চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত অভিযান জারি রেখেছে। গুমড়া পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকা সহ ৬ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে অবৈধ মাদক ও বিদেশি মদের পাচার রুখতে ভবিষ্যতেও চেকিং ও বিশেষ অভিযান আরও জোরদার করা হবে। পাচারকারী যতই সক্রিয় হোক না কেন পুলিশের নিশানা থেকে ছাড় পাবে না।

বরাকের জলস্তর বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কাছাড়ে ২৪ ঘণ্টার বন্যা স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু প্রশাসনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : বরাক নদী ও তার উপনদীগুলোর জলস্তর কাছাড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাধারণ মানুষের জন্য নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে শিলচরের ট্রাঙ্ক রোডস্থিত আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (পিএইচসি)-এ ২৪ ঘণ্টার ফ্লাড কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। কাছাড়ের স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালকের জারি করা নির্দেশ অনুসারে অবিলম্বে এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এটি চালু থাকবে। বন্যা সংক্রান্ত চিকিৎসা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের সুবিধার্থে ৯৩৯৪৬১৫৪০১ নম্বরের একটি বিশেষ হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে।

সোনাই, বড়খলা, দিগর কাশীপুর, ধলাই, লক্ষীপুর, উধারবন্দ এবং হরিনগরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মীদের (এমপিডব্লু) নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। সুপরিকল্পিত শিফ্‌টভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল, দুপুর এবং রাত্রিকালীন পৃথক শিফ্‌টে কর্মীরা দায়িত্ব পালন করবেন, যাতে জরুরি ফোনকল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবায় দ্রুত সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়।

জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকদের মতে, এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি জেলার বন্যা পরিস্থিতিজনিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান, প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যদল মোতায়েন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা এবং তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার দায়িত্বও এই কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এর ফলে জলবন্দি ও বন্যাকবলিত এলাকায় দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া আরও সহজ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

বন্যাজনিত চিকিৎসা জরুরি পরিস্থিতি কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে এই বিশেষ হেল্পলাইন ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। পাশাপাশি নদী তীরবর্তী ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার, জেলা প্রশাসনের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলার এবং প্রয়োজন হলে বিলম্ব না করে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, পুরো বন্যা পরিস্থিতিজুড়ে কাছাড়বাসীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে।

জাতীয় সম্প্রচার দিবসে শিলচর রেডিও কেন্দ্রে লায়ন্স ভ্যালি ভিউ-র বিশেষ অনুষ্ঠান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : জাতীয় সম্প্রচার দিবস উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউ বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া রেডিও, শিলচর কেন্দ্রের সহযোগিতায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ক্লাবের সভাপতি সঞ্জীব রায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে এবং দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সূচনায় সভাপতি সঞ্জীব রায় বলেন, অল ইন্ডিয়া রেডিও, শিলচর কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিও, শিলচর কেন্দ্রের হেড অব প্রোগ্রাম হৃতব্রত ভট্টাচার্য। তিনি জাতীয় সম্প্রচার দিবসের ইতিহাস, উদ্দেশ্য এবং গণমাধ্যম হিসেবে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

একইসঙ্গে প্রতি বছর এই দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেওয়ায় লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের পক্ষ থেকে হৃতব্রত ভট্টাচার্য এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রবীণ কর্মকর্তা শান্তনু কর্মকার (এইই)-কে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে উপস্থিত অতিথি, কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্লাবের উদ্যোগে মিষ্টি ও নাস্তা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী (এইই), আনন্দকুমার ভার্মা, তুলসীনাংশু ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র দাস, মনোজকান্তি দাস, ফুলন বর্মন, পান্না শর্মা, সুনীলকুমার দাস, হিমাদ্রি চক্রবর্তী, তপনকুমার দাস, অভিজিৎ কর-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের জন্য ক্লাবের প্রজেক্ট চেয়ারপার্সন বন্দিতা ত্রিবেদি রায় এবং কো-প্রজেক্ট চেয়ারপার্সন সাহিন আখতার অল ইন্ডিয়া রেডিও, শিলচর কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দিনপঞ্জিকা

শুক্রবার, ৭ শ্রাবণ, ইং ২৪ জুলাই, মুং ৯ সফর (ভাং তাং ২ শ্রাবণ)। অ ৭ শাওন, ফসলী ২৫ আষাঢ়, সংবৎ ১০ আষাঢ় সুদি। ৫।৫।৩০ গতে সূর্যোদয়, ৬।২০।২০ গতে সূর্যাস্ত। দশমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকুল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

কর্কট : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা :-কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

বৃশ্চিক : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

ধনু : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক আলোচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : ডিজিটাল সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সার্কল অফিস শাখার যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে 'নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং অনুশীলন ও সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধ' শীর্ষক এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার সুব্রত পাঠক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ম্যানেজার বিপ্রজিৎ দত্ত, চিফ ম্যানেজার (আইটি) মুকেশ কুমার, গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. যোগেশ্বর বর্মন, বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক জয়দীপ ভট্টাচার্য, জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক শুভব্রত পাঠক, মৌপি দেবপুরকায়স্থ, সুতপা পুরকায়স্থ, জ্যোতির্ময় পাঠক ও জ্যোতির্ময় শর্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান যোগেশ্বর বর্মন। এরপর চিফ ম্যানেজার (আইটি) মুকেশ কুমার, জ্যোতির্ময় পাঠক এবং জ্যোতির্ময় শর্মা যৌথভাবে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল জালিয়াতি প্রতিরোধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বক্তারা ডিজিটাল ও আর্থিক জালিয়াতির বিভিন্ন কৌশল, প্রতারণার ধরন এবং সেগুলো থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায় তুলে ধরেন। বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তাঁরা দেখান কীভাবে প্রতারক চক্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয় এবং সেই ধরনের প্রতারণা এড়াতে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি অনলাইন লেনদেনের সময় ব্যক্তিগত তথ্য, ওটিপি, পিন কিংবা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত গোপন তথ্য কারও সঙ্গে ভাগ না করার পরামর্শও দেওয়া হয়।

বক্তারা আরও বলেন, ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও নিরাপত্তাবিধি মেনে চললে গ্রাহকরা নিরাপদে অর্থ লেনদেন করতে পারবেন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং চর্চা, সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন। বাণিজ্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক জয়দীপ ভট্টাচার্যের ধন্যবাদজ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বন্যার দরুন ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিথিলতা চেয়ে ছাত্র সংসদের স্মারকলিপি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা ব্যাপকভাবে প্লাবিত। বহু মানুষ গৃহহীন। এই অবস্থায় ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা শিথিল করার আর্জি জানিয়েছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ। সভাপতি রাজকিংকর চক্রবর্তী বলেন, ভর্তির জন্য মনোনীত কোনও ছাত্র যেন নির্ধারিত সময়ে আসতে না পারার কারণে ভর্তিবঞ্চিত না হয়। তাঁর কথায়, 'ভয়াবহ এই দুর্যোগের সময়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের উচিত।' ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এই আর্জি জানিয়ে উপাচার্য এবং অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়েছে। রাজকিংকর জানান, দু'জনই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

বন্যা : ত্রাণ সরবরাহে কড়া নজর রাখতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ মন্ত্রী কৌশিকের

বৈঠকে মন্ত্রী কৌশিক রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই : বন্যাকবলিত জেলাগুলিতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই বার্তাই দিলেন খাদ্য, সিভিল সাপ্লাই ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী কৌশিক রায়। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, দুর্গত মানুষের কাছে সময়মতো ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন জোগান এবং বাজারদরের উপর কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উজান অসম ও উত্তর অসমের বন্যাপীড়িত জেলার জেলা কমিশনার এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। বৈঠকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রাপ্যতা এবং বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মন্ত্রী জানান, দুর্যোগের সময়ে কোনও অবস্থাতেই খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যাহত হওয়া চলবে না। সে জন্য সব জেলার প্রশাসনকে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। কৌশিক রায় প্রতিটি জেলার টাস্ক ফোর্সকে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন। কোথাও অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি ধরা পড়লে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও তিনি বলেন।

মন্ত্রী দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত

এরপর সাতের পাতায়

রাজস্থানের কারাগারে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দুই বন্দির বিয়ে

জয়পুর, ২৩ জুলাই : রাজস্থানের যোধপুরে মাণ্ডোর ওপেন জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত দুই বন্দির বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেশীকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মুলারাম ভাটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। অন্যদিকে, স্বামীকে হত্যার মামলায় মুম্বইর সীমা ঘাডসেও আজীবন সাজাপ্রাপ্ত।

ভালো আচরণের ভিত্তিতে প্রায় দুই বছর আগে মুলারামকে আজমির জেল থেকে মাণ্ডোর ওপেন এয়ার জেলে স্থানান্তর করা হয়। সীমাকে মহিলা কারাগার থেকে একই জেল তথা ক্যাম্পে আনা হয় প্রায় দেড় বছর আগে। সেখানে কৃষিকাজ করতে গিয়েই তাদের মধ্যে নিয়মিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। পরে তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন।

নাগৌর জেলার বাসিন্দা মুলারাম ভাটির দায়ের করা আবেদনের শুনানি শেষে রাজস্থান হাইকোর্ট এই বিয়েতে অনুমতি দেয়। রায় জানায়, প্রাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তি বিয়েতে সম্মত হলে তাদের বিবাহের অধিকার সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে নিশ্চিত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিচারপতি পিএস ভাটি এবং বিচারপতি প্রবীর ভাটনাগরের

এরপর সাতের পাতায়

বরাকে এক্সপ্রেসওয়ে থেকে ডলু বিমানবন্দর, উন্নয়নের বাজেট, দাবি কাছাড় বিজেপির

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান পরিষেবা, রেল এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে সামনে রেখে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা রয়েছে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অসম বাজেটে। বৃহস্পতিবার শিলচরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই দাবি করল কাছাড় জেলা বিজেপি। দলের বক্তব্য, ১ লক্ষ ৫৭ হাজার কোটি টাকার এই বাজেট রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে দেবে। বরাকের জন্যও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চিড়িয়াখানা, এইমস স্যাটেলাইট সেন্টার, নতুন রেললাইন, কৃষি ও শিল্পে জোরের কথা তুলে ধরলেন রূপম সাহা

ইটখলায় জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাপতি রূপম

এরপর সাতের পাতায়

প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৩ জুলাই (সংবাদ সংস্থা) : ত্রিপুরার প্রাক্তন পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। উচ্চ আদালতের কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়েছে, দ্রুত এই দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিন বিকেলে আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিসকুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে পৌঁছায়। সেখানে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে স্লোগান তোলেন।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন বলেন, রাজ্যের মানুষ জানতে চায় কী পরিস্থিতিতে এবং কী কারণে একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও নির্ভীক পুলিশ আধিকারিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সেই সমস্ত প্রশ্নের নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য উত্তর পেতে হলে উচ্চ আদালতের কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও বলেন, তদন্তে বিলম্ব

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমিতে আন্দোলনের আভাস পেয়ে রাতেই আটক এনএসইউআই নেতা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৩ জুলাই : নিট-র প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন স্থগিত করতে এবার ছাত্রনেতাকে আটক করল শ্রীভূমি পুলিশ। এনএসইউআই-র জেলা সভাপতি সুস্মিত দেবকে বুধবার রাতে বাড়ি থেকে পুলিশকর্তারা সদর থানায় নিয়ে যান। গোটা রাত থানায় বসিয়ে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে ছেড়ে দেন। মূলত বৃহস্পতিবার ছাত্রনেতা সুস্মিতের নেতৃত্বে জেলা সদরে নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের আভাস পেয়েই পুলিশ তাঁকে আটক করেছে বলে জানা যায়।

নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষাকে ঘিরে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষার অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল দিল্লির যন্তর মন্তর। পড়ুয়া, অভিভাবক ও চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ বিক্ষোভে সামিল হয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দাবি তুলেছেন। বিক্ষোভকারীদের একাংশ কেন্দ্রীয়

এরপর সাতের পাতায়

চানমারিতে ৫ বছর আগের খুনের অভিযুক্ত যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংস হত্যা

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ২৩ জুলাই : আরও এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থাকল শ্রীভূমি জেলার রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত চানমারি গ্রাম। মাত্র কয়েক মাস আগে এই গ্রামেরই এক সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে হাইলাকান্দির এক তরুণীর পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল পুরো এলাকা। সেই ঘটনার দগদগে ক্ষত শুকোনোর আগেই ফের এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে কেঁপে উঠল চানমারি। এবার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করা হল শাহিদ হোসেন (২৯) নামের এক যুবককে। নিহত যুবক চানমারি গ্রামেরই বাসিন্দা মহব্বত আলির পুত্র। একের পর এক এমন রোমহর্ষক ঘটনায় এলাকার আইন-শৃঙ্খলা

পরিস্থিতি নিয়ে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভে ফুটছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার বিকেলে পরিচিত কয়েকজন যুবক ফোন করে শাহিদকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর রাত বাড়লে বাড়ির অদূরেই তার রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ ফেলে রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই চিৎকার-চেঁচামেচিতে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে রাতাবাড়ি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাপ্লুত দেহটি উদ্ধার করে। মৃত্যুর সঠিক কারণ ও আঘাতের ধরন জানতে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জ জেলা ও অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে পাঁচ-ছয় বছর আগের এক পুরনো শত্রুতার কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তথ্য অনুযায়ী, বছর কয়েক আগে চানমারি

এরপর সাতের পাতায়

শিলকুড়িতে মহিলা কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন নিয়ে বিধানসভায় সরব কিশোর

জওহরলাল পাণ্ডে

শিলকুড়ি, ২৩ জুলাই : শিলকুড়ি এলাকায় নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ আবাসীয় মহিলা কলেজ, কাছাড় সায়েন্স মিউজিয়াম এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্রুত উদ্বোধনের দাবি জানান বিধায়ক কিশোর নাথ। তিনি বলেন, এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষা। দ্রুত উদ্বোধন হলে বড়খলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার শিক্ষার্থী, গবেষক, যুবসমাজ এবং সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারবেন।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক কিশোর নাথ।

এছাড়াও বড়খলার শ্রীকোণা আইটিআই-র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বিধানসভায় তুলে ধরেন তিনি। কিশোর নাথ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসা বহু প্রশিক্ষকের পরিষেবা এখনও নিয়মিত করা হয়নি। তিনি

এরপর সাতের পাতায়

কটামণিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছাই বসতবাড়ি, ব্যাপক ক্ষতি

অগ্নিকাণ্ডে ছাই বসতবাড়ি।

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২৩ জুলাই : শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি বিধানসভার বাজারিছড়া থানা অধীন কটামণি তেজপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল ফখরুল ইসলামের একটি বসতবাড়ি। আগুনের লেলিহান শিখা শুধু একটি বাড়িকেই গ্রাস করেনি, সঙ্গে ভস্মীভূত হয়েছে বহু বছরের কষ্টার্জিত সংসার, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, মূল্যবান নথিপত্র, নগদ অর্থ, খাদ্যসামগ্রী এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আগুন থেকে রক্ষা পায়নি পরিবারের গৃহপালিত পশু-পাখিও। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি সহ একাধিক প্রাণী আগুনে পুড়ে মারা যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার সবচেয়ে আতঙ্কজনক মুহূর্তটি তৈরি হয়, যখন ঘরের ভেতরে থাকা একটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে

এরপর সাতের পাতায়

ফি মকুব ও বেকলগ জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরব এবিভিপি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ২৩ জুলাই : অসম সরকারের ফি মকুব প্রকল্প থেকে যাতে কোনও যোগ্য শিক্ষার্থী বঞ্চিত না হন এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল প্রকাশে অসঙ্গতি, বেকলগ ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত জটিলতার দ্রুত সমাধান করা হয় এই দাবিতে বৃহস্পতিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র চান্দখিরা শাখার উদ্যোগে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। পাথারকান্দি সার্কল অফিসারের মাধ্যমে শ্রীভূমি জেলার জেলা কমিশনার মারফত স্মারকপত্রটি শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের উদ্দেশে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টায় এবিভিপি চান্দখিরা শাখার এক প্রতিনিধি দল পাথারকান্দি সার্কল অফিসে উপস্থিত হয়ে সার্কল অফিসার অদিতি নুনিসার হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দেন। এ সময় ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা

এরপর সাতের পাতায়

বদরপুর রেলস্টেশন থেকে হেরোইন সহ দুই মহিলাকে আটক

মাদক সহ আটক দুই মহিলা।

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

বদরপুর, ২৩ জুলাই : বদরপুর রেলস্টেশনে প্রায় একশো সতেরো গ্রাম ১৭ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ আটক দুই মহিলা।

বুধবার বদরপুর রেলস্টেশন থেকে হেরোইন সহ দুই মহিলাকে আটক করলো রেল পুলিশ। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বদরপুর জিআরপি এবং আরপিএফ রুটিন তল্লাশি চালাতে গিয়ে এই সাফল্য অর্জন করে। ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে বুধবার একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে তল্লাশি চালাতে গিয়ে দুই মহিলার কাছ থেকে তাদের সঙ্গে থাকা বেগে হেরোইন উদ্ধার হয়। রেল পুলিশ হেরোইন বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ওই দুই মহিলাকে আটক

এরপর সাতের পাতায়

উচ্চশিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি

‘ফেস অব ইন্ডিয়া ২০২৬’ সম্মানে ভূষিত অধ্যাপক রজত গুপ্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : বরাকের কৃতী সন্তান তথা শিলচর এনআইটি-র প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক রজত গুপ্ত দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি ‘ফেস অব ইন্ডিয়া ২০২৬’ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে দূরদর্শী নেতৃত্ব, গবেষণা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান প্রদান করেছে ডিজিটাল লিডারশিপ প্ল্যাটফর্ম ‘ইন্ডিয়াস্পার্ক’। প্ল্যাটফর্মটি মূলত ভারতের শিক্ষাজগতের দূরদর্শী ও গুণি মানুষদের অন্বেষণ এবং তাঁদের কৃতিত্বকে সবার সামনে তুলে ধরতে কাজ করে।

বর্তমানে চেন্নাইয়ের ভেল টেক রঙ্গরাজন ড. শগুন্তলা আর অ্যান্ড ডি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক গুপ্ত। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) শ্রীনগর, মিজোরাম এবং শিলচরের ডিরেক্টর হিসেবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলে শিক্ষামহলে স্বীকৃত।

বিশেষ করে কাশ্মীরে অশান্ত পরিস্থিতি এবং ২০১৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় এনআইটি

এরপর সাতের পাতায়

বিনামূল্যে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখা সহ বিভিন্ন দাবিতে ওয়েস্ট শিলচর কলেজে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

শিবির আহমদ বড়ভূইয়া

বড়খলা, ২৩ জুলাই : ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখা ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র সুষ্ঠু নিরীক্ষণের দাবিতে বৃহস্পতিবার বড়যাত্রাপুর ওয়েস্ট শিলচর কলেজ বিক্ষোভ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠে। এদিন সকাল ১১ নাগাদ প্রখর রোদ উপেক্ষা করে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী শিলচর-কালাইন সড়কের পাশে কলেজের ঢোকার ফটকে আন্দোলনে বসেন। বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্লেকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে কাঁপিয়ে তোলেন। তাঁরা কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব পুনর্বহাল করতে হবে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র সুষ্ঠু নিরীক্ষণ করতে হবে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় হায় হায়, আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে আমাদের আন্দোলন চলবে ইত্যাদি

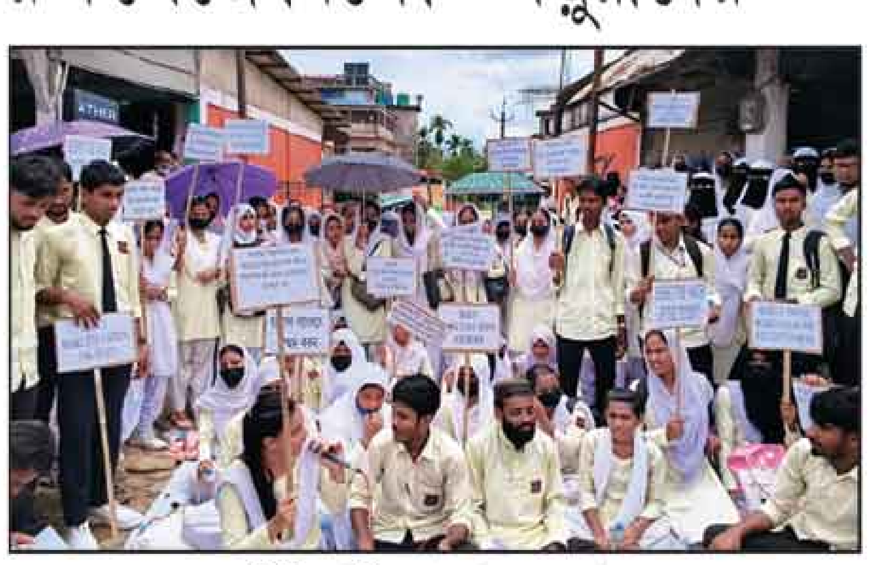

বিভিন্ন দাবিতে পড়ুয়াদের ধরনা।

স্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন। পশ্চিম শিলচর কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, বিগত তিন বছর যাবত সরকারি নির্দেশে বেকলগ থাকা ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু এ বছর থেকে বেকলগ থাকা ছাত্রছাত্রীদের ফি চালু করা হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে বৃহত্তর পশ্চিম শিলচর এলাকার গরিব, কৃষক, মজদুর পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করেন। তাঁদের পক্ষে বছর বছর ভর্তি ফি দেওয়া সম্ভব নয়। ফি মকুব পুনর্বহাল করা না হলে অনেক

এরপর সাতের পাতায়

আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাদক পাচারচক্রের ‘কিংপিন’ মায়ান্মারের নেংজাতুয়ান এনসিবি-র জালে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাদক পাচারচক্রের ‘কিংপিন’ নেংজাতুয়ান ওরফে তুয়ানপিকে গ্রেফতার করলো নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। মায়ান্মারের চিন প্রদেশের হাইচিন এলাকার বাসিন্দা নেংজাতুয়ানকে মণিপুরের চূড়াচান্দপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নেংজাতুয়ানের পাশাপাশি এই পাচার চক্রের হয়ে অসমে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া কাছাড়ের ধলাই রাজগোবিন্দপুরের আব্দুল্লা আহমদ সহ আরও কয়েকজনকেও গ্রেফতার করেছে এনসিবি। কাছাড়ে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাদক পাচারচক্রের জড় অনেক গভীরে গেঁথে রয়েছে, এর প্রমাণ মিলেছে আগেই। নেংজাতুয়ানের সহযোগী আব্দুল্লা আহমদের গ্রেফতারিতে ফের প্রমাণ হল তা।

নেংজাতুয়ানকে চূড়াচান্দপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে। আব্দুল্লা আহমদকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত মাসে। আব্দুল্লা সম্পর্কে জানা গেছে তার মূল বাড়ি শ্রীভূমি জেলায়। ধলাই রাজগোবিন্দপুরের এক মহিলাকে বিয়ে করে বেশ কিছুদিন ধরে এখানেই রয়েছে সে। এনসিবি-র অভিযোগ, নেংজাতুয়ানের চক্র মায়ান্মার থেকে মাদকের চালান অসমে পৌঁছে দেওয়ার পর মূল গ্রহীতা ও সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করত আব্দুল্লা।

আগে গ্রেফতার হওয়া অসমের সমন্বয়কারী কাছাড়ের ধলাইর আব্দুল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে সফলতা

এনসিবি জানিয়েছে, গত কয়েক মাসে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত ধারাবাহিক অভিযানে মণিপুর ও অসম থেকে এই চক্রের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আব্দুল্লা আহমদ ছাড়াও রয়েছে মণিপুরের লালথলামুয়াং পুলামতে, নেংগুলটিনখুম হ্যাংনেগুল, পাওমিনলেন মুনলো-সহ আরও কয়েকজন। এদের বিরুদ্ধে মাদক পরিবহন, মজুত এবং সরবরাহে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। আব্দুল্লা সহ ধৃত এই কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং আর্থিক তদন্তের ভিত্তিতেই নেংজাতুয়ানকে মায়ান্মার থেকে এই পাচারচক্র পরিচালনাকারী অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এরপরই তাকে ধরতে বিশেষ অভিযান চালানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত এবার চূড়াচান্দপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

এনসিবি জানিয়েছে, ধৃত নেংজাতুয়ান মায়ান্মারের চিন প্রদেশের হাইচিন এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে সে চিন প্রদেশে বসে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্র পরিচালনা করছিল। এবার পাচার বাণিজ্যের সূত্রে মণিপুরের চূড়াচান্দপুরে এসে ধরা পড়ে যায় সে। এনসিবি-র তদন্তে উঠে এসেছে, নেংজাতুয়ানের নেতৃত্বে মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এবং হেরোইনের চালান মণিপুর, মিজোরাম, অসম ও ত্রিপুরা হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছত। এই চক্রের মাধ্যমে বাংলাদেশেও মাদক পাচার করা হত বলে তদন্তকারীদের দাবি।

এনসিবি-র দাবি, নেংজাতুয়ান মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ আইন (এনডিপিএস)-র একাধিক মামলায় অভিযুক্ত। অন্তত তিনটি এনসিবি মামলায় সে মূল অভিযুক্ত, যেখানে প্রায় ২৮.২২ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এবং ১.২৭৮ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া এই মাদকের বাজারমূল্য ২৫ কোটিরও বেশি টাকা। এছাড়া চূড়াচান্দপুর পুলিশ, সিংনগাট পুলিশ এবং রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদফতর (ডিআরআই)-র দায়ের করা আরও সাতটি এনডিপিএস মামলায়ও তার নাম রয়েছে। তদন্তে

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯৭, শুক্রবার, ২৪ জুলাই, শ্রাবণ ৭, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস, সর্ষের ভূত তাড়ানো জরুরি সর্বাগ্রে

হিসেব অনুযায়ী, দেশে গড়ে প্রতি মাসে একটি করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিকে গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বারবার এধরনের কেলেঙ্কারি প্রমাণ করে যে, কোটি কোটি শিক্ষার্থীর কঠোর পরিশ্রম ও মেধার চেয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া এই জাতীয় সংকটগুলো শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। দেখা যাচ্ছে, মেধার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীরা যখন পিছিয়ে পড়েন এবং দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাপ্রাপ্তরা পিছনের দরজা দিয়ে আসন দখল করেন, তখন সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র মতো শীর্ষ জাতীয় নিয়োগকারী সংস্থার প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনা বারবার উন্মোচিত হয়েছে। ফলে পরীক্ষার বাতিল, পুনপরীক্ষা এবং দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার চরম মানসিক চাপের শিকার হয়। বারবার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর থেকে তরুণ প্রজন্মের আস্থা উঠে যাচ্ছে।

ভারতে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ও নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা একটি ভয়াবহ জাতীয় সংকট হিসেবে আবির্ভূত। সরকারি ও স্বাধীন তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সংক্রান্ত পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক। গত ১২ বছরে (২০১৪ থেকে ২০২৬), অর্থাৎ বর্তমান সরকারের আমলেই ভারতে অন্তত ১৫২টি বড় ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা জনসমক্ষে এসেছে। হিসেব অনুযায়ী, দেশে গড়ে প্রতি মাসে একটি করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এই প্রশ্নফাঁস চক্র ও পরীক্ষা দুর্নীতির কারণে দেশজুড়ে আনুমানিক ৭.৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২৪ বছরে ৪৫টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় মাপের জাতীয় ও রাজ্যস্তরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং তেলেঙ্গানায়। অথচ, শত শত ঘটনা এবং কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, পরীক্ষা পরিচালনাকারী শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির হার প্রায় শূন্য।

গত ১১ বছরে নথিবদ্ধ ১৪৮টি বড় জালিয়াতির মামলার মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে অপরাধী সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রতি বছর ভারতে জাতীয় যোগ্যতা ও প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট)-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীরা কোচিং খাতে প্রায় ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে, যা দেশের বার্ষিক শিক্ষা বাজেটের (১.৪০ লক্ষ কোটি) প্রায় সমান। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে এই বিপুল অর্থ ও পরিশ্রম সম্পূর্ণ বিফলে যায়। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের ১০ বছরের আমলে (২০০৪ থেকে ২০১৪) দেশজুড়ে প্রায় ২৯টি বড় ধরনের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাপম কেলেঙ্কারি উলেখযোগ্য। বর্তমানে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দলই প্রশ্ন ফাঁসের এই জাতীয় সংকট নিয়ে একে-অপরকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করছে। বিরোধীদের দাবি, বর্তমান সরকারের আমলে গত বারো বছরে ১৫২টি প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন দল পাল্টা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, পরীক্ষা দুর্নীতির এই ধারা কংগ্রেসের আমল থেকেই চলে আসছে।

ভারতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থায় গলদ বা ত্রুটিগুলো কোনও একক জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই। এটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা থেকে শুরু করে কেন্দ্রে পৌঁছনো এবং পরীক্ষা নেওয়া পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থার একটি গভীর সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত সংকট। বিশেষজ্ঞ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলোর মতে, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদগুলো হলো ত্রুটিপূর্ণ সিকিউরিটি চেন, প্রিন্টিং প্রেসের অসাধুতা, বেসরকারীকরণ ও আউটসোর্সিং, পর্যাপ্ত স্থায়ী কর্মী অভাব, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দ্রুত বিস্তার, সার্ভার ও সিস্টেম হ্যাকিং, বিপুল অর্থের খেলা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কঠোর সাজার অভাব। আর বাঁকা পথে সন্তানদের ক্যারিয়ার তৈরি করে দেওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন অভিভাবক তো আছেনই। তাছাড়া 'সর্ষের মধ্যেই ভূত' প্রবাদটিই ভারতের বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় এবং নির্মম সত্য। তদন্তকারী সংস্থা (যেমন সিবিআই) এবং বিভিন্ন আদালতের পর্যবেক্ষণে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই বিশাল সিন্ডিকেটের মূল চাবিকাঠি পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা, সরকারি বিভাগ এবং প্রিন্টিং প্রেসের ভেতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতেই থাকে। অতএব, সর্বাগ্রে সেই ভূত না তাড়ালে বজ্র আঁটুনির ফাঁক গলে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানো যাবে না।

দেশে সিস্টেম বদলানোর আন্দোলন

শান্তনু দত্তগুপ্ত

সোনম ওয়াংচুকের ভুল-ত্রুটি, গোলমাল খুঁজতে আমরা উঠেপড়ে লেগেছি। হঠাৎ। তিনি ইনভেন্টর নন, ইঞ্জিনিয়ার। তিনি গরিব নন, পয়সাওয়ালা। সাধারণ ঘর থেকে তিনি উঠে আসেননি, তাঁর বাবা ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মন্ত্রী। একটা ব্যাপার বোধগম্য হচ্ছে না... এইগুলো সত্যি হলেই কি এখন যা চলছে, তার সবটা মিথ্যা হয়ে যায়? একের পর এক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, আত্মঘাতী ছেলেমেয়েরা, বোর্ডের পরীক্ষায় খাতা দেখা নিয়ে বিতর্ক এবং সোনম ওয়াংচুকের এই সিস্টেম বদলানোর দাবিতে অনশন। নজর তো থাকা উচিত ওই ব্যক্তির লক্ষ্যে, মানসিকতায়, মানবিকতায়... তাঁর নামে নয়! আজ এই নামটা নেহা, আমিন অমিতোজ, কিংবা মণীশ কুমার যদি হয়? আমরণ অনশনে রয়েছেন এঁরাও। প্রত্যেকে পিএইচডি স্কলার। বদল চান তাঁরাও। সিস্টেমের। এঁদের খবর আমরা জানতে পারি না। কারণ, নামগুলো বড় নয়। আড়ালে থেকেই আন্দোলনের ব্যাটন ধরেছেন। শাসকের সমস্যা হলো, এই নামগুলোও এখন বড় হচ্ছে। এখন আমাদেরও নড়েচড়ে বসতে হবে। খুঁজতে হবে এই পড়ুয়াদের ত্রুটি। কী বলব এঁদের? আরবান নকশাল?

মধ্যপ্রদেশে সত্যাগ্রহ চলছিল ১৫ দিন ধরে। আদিবাসীদের। কেন-বেতোয়া লিঙ্ক প্রজেক্টের বিরোধিতায়। সাড়ে ৪৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। কিন্তু প্রতিবাদ কেন? অভিযোগ অনেক। অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণে দুর্নীতি, জমি জোর করে নেওয়া এবং তারপরও যথাযথ টাকা না দেওয়া, পুনর্বাসন বা প্যাকেজের প্রতিশ্রুতি স্রেফ ভুলে মেরে দেওয়া, ভরা বর্ষায় বাড়িঘর-স্কুল গুঁড়িয়ে দেওয়া। এরপরও আন্দোলন কি 'অন্যায়'? নিশ্চয়ই। কারণ, শাসক তা-ই মনে করে। তাই ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও আমরণ অনশনে শুয়ে থাকা আদিবাসীদের দেখতে কেউ আসে না। কোনও মেডিক্যাল টেস্ট হয় না। আর ১৫ দিনের মাথায় গ্রেফতার হন বিক্ষোভকারী আদিবাসীদের নেতা, জয় কিষান সংগঠনের অমিত ভাটনাগর। ঘাড় ধরে তুলে দেওয়া হলো বিক্ষোভ, আন্দোলন, সত্যাগ্রহ। কেউ দাঁড়িয়ে ছিলেন গলায় দড়ি দিয়ে। কেউ শুয়ে ছিলেন চিতায়। কেউ নদীর বুকজলে শুয়েছিলেন। বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁরা... এই প্রকল্প তাঁদের মৃত্যুর সামিল। দৌধন বাঁধ হলে আক্ষরিক অর্থে ভেসে যাবে ২২টি গ্রাম। পথে বসবে ৭ হাজার পরিবার। তাই আন্দোলন করছিলেন তাঁরা। অনশনরত অবস্থায় অমিত ভাটনাগর 'চিতা'য় শুয়েই বলেছিলেন, 'এর থেকে তো ব্রিটিশ শাসন ভাল ছিল! আমাদের জল-জঙ্গল-জমির অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। ভুয়ো লোকজনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সব করে দেখে নিয়েছি আমরা। কোনও লাভ হয়নি। মহিলাদের পর্যন্ত লাঠি মেরেছে। ভুয়ো মামলা দিয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ১২টা, ওই যে মেয়েটা... আইনের ছাত্রী। ওর বিরুদ্ধে আটটা ফল্স মামলা দিয়েছে। গর্ভবতী মহিলা ওষুধের জন্য গিয়েছে, চড়-থাপ্পড় মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। এই দেশে তো এখন অধিকারের দাবি তোলার স্বাধীনতা নেই, আছে শুধু দুর্নীতি আর অত্যাচারের স্বাধীনতা।'

বুন্দেলখণ্ড ফুঁসছে। কিন্তু স্থানীয় কিছু চ্যানেল ছাড়া কেউ তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই আন্দোলনও আড়ালে থেকে যাচ্ছে। কারণ, অমিত ভাটনাগর বা আদিবাসী ওই মেয়েরা শাসকের বিরুদ্ধে। 'উন্নয়ন'র বিরুদ্ধে। ছত্তরপুর জেলার স্লোগান 'ন্যায় দো ইয়া মার দো' তলিয়ে যাচ্ছে বারানা নদীর জলে। দাবি ছিল তাদের সামান্য, জমির বদলে জমি। গ্রামের বদলে গ্রাম। দাবি নয়, অধিকার। কেন ও বেতোয়ার ধরন একই। খরা হলে একসঙ্গে, বন্যা হলেও। তা হলে এক নদীর জল অন্যটির পরিপূরক হবে, এই যুক্তি কীভাবে খাটে? তা হলে কেন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেবে শাসক? কেন পান্না রিজার্ভ ফরেস্টের মূল অংশে থাবা পড়বে কর্পোরেটাইজেশনের?

জিডি আগরওয়ালের কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। কানপুর আইআইটির প্রাক্তন অধ্যাপক। তার পরের পরিচয়, হরিদ্বারের মাতৃ সদন আশ্রমের স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ। ১১১ দিনের অনশনের পর ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। দাবি তুলেছিলেন, নমামি গঙ্গে প্রকল্পের নামে যা হচ্ছে, তা যথাযথ নয়। বলেছিলেন, গঙ্গোত্রী থেকে উত্তর কাশী পর্যন্ত গঙ্গার অবাধ প্রবাহ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তা নিশ্চিত করুক সরকার। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং 'উন্নয়ন'র নামে অন্যান্য কারবারে তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কান দেয়নি সরকার। দূষণ রোধে কঠোর 'গঙ্গা সুরক্ষা আইন' চালুর দাবিও তুলেছিলেন তিনি। ৮৬ বছরের বৃদ্ধের সেই দাবি ভেসে গিয়েছিল গঙ্গার জলের সঙ্গেই। শাসক প্রমাণ করেছিল, গান্ধীর দেশে অহিংস সত্যাগ্রহের আর মূল্য নেই। তাঁর পরও ব্যাটন ধরে রেখেছেন মাতৃ সদন আশ্রমের সাধুরা। সত্যাগ্রহ চলছে তাঁদের। চলছে অনশন। দাবি তুলছেন তাঁরা, গঙ্গার উপনদী অববাহিকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলতে দেওয়া যাবে না। বন্ধ করতে হবে পাথর ভাঙা। শাসকের ফুরসৎ নেই দেখার, শোনার, ব্যবস্থা নেওয়ার। ভাবটা হলো, ৪২ হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট দিয়েছি। আর কী চাই? কিন্তু প্রশ্ন থাকছে। কারণ, এ পর্যন্ত খরচ হওয়া ২১ হাজার কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার কোটিই খরচ হয়েছে স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য। আর বেশিটাই অপরিকল্পিত। গলদে ভরপুর। ক্যাগের রিপোর্টেই তার উল্লেখ রয়েছে। নকশায় ত্রুটি, কিছু প্লান্টের সঙ্গে বাড়ি-ঘরদোরের সংযোগই না দেওয়া... এগুলো হিমশৈলের চূড়ামাত্র। একটা গোটা এলাকায় যত বাড়ি রয়েছে, তার সঙ্গে বা মূল নিকাশি ব্যবস্থার সঙ্গে যদি প্লান্টের যোগই না থাকে, তা হলে সেই দূষিত জল সরাসরি গিয়ে পড়বে গঙ্গায়। হচ্ছেও সেটাই। উত্তরাখণ্ডে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩২ শতাংশ এমন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্রেফ তৈরি হয়ে পড়ে আছে। তারা কাজ করছে না বা করানো হচ্ছে না। ফল? দূষিত নিকাশির অবারিত প্রবেশ গঙ্গাবক্ষে। এছাড়া বছরের পর বছর বরাদ্দ হওয়া অর্থ পড়ে থাকার মতো গাফিলতি তো রয়েছেই। আর সরকার কী করছে? স্রেফ বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি টাকা খরচ। গঙ্গাকে কীভাবে দূষণমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু হরিদ্বার থেকে সাগর— নদীর প্রতিটা বাঁকে কোনও না কোনও ছোট কারখানা বা ট্যানারি ব্যবসা চলছে গঙ্গার জলের ভরসাতেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলছে, গঙ্গার জল ব্যবহার না করলে ব্যবসা চালাব কীভাবে? খাব কী? 'কত কী করেছি'র বদলে 'কী কী করতে হবে', সচেতনতার এই প্রচারটা বেশি ভাল হতো না? এই প্রশ্নই তুলছেন সত্যাগ্রহীরা। কিন্তু তা শাসকের উন্নয়নের ঢাক এবং চোখরাঙানিতে গোঁত্তা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে অন্ধকারে।

আদিবাসীরা আজ বলছেন, আমার দেশে আর অধিকার রক্ষার দাবি জানানো যায় না। নতুন প্রজন্ম বলে, এখন আন্দোলনের অর্থ শহুরে নকশালিজম। সমাজকর্মীরা আক্ষেপ করেন, নীতির আড়ালে দুর্নীতি চলছে। এই তিনটি আন্দোলন কি পৃথক? কোথাও গিয়ে এরা একসূত্রে বাঁধা নয়? অন্যায় দাবি তো কারও নয়! কেউ চায়, প্রশ্ন ফাঁস বা অনিয়মের নামে ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয়ে যায়। কারও দাবি শুধুমাত্র জমির... যথাযথ ক্ষতিপূরণের। আর কেউ চাইছেন, প্রকৃতিকে ভাঙিয়ে আখের গোছানো বন্ধ হোক। কিন্তু সবটাই থেকে যাচ্ছে আড়ালে।

আজ এই ভারতের সোনম ওয়াংচুকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, তাঁর নামে জোরটা ছিল বলে যুব সম্প্রদায়ের পায়ে কুড়ুল মারার মতো একটা ইস্যু আজ জনসমক্ষে এসেছে। না হলে এই আন্দোলনও হয়তো থেকে যেত আড়ালে। মণিপুরের মতো। অসমের লক্ষ লক্ষ 'অ-নাগরিক'র মতো। সময় কিন্তু বদলাচ্ছে। এই নতুন ভারতে জেন-জি মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। তারা শুধু চায় যোগ্যতার মূল্য। এক কাঁড়ি টাকা তাদের কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। তারা চায়, প্রশ্ন ফাঁস হবে না। যে যেমন পরীক্ষা দেবে, তেমনই স্থান অধিকার করবে। চাকরি হবে, নিয়োগের নামে ধোঁকা নয়। বাবা-মাকে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে সন্তানের পড়াশোনার জন্য লোন করতে হবে না। বদল হবে সিস্টেমের। কে সরকারে থাকল, তাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শাসকের আসনে যে বসবে, তাদের অধিকার নিশ্চিত করবে। এই হাওয়াটা ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষোভের আগুন হয়ে... সমাজের আনাচে-কানাচে। ব্যর্থতা ধামাচাপা দেওয়াটা সরকারের কাজ নয়। তার দায়িত্ব ব্যর্থতার কারণ খুঁজে সংশোধন, নাগরিকের অধিকার রক্ষা। তা না হলে শুধু 'অপারেশন' চালিয়ে ঘোড়া কেনাকাটির দিনও ফুরোবে। খুব দ্রুত। বিরোধী দল এবং নেতা-নেত্রীরা যদি দায়িত্ব না নেন... ইগো এবং স্বার্থচিন্তা ছেড়ে এগিয়ে না আসেন, সেই গুরুভার কাঁধে তুলে নেবে নতুন প্রজন্ম। তখন কিন্তু আর কোনও আন্দোলনই আড়ালে থাকবে না। রাখা যাবে না।

তিনি গরিব নন, পয়সাওয়ালা। সাধারণ ঘর থেকে তিনি উঠে আসেননি, তাঁর বাবা ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মন্ত্রী। একটা ব্যাপার বোধগম্য হচ্ছে না... এগুলো সত্যি হলেই কি এখন যা চলছে, তার সবটা মিথ্যা হয়ে যায়? একের পর এক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, আত্মঘাতী ছেলেমেয়েরা, বোর্ডের পরীক্ষায় খাতা দেখা নিয়ে বিতর্ক এবং সোনম ওয়াংচুকের এই সিস্টেম বদলানোর দাবিতে অনশন। নজর তো থাকা উচিত ওই ব্যক্তির লক্ষ্যে, মানসিকতায়, মানবিকতায়... তাঁর নামে নয়! আজ এই নামটা নেহা, আমিন অমিতোজ, কিংবা মণীশ কুমার যদি হয়? আমরণ অনশনে রয়েছেন এঁরাও। প্রত্যেকে পিএইচডি স্কলার। বদল চান তাঁরাও। সিস্টেমের।

প্রশ্নফাঁস-বিরোধী আন্দোলন ছাত্রনেতা বানিয়েছিল প্রধানকে

একই ঘটনার মুখোমুখি তিন দশক পর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : সালটা ১৯৯৭। ভুবনেশ্বরের রাজপথ স্লোগানে মুখর। চারিদিকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ওড়িশা সচিবালয়ের সামনে জড়ো হয়েছেন প্রায় দেড় হাজার ছাত্র। অভিযোগ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রায় তিন দশক পরে, দেশের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে একই ধরনের প্রশ্নফাঁস বিতর্কে জড়ালেন তিনি। এখন তাঁরই পদত্যাগের দাবিতে রাজপথে লক্ষ পড়ুয়া। ইতিহাস অদ্ভুতভাবে ফিরে এল ২৯ বছর পর।

তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টনায়কের বিরুদ্ধে ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি। ২০২১ সালে এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ধর্মেন্দ্র প্রধান তখন এবিভিপি-র জাতীয় সম্পাদক ছিলেন এবং ছাত্র রাজনীতিতে দ্রুত উঠে আসা এক সংগঠক হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছিলেন।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করার সময় ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে দু'বার এবিভিপি-র জাতীয় সম্পাদক পদে ছিলেন। সেই সময় ওড়িশায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ঘিরে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে ওঠে।

বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী প্রশান্ত রাউতের স্মৃতিচারণার বিবরণ দেওয়া হয়। সচিবালয়ের সামনে হওয়া সেই আন্দোলন প্রথমে শান্তিপূর্ণ ছিল। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। রাউতের দাবি, সেই ঘটনায় ধর্মেন্দ্র প্রধান গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি হাড়েও চিড় ধরেছিল। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি ছিল অত্যন্ত হিংসাত্মক। এক নির্বাচনে জয় নিশ্চিত হয়ে পড়ায় জনতা দল সমর্থকদের হাতে প্রধান আক্রান্ত হয়েছিলেন বলেও তাঁর অভিযোগ।

সেই ছাত্রনেতাই পরে বিজেপির সংগঠক হিসেবে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলে ২০২১ সালে শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব নেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ওড়িশায় বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালে নবীন পট্টনায়কের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওড়িশায় প্রথমবার সরকার গঠন করে বিজেপি।

এখন নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস বিতর্কে দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন চলছে। বিরোধীরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করলে নিট বিতর্কে নিরপেক্ষ আলোচনা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে আলোচনা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। জেপি নাড্ডা ও কিরেন রিজিজু দাবি করেছেন, এ বিষয়ে সরকারের কিছু লুকোনোর নেই।

আন্দোলনের মূল ককরোচ জনতা পার্টি মনে করছে, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি আলোচনার ঊর্ধ্বে। ফলে পদত্যাগের দাবিতে আপস সম্ভব নয়। যে তরুণ একদিন প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন, আজ তিনিই সমতুল্য ইস্যুতে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। এই বিতর্ক কবে মিটমাট হয়, শিথিল হয় পরিস্থিতি সে দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।

দিল্লির ছাত্র আন্দোলনে সরব কৌশিকী চক্রবর্তী— 'এটা রাজনীতি নয়, মানবতার প্রশ্ন'

কলকাতা, ২৩ জুলাই : দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক অব্যাহত। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের বলপ্রয়োগের অভিযোগকে কেন্দ্র করে যেমন রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে, তেমনই প্রতিবাদের সুর শোনা যাচ্ছে বিনোদন ও সংস্কৃতি জগত থেকেও। অরিজিৎ সিংয়ের পর এবার সরব হলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কৌশিকী চক্রবর্তী।

সোমবার 'ককরোচ জনতা পার্টি'র ঘোষিত 'সংসদ অভিযান'-এ অংশ নিয়েছিলেন কয়েক হাজার আন্দোলনকারী। অভিযোগ, বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান ব্যবহার করে দিল্লি পুলিশ। সেই ঘটনার একাধিক ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানা মহলে। বিশেষ করে অল্পবয়সি পড়ুয়াদের আহত হওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

এর আগে অরিজিৎ সিং সমাজমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ছাত্রদের ওপর হামলার ঘটনায় সকলকে জবাবদিহি করতে হবে এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়— পরিবর্তনই একমাত্র চিরন্তন সত্য।

বুধবার সকালে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে কৌশিকী চক্রবর্তীও একটি বার্তা পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, দেশের ভবিষ্যৎ এবং আগামী প্রজন্মের কথা ভাবতেই হবে। তরুণদের কথা না শোনা কিংবা তাঁদের কণ্ঠস্বর দমন করার চেষ্টা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতিবাদের স্বর স্তব্ধ করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পোস্টে তিনি আরও লেখেন, যখন তরুণদের রক্ত ঝরে, তখন গোটা দেশই আহত হয়। তাঁর কথায়, এই বিষয়টি কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, এটি মানবতা ও বিবেকের প্রশ্ন। পোস্টের সঙ্গে তিনি #SpeakUp হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করেন।

'পকেটে মাদক পুরে দেব, জামিন হবে না', ছাত্রদের হুমকি

মুম্বই, ২৩ জুলাই : প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের এবার প্রকাশ্যেই 'ড্রাগস কেসে ফাঁসানো'র ধমক দেওয়ার অভিযোগ উঠল মুম্বই পুলিশের বিরুদ্ধে! একটি প্রিজন ভ্যানের ভেতর থেকে রেকর্ড করা চাঞ্চল্যকর ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক ও সমালোচনা। ভিডিওতে এক পুলিশ ড্রাইভারকে আটক করা শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে শোনা যাচ্ছে, আবার যদি তাদের রাস্তায় আন্দোলনে দেখা যায়, তবে তাদের পকেটে জাল মাদক ভরে দিয়ে এমন মামলা দেওয়া হবে যে, সারা জীবন জেলেই পচতে হবে! ভিডিওটি ভাইরাল হতেই চরম অস্বস্তিতে পড়া মুম্বই পুলিশ তড়িঘড়ি অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে তার বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

দিল্লির ঘটনার রেশ ধরে দু'দিন ধরে মুম্বইজুড়েও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ চলছে। আন্দোলনরত বহু শিক্ষার্থীকে পুলিশ আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ক্লিপে দেখা যায়, প্রিজন ভ্যান চালানোর সময় গাড়ির ড্রাইভারের আসনে থাকা পুলিশকর্মী পেছনের আসনে বসা ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন।

তিনি বলছেন, 'যদি আবার তোমাদের এই আন্দোলনে দেখি, তবে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না। পকেটে ৫০ গ্রাম পাউডার (মাদক) পুরে দেব। জীবনটা তছনছ হয়ে যাবে, কোনও দিন জামিন পর্যন্ত পাবে না।' হুমকির সঙ্গেই পুলিশের একরাশ ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি আরও যোগ করেন, 'তোমাদের এই আন্দোলনের চক্করে পড়ে আমাদের জীবনটা বিষিয়ে উঠছে।' তবে পুলিশের এই রূপ দেখেও গাড়ির পেছনের সিটে বসা আন্দোলনকারী তরুণদের বরং হাসাহাসি করতেই দেখা গেছে।

ঘটনাটিকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে উঠতেই মুখ খুলেছে মুম্বই পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অভিযুক্ত গাড়িচালক পুলিশকর্মীকে তার বর্তমান দায়িত্ব ও পোস্টিং থেকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্যতা যাচাই করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, জানিয়েছেন মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (অপারেশন্স) আকবর পাঠান।

দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টি-র নেতৃত্বে শুরু হওয়া শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ এখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য রাজ্যেও। গত ২০ জুলাই দিল্লিতে সংসদের উদ্দেশে ছাত্র মিছিলে পুলিশের অতর্কিত বলপ্রয়োগের পর মুম্বইর শিবাজি পার্ক, চেম্বুর ও আজাদ ময়দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শয়ে শয়ে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। আন্দোলনকারীদের সমর্থনে পথে নামতে দেখা গেছে অভিনেতা ইমরান খানের মতো চেনা মুখগুলোকেও।

অন্যদিকে, পুলিশকর্মীর এই বিতর্কিত ভিডিও হাতিয়ার করে

মুম্বই পুলিশ

রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের ওপর তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী দলগুলো। মুম্বই কংগ্রেস ভিডিওটি শেয়ার করে একে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে উল্লেখ করেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, 'প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা কোনও অপরাধ নয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে দিতে হয়, হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করা যায় না।'

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে নিশানা করে আপ বার্তা দেয়, 'দিল্লিতে তোমাদের সরকার গুণ্ডা পাঠিয়ে ছাত্রদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, আর মহারাষ্ট্রে এসব জঘন্য চাল চালছ? বিজেপি কান খুলে শুনে রাখুক, ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে থামানো যাবে না। দেশের মানুষ জেগে উঠেছে, তোমাদের দিন শেষ হতে চলেছে।'

ককরোচ জনতা পার্টির তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, ছাত্রদের পকেটে জাল ড্রাগস ভরতে কি এবার নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো-কেও ব্যবহার করার চক্রান্ত চলছে? সাধারণ মানুষ এমন অরাজকতা মেনে নেবে না।

পলকে

জামিন খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : মেঘালয়ে হানিমুন মার্ডার, অর্থাৎ বহুচর্চিত রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলায় বড় ধাক্কা খেলেন তার স্ত্রী এবং প্রধান অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশী। মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত সোনমের জামিন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্ত সোনমকে তিন সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি পিভি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল এই মামলার শুনানি। শিলং জেলা আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সোনমকে। এদিন বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চ মেঘালয় সরকারের আপিল মামলা মঞ্জুর করে নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টের জামিনের রায় বাতিল করে দেয়। আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, মামলার এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সোনমের জামিনে মুক্ত থাকা বাধা ও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ২৫ বছর বয়সি সোনমকে ফের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে যেতে হবে। তবে আদালত এটাও স্পষ্ট করেছে, আগামী ছ'মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হলে তিনি ফের জামিনের আবেদন করতে পারবেন।

অস্ত্র মিম

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট প্রশ্নফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনে প্রচলিত স্লোগানের পাশাপাশি নতুন এক প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে মিম, রিলস, ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার ও পপ কালচার। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতৃত্বে চলা এ আন্দোলনের বড় চালিকাশক্তি জেন-জি, যারা হাস্যরসকেই বেছে নিয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম কার্যকর অস্ত্র হিসেবে। যন্তর মন্তরের এক কোণে উচ্চস্বরে বাজছে দেশাত্মবোধক গান 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা'। অন্য পাশে স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিচালনা করছেন অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প। আর এর মাঝেই একটি সাদা চার্ট পেপারে ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার আঁকায় ব্যস্ত ২৭ বছর বয়সি আন্দোলনকারী পি হোসেন খান। তার পোস্টারে লেখা, 'আমার সাবেক প্রেমিকা এবং এই সরকার, দু'জনেই হৃদয়হীন'। অক্ষরের ওপর বিন্দুর জায়গায় তিনি এঁকেছেন একটি ছোট্ট হৃদয়ের চিহ্ন। একটি পোস্টারে লেখা, 'কেউ আমাকে টাকা দেয় না, আমি বিনামূল্যে এই সরকারকে ঘৃণা করি।' এটি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিরোধী দল বা বিদেশি শক্তির অর্থায়নের অভিযোগের ব্যঙ্গাত্মক জবাব।

ট্যাংকারে আগুন

সানা, ২৩ জুলাই : লোহিত সাগরে সৌদি আরবের জ্বালানি তেলবাহী দু'টি ট্যাংকারে বড় ধরনের হামলার দাবি করেছে হুতিরা। ইয়েমেনের ইরানপন্থী এ সশস্ত্র গোষ্ঠী জানিয়েছে, হামলার শিকার একটি ট্যাংকারের নাম 'এনসেলিয়া'। অন্যটি 'লায়লা'। হামলার সময় একটি ট্যাংকার সৌদি আরবের উপকূল থেকে ৭০ নটিক্যাল মাইল বা প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন। হামলার পর ট্যাংকারটিতে আগুন ধরে যায়। তবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হুতিরা দাবি করেছে, ট্যাংকার দু'টিতে একই সঙ্গে ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ব্যবহার করে হামলা চালানো হয়েছে। ফলে ট্যাংকারে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে।

মৃতদেহ সেজে

বেজিং, ২৩ জুলাই : পরিবারের সহায়তায় কফিন কিনে, ঘরময় ওষুধের খালি বোতল ছড়িয়ে, কফিনের ভেতর নিশ্বাস আটকে শুয়ে থেকে নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার এড়াতে এত কাণ্ড করেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি...। চিনা ওই ব্যক্তির নাম সি, বাড়ি হেনান প্রদেশের আনিয়াং শহরে। গত বছরের জানুয়ারিতে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর অপরাধে তিনি গ্রেফতার হন। তদন্তে জানা যায়, এর আগেও দু'বার তিনি লাইসেন্স ছাড়া মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে আটক হয়েছিলেন। সর্বশেষ গ্রেফতার হওয়ার পর সি জামিনে বাইরে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে হওয়া মামলা নিয়ে তদন্ত চলছিল, মাথার ওপর বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝাও ছিল। এসব কিছু থেকে মুক্তির শর্টকাট উপায় খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুর নাটক সাজান। ঘটনাটি সি ঘটান গত বছরের জুনে। তিনি একটি কফিন কেনেন, ঘরে খালি ওষুধের বোতল ছড়িয়ে রাখেন, নিশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকেন এবং মৃতদেহের মতো নিজের শরীর ঠাণ্ডা করতে 'কুলিং ইকুইপমেন্ট' ব্যবহার করেন।

'ককরোচে' অন্তর্কলহ! দীপককেকে তোপ দল থেকে বরখাস্ত বিজেতার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-তে এবার অন্তর্কলহ! দল থেকে বরখাস্ত হয়ে প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপককেকে তোপ দাগলেন বিজেতা দাহিয়া। বললেন, আমাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অভিজিৎকে কচুরি, নুডলস ভক্ষণের কথাও মনে করালেন বিজেতা।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তায় বিজেতা বলেন, সিজেপি থেকে বরখাস্ত হওয়ায় আমি মর্মাহত। বিক্ষোভ চলাকালীন বার্গার খাওয়ার কারণে আমাকে জনসমক্ষে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। পরবর্তীকালে অভিজিৎ আমাকে ফোন করেন। তখন আমি প্রতিবাদস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি আমাকে আশ্বস্ত করতে ফোন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তিনি আমাকে প্রতিবাদস্থলে আসতে বারণ করে দেন। আমি যখন সিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অপপ্রচারগুলি খণ্ডন করছিলাম। কিন্তু শেষে আমাকেই আমার দলের সদস্যরা আমাকে বলির পাঁঠা বানিয়ে দিল। গোটা ঘটনায় আমি হতাশ। তিনি আরও বলেন, সিজেপির পক্ষে আমি জোরাল অবস্থান নিয়েছিলাম। যদি আমার বার্গার খাওয়া সমস্যা হয়ে থাকে, তা হলে অভিজিৎ কচুরি খেয়েছিলেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। তখন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আমি ককরোচ প্রতিষ্ঠাতাকে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের পদক্ষেপে আমি হতাশ।

'আরশোলা'দের সংসদ অভিযান ঘিরে যখন রণক্ষেত্র দিল্লি, রাজপথে পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে আন্দোলনকারীরা, তখন বিজেতার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে প্রাক্তন 'ককরোচ' মুখপাত্রকে বার্গার ভক্ষণ করতে দেখা যায় (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ সংস্থা)। তারপরই বিতর্ক চরমে ওঠে। কড়া পদক্ষেপ করে সিজেপি। সিজেপির মুখপাত্র এবং সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বিজেতাকে।

ছাত্রদের সমর্থনে এবার আন্দোলনে আন্না হাজারে

মুম্বই, ২৩ জুলাই : আরও গতি পেল দিল্লির যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের আন্দোলন। এবার ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন সমাজকর্মী আন্না হাজারে। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন আন্না। এবার তিনি নিজেই মৌন আন্দোলন শুরু করলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণআন্দোলনগুলির একটি ২০১১ সালের আন্না আন্দোলন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লোকপাল আইন কার্যকর করার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে তাঁর অনশন তৎকালীন ইউপিএ সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়। পরে ২০১৪ সালে কংগ্রেস সরকারের পতনের নেপথ্যে আন্নার সেই আন্দোলনকে দায়ী করেন অনেকে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর গত ১২ বছরে খুব বেশি মুখর হয়ে আন্দোলনে দেখা যায়নি ৮৯ বছরের সমাজকর্মীকে। বরং অধিকাংশ ইস্যুতে ঘুরিয়ে সরকারের পাশে দাঁড়ানোরই চেষ্টা করেন তিনি। তবে প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে ককরোচদের আন্দোলনে পড়ুয়াদের পাশেই দাঁড়ালেন তিনি। বুধবারই আন্না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের অতর্কিত বলপ্রয়োগ এবং হিংসার ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। গণতন্ত্রে সহিংসতা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট এবং অহেতুক পুলিশি বলপ্রয়োগের কোনও স্থান নেই। সরকারের উচিত পড়ুয়াদের দাবির পিছনের সামাজিক যন্ত্রণা ও প্রত্যাশা বোঝার চেষ্টা করা। আন্নার সাফ কথা, গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনও জায়গা নেই। আলোচনার কোনও বিকল্প নেই। সরকারের উচিত ছাত্রছাত্রী ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা। আন্নার বক্তব্য, একজন মন্ত্রীর ইস্তফা গ্রহণ করলে সরকার পড়ে যাবে না। বরং মন্ত্রীদের উদ্দেশে বার্তা যাবে যে, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করলে সবার পদ যেতে পারে। শুধু প্রধানমন্ত্রীকে ওই বার্তা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি আন্না। নিজেও পড়ুয়াদের সমর্থনে প্রতীকী আন্দোলন করেছেন। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের আহিল্যানগরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বৃহস্পতিবার দুই ঘণ্টার প্রতীকী মৌন আন্দোলন করেছেন আন্না।

এবার 'দাঙ্গা'য় অভিযুক্তদের পাসপোর্ট বাতিল হতে পারে!

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরেই উত্তাল দিল্লি। বুধবার রাতে তাঁদের কয়েকজন সদস্য পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি পুলিশের একটি সূত্রের খবর, 'দাঙ্গা'য় অভিযুক্তদের পাসপোর্ট বাতিল হতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে নেওয়া হতে পারে আইনি ব্যবস্থাও। দিল্লি পুলিশের তরফে অনুমতি না দেওয়া হলেও পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকালে সংসদ অভিযানে নামে ককরোচ জনতা পার্টি। ১৬৩ ধারা উপেক্ষা করে 'আরশোলা'দের এই অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজধানী। ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। প্রায় ৫০০০ পুলিশ ও আধাসেনা নামিয়ে কার্যত ঘিরে ফেলা হয় যন্তর মন্তর চত্বর। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। তারপর থেকেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি রাজধানীতে।

এদিকে, দিল্লির গণ্ডি পেরিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিবাদ। গোটা দেশের যুবসমাজের মধ্যে ককরোচ নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। পড়ুয়াদের ওই আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে বিরোধীরাও। স্বাভাবিক ভাবেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেই বলেছিলেন, প্রশ্নফাঁস মহাপাপ। বৃহস্পতিবার ফের একবার বার্তা দেন তিনি। বলেন, ছাত্রদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে কিছুই নয়। তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপস করবে না সরকার। দেশের যুবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করাটাই আমাদের লক্ষ্য।

ভারত ও চিনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেন্দ্র

কাঠমাণ্ডু, ২৩ জুলাই : নেপালের জেন-জি আন্দোলনের প্রধান মুখ ছিলেন তিনিই। সেই বলেন্দ্র শাহর বিরুদ্ধেই এবার রাজপথে জেন-জি! নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফারও দাবিও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি সপ্তাহেই ভারত ও চিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেন্দ্র।

নেপালের সংবাদমাধ্যম 'দ্য কাঠমাণ্ডু পোস্ট'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বলেন্দ্র এতদিন পর্যন্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকে বসার বিষয়টি এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু এবার স্ব-আরোপিত সেই নিয়ম ভাঙতে চলেছেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রের বক্তব্য, এই বৈঠকের মাধ্যমে বলেন্দ্র আসলে কূটনৈতিক ভারসাম্য নীতির পথেই হাঁটতে চলেছেন। কিছুদিন পরই বলেন্দ্র সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হবে। জানা যাচ্ছে, সেই সময়ই ভারত ও চিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। যদিও দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কাঠমাণ্ডুর কাছে নয়াদিল্লি ও বেজিং যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য বলেন্দ্রর।

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নেপাল দীর্ঘদিন ধরেই 'ব্যালান্সিং অ্যাক্ট'-র নীতি অনুসরণ করে আসছে। একদিকে ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অন্যদিকে চিনের বিপুল পরিকাঠামো বিনিয়োগ এবং 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-র মতো প্রকল্প, দুই শক্তির প্রভাবের মাঝেই নিজের কূটনৈতিক পরিসর ধরে রাখতে চায় কাঠমাণ্ডু।

কেতনকে সারা জীবনের জন্য বিকলাঙ্গ করে দেওয়ার ছক ছিল সিয়া-চেতনের!

জয়পুর, ২৩ জুলাই : কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে কেতনকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারলেই তার সঙ্গে বিয়েটা ভেস্তে যাবে। আর সেই সুযোগে চেতনের সঙ্গে তার বিয়ের রাস্তাটাও মসৃণ হবে। তদন্তকারী সূত্রের খবর, পুনের ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালকে খুনের আগে তাকে শারীরিক ভাবে অক্ষম করে দেওয়াই পরিকল্পনায় ছিল সিয়া গোয়েল এবং তার প্রেমিক চেতন চৌধুরীর। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যেতেই কেতনকে পাকাপাকি ভাবে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেন দু'জনে। তদন্তকারী এক আধিকারিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, তার এবং কেতনের পরিবারের যাতে সম্মানহানি না হয়, সে কারণে সিয়া পালিয়ে যেতে চাননি। কেতনের সঙ্গে বিয়ে কীভাবে ভেস্তে দেওয়া যায়, তার জন্য নানা উপায় খুঁজছিলেন তারা। ওই আধিকারিকের দাবি, জেরায় জানতে পারা গিয়েছে যে, চেতনের সঙ্গে এই বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছিলেন সিয়া। এমন কোনও দুর্ঘটনার মুখে ফেলতে হবে কেতনকে, যাতে তিনি সারা জীবনের জন্য অথর্ব হয়ে যান। আর সেই অছিলায় বিয়েটাও ভেস্তে দিতে পারবেন তিনি। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন দু'জনেই।

তদন্তকারী ওই সূত্রের খবর, হাতে সময়ও বেশি ছিল না। তার মধ্যে বাগদানপর্বও হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রচণ্ড মানসিক চাপ এবং দোটানার মধ্যে ছিলেন সিয়া। কেতন এবং সিয়ার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অভিযোগ, কেতনের পাসপোর্ট ইচ্ছা করে লুকিয়ে রাখেন সিয়া। ফলে সেই ভ্রমণ বাতিল করতে হয়েছিল কেতনকে। তদন্তকারী ওই সূত্রের দাবি, সিয়া এবং তার প্রেমিক চেতন বুঝেছিলেন যে, এভাবে কেতনের কোনও ক্ষতি করা যাবে না। তখন তারা পরিকল্পনা বদলে ফেলেন।

'ককরোচ' বিক্ষোভের ভাষা এবার হালান্ডদের 'ভাইকিং রো'

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ফুটবল ভক্তদের জোট বেঁধে বিশেষ সেলিব্রেশন নতুন কিছু নয়। আইসল্যান্ডের ভাইকিং থান্ডার ক্ল্যাপ গোটা বিশ্বে পরিচিত। কমলা জার্সি পরে রাস্তাজুড়ে ডাচদের 'লেফট রাইট' সেলিব্রেশন কিংবা স্কটিশদের 'নো স্কটল্যান্ড, নো পার্টি' নিয়েও অনেকে জানেন। এবারের বিশ্বকাপে নরওয়ের 'ভাইকিং রো' নিয়ে চর্চা ছিল তুঙ্গে। প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আর্লিং হালান্ডরা মেতেছিলেন ড্রাম বাজিয়ে নৌকো বাওয়ার সেলিব্রেশনে। এবার ছাত্র আন্দোলনে মিলে গেল বিশ্বকাপ। হালান্ডদের 'ভাইকিং রো' দেখা গেল ভারতের ছাত্র আন্দোলনের মঞ্চে। মুম্বইয়ে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে 'ভাইকিং রো'-র আদলে প্রতিবাদ জানান। তবে নতুন মোড়কে। এমনিতে এই নিয়মে 'রো' বলে স্লোগান তোলা হয়। আর এখানে আন্দোলনকারীরা একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন 'রেজাইন'। তাঁরা শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও তুললেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, প্রবল বর্ষার মধ্যেও ছাত্রছাত্রীরা ড্রাম বাজিয়ে 'ভাইকিং রো'-র ছন্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। যা নিয়ে তুঙ্গে আলোচনা। ২০২৬ সালের নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের মূল দাবি, পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা। আন্দোলনকারীদের দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

'চোখের বদলে মাথা', ট্রাম্পের ইরান নীতি নিয়ে রুবিও

নিউইয়র্ক, ২৩ জুলাই : ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির 'চোখের বদলে চোখ' প্রতিরক্ষা নীতি সংক্রান্ত মন্তব্যের কঠোর জবাব দিয়ে ট্রাম্পের কৌশলকে 'চোখের বদলে মাথা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও। রুবিও বলেন যে, তেহরান তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত ভারি মূল্য প্রদান করবে এবং তারা ইতোমধ্যে চরম মূল্য দেওয়া শুরু করেছে। তিনি আরও দাবি করেন যে, মার্কিন বাহিনীর হামলায় ইরানের শিল্প অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে দেশটির বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এর আগে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে সতর্ক করেছিলেন যে, তাদের প্রতিরক্ষা নীতি হল 'চোখের বদলে চোখ'। ইরানের অবকাঠামো বা ভূখণ্ডে যে কোনও আক্রমণের শক্তিশালী ও নির্ণায়ক জবাব দেওয়া হবে এবং হামলাকারীদের সহায়তাকারীদেরও বৈধ লক্ষ্যবস্তু করা হবে বলে তিনি জানান। ইরানি বিদেশমন্ত্রীর সেই কড়া সতর্কবার্তার পরপরই ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রুবিও এই পাল্টা কঠোর হুঙ্কার দিলেন, যা দু'দেশের মধ্যকার সংঘাতকে আরও উসকে দিচ্ছে।

ক্যাবেই ধর্ষণ

হায়দরাবাদ, ২৩ জুলাই : অফিস ক্যাবেই বিমানসেবিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল চালকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে। ইতোমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত সোমবার রাত প্রায় ৩টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। তরুণী শামশাবাদ থেকে বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য একটি ক্যাবে ওঠেন। বিমান সংস্থার তরফ থেকে ক্যাবটি আগে ঠিক করা ছিল। অভিযোগ, যাত্রার কিছুক্ষণ যাওয়ার পর চালক আচমক পথ পরিবর্তন করেন। একটি নির্জন রাস্তায় নিয়ে যান গাড়িটি। বিমানসেবিকা আপত্তি জানালে তিনি জানান, শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সেই রাস্তা বেছে নিয়েছেন। এরপর গাড়িটিকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে তিনি চলে যান। ফিরে এসে তিনি যুবতীকে গাড়ির ভিতরেই ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবতী কোনওমতে অভিযুক্তকে ঠেলে গাড়ির দরজা খুলে পালান। চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে।

বেলুচিস্তানে পাক সেনার অভিযানে ১০ সন্ত্রাসী হত

পেশোয়ার, ২৩ জুলাই : পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ১০ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনী তাদের ভারত-সমর্থিত ফিতনা আল হিন্দুস্তান ও ফিতনা আল খারেজি গোষ্ঠীর সদস্য বলে চিহ্নিত করেছে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদফতর (আইএসপিআর) বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বেলুচিস্তানে অবশিষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল এবং তাদের অবকাঠামো ধ্বংস করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত ৪৮ ঘণ্টায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সুরাব ও মাস্তুং এলাকায় টার্গেটেড অভিযান চালানো হয়। এতে সুরাবে ৭ জন এবং মাস্তুংয়ে ৩ জন সহ মোট ১০ সন্ত্রাসী নিহত হয়। অভিযানের সময় এক মহিলা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীকে জীবিত আটক করা হয়েছে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। পাকিস্তান বারবার দাবি করে আসছে যে, বেলুচিস্তানে ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। তারা খনিজসম্পদে ভরপুর এই প্রদেশটিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র ডাকাতদের ভয়াবহ হামলায় নিহত ২০

আবুজা, ২৩ জুলাই : নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জামফারা রাজ্যে সশস্ত্র ডাকাত দলের অতর্কিত হামলায় অন্তত ২০ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। নাসিরু লাওয়ালি জানান যে, দুপুর তিনটা থেকে চারটার মধ্যে বিপুল সংখ্যক ডাকাত সদস্য তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটির উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাত দলের এমন তাণ্ডব বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে তারা গ্রামে গ্রামে লুটপাট ও বিপুল অংকের মুক্তিপণের উদ্দেশ্যে অপহরণ চালাচ্ছে। আলাদা এক ঘটনায় নাইজেরিয়ার কোয়ারা রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে তিন ডাকাত সদস্য নিহত হয় এবং তুহকুর সানি নামের এক ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয় বলে দ্য পাঞ্চ সংবাদপত্রের সূত্রে জানা গেছে। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বোকো হারামের বিদ্রোহ এবং অপহরণ বাণিজ্য তীব্র নিরাপত্তা সংকট তৈরি করেছে।

এসবিএম ইন্টেলিজেন্স জানিয়েছে যে, ২০২৪ সালে অপহরণকারীরা ১.৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি মুক্তিপণ আদায় করেছে। সম্প্রতি ওয়ো রাজ্য থেকে অপহৃত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ ৫৬ দিন পর উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবুর বিবৃতি অনুযায়ী, এই ঘটনায় জড়িত আটজনকে গ্রেফতার এবং কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে।

ইরানের সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের

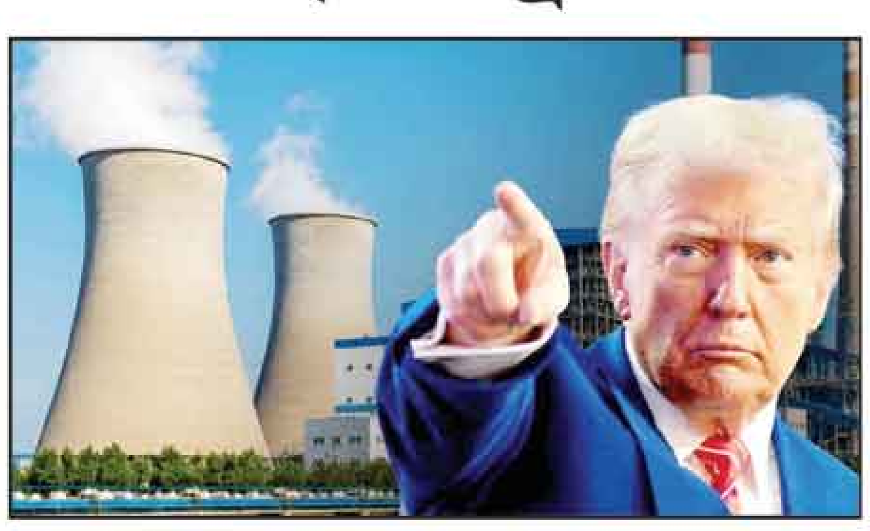

ওয়াশিংটন, ২৩ জুলাই : শান্তি চুক্তি অতীত। লাগাতার ১১ দিন ধরে ইরানে হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, যতবার ওরা হরমুজের জাহাজগুলিতে হামলা চালাবে, ততবার ইরানের সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে আঘাত হানব আমরা। 'ট্রুথ সোশালে' ট্রাম্প লিখেছেন, এবার থেকে হরমুজ প্রণালীতে কোনও জাহাজের ওপর ইরান যখনই ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট বা ড্রোন হামলা চালাবে, তখনই আমেরিকা রাজধানী তেহরান বা কাছাকাছি অবস্থিত সেতু অথবা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে। ইরানের বিরুদ্ধে টানা ১১ রাত সামরিক অভিযান চালানোর পর ট্রাম্পের এই সতর্কবাণী। আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ডের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার গভীর রাতে ৭৫ মিনিট ধরে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, একদিকে যখন আমেরিকার লক্ষ্যবস্তু, সেতু, রেল স্টেশন, বিমানবন্দরের মতো ইরানের জরুরি পরিকাঠামো। পালটা মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালাচ্ছে তেহরান। মঙ্গলবার তেহরানের ইসলামিক রেভিলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরএনএ) জানায়, নতুন করে কুয়েত এবং বাহারিনের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে তারা। পাশাপাশি আরও বড় হামলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় তারা। গতকালই আমেরিকা জানিয়েছিল, হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার লক্ষ্যেই ইরানে হামলা চালাচ্ছে তারা। মার্কিন সেনা জানায়, এক মার্কিন সেনার মৃত্যু এবং মার্কিন মিত্র দেশ কুয়েত, জর্ডন, বাহরিনের উপরে তেহরানের হামলার জবাব দিতেই এই বোমাবর্ষণ। সেইসঙ্গেই জানানো হয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ওপর ইরানি আক্রমণ রোখাও এই হামলাগুলির লক্ষ্য।

তেহরান তেল বিক্রি করতে না পারলে কেউ পারবে না : ইরান

তেহরান, ২৩ জুলাই : হরমুজ প্রণালীকে আগের অবস্থায় ফেরাতে দেব না। ইরানকে যদি অপরিশোধিত তেল বিক্রি করতে না দেওয়া হয়, তাহলে কোনও উপসাগরীয় দেশকেই তেল বিক্রি করতে দেব না। ঠিক এই ভাষাতেই আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের ইরানের সংসদের স্পিকার ও প্রধান আলোচক মহম্মদ বাঘের ঘালিবফ।

ঘালিবফ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'যেখানে আমরা তেল বিক্রি করতে পারব না, সেখানে অন্য কাউকেও তেল বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে কোনও পরিকাঠামোরই নিরাপত্তা থাকবে না। হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নির্ভর করছে মার্কিন বাহিনীর সরে যাওয়ার উপর। আমরা বারবার বলেছি, এই প্রণালীর পরিস্থিতি আর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবে না।' এদিকে, এক টানা ১২ দিন ধরে ইরানে গোলাবর্ষণ করছে ওয়াশিংটন। বুধবার মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, হরমুজে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নিরীহ নাবিকদের নিশানা করছে ইরান। তাদের শিক্ষা দিতেই ফের তেহরানে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশেই গোটা অভিযান চলেছে।

প্রসঙ্গত, একদিকে যখন আমেরিকার লক্ষ্যবস্তু, সেতু, রেল স্টেশন, বিমানবন্দরের মতো ইরানের জরুরি পরিকাঠামো। তখন পালটা মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালাচ্ছে তেহরান। মঙ্গলবার ইরানের ইসলামিক রেভিলিউশনারি গার্ড কর্পস জানায়, নতুন করে কুয়েত এবং বাহারিনের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে তারা। পাশাপাশি আরও বড় হামলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

একের পাতার পর

‘পাশে আছি’ হিমন্তকে ফোনে

বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বর্ষাজনিত দুর্যোগ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। অসমের বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি), কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি) এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসাগর তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র (ইনকয়েস)-এর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা সমন্বয় রেখে কাজ করছে। রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের জরুরি অপারেশন কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত আগাম সতর্কবার্তা পাঠানোর পাশাপাশি উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার উপরও সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে।

মন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, চলতি মাসের ৭ থেকে ১০ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে একটি প্রতিনিধি দল অসমের বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক মূল্যায়ন করেছিল। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণ ও বন্যার জেরে নতুন করে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে আগামী ২৫ জুলাই ফের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিনিধি দল অসম সফরে আসবে।

বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ২৫টি জেলার ১,৮০০-রও বেশি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ৫৩ হাজারেরও বেশি। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারি হিসেবে ৪৭ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে। হাজার হাজার গবাদি পশুও বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনের সময় হিমন্ত বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা ৪১ জন মূল্যবান মানুষকে হারিয়েছি। এখনও ৭০ থেকে ৮০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। আমার আশঙ্কা, আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।’ সবচেয়ে বেশি ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে শিবসাগর জেলায়। যোরহাট ও চরাইদেওতে আটজন করে, ধেমাজিতে তিনজন, কার্বি আংলং ও গোলাঘাটে দু’জন করে এবং সোণিতপুরে একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে। নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

রাজ্য সরকারের ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সমস্ত সরকারি দফতরকে নিয়ে আমরা ‘হোল-অব-গভর্নমেন্ট’ পদ্ধতিতে কাজ করছি। ভারতীয় বিমানবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন; সব সংস্থাই দিন-রাত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আকাশপথ ও নৌপথে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’ তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ১৪৮টিরও বেশি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্গত পরিবারগুলির কাছে খাবার, পানীয়জল এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘শুধু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতেই ইতোমধ্যে তিন লক্ষ কেজিরও বেশি চাল এবং অন্যান্য জরুরি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দফতর এবং ভারত সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।’ বন্যাকবলিত এলাকায় উদ্ধার অভিযান জোরদার করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ‘অপারেশন জল রাহত’-এর আওতায় ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনী জানায়, ‘১,০০০-রও বেশি আটকে পড়া মানুষকে নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০০-রও বেশি মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং দুর্গত এলাকায় জরুরি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার এবং অত্যাবশ্যক পরিষেবা স্বাভাবিক করতেও কাজ চলছে।’ সেনাবাহিনী আরও জানায়, ‘প্রতিকূল বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও স্পিয়ার কোরের অধীন রেড শিল্ড ডিভিশনের বন্যা ত্রাণদল শিবসাগর, চরাইদেও এবং যোরহাট জেলায় টানা উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষের সেবায় ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সেনাবাহিনীর পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), অসম রাইফেলস এবং অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের কর্মীরাও বিভিন্ন জেলায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে মোতায়েন রয়েছেন। এনডিআরএফ জানিয়েছে, রাজ্য সরকার, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তারা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। বন্যার জলে আটকে পড়া বহু প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় বিমানবাহিনীর (আইএএফ) হেলিকপ্টারের সহায়তায় এখনও পর্যন্ত মোট ২৪,৪৫৮ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্গত এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী আকাশপথে ত্রাণসামগ্রীও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের বন্যাকবলিত এলাকায় সরেজমিনে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি তদারকির নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, বিভিন্ন জেলায় মন্ত্রীরা ইতোমধ্যেই পর্যালোচনা বৈঠক করছেন এবং কোথায় আরও ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করা প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-র সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, ব্রহ্মপুত্র, বুড়িডিহিং, ডিখৌ, দিশাং, ধানসিঁড়ি এবং কুশিয়ারা-সহ একাধিক প্রধান নদী এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বন্যার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০০-রও বেশি পাকা নির্মাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১,৮৪৮টি বাড়ি। প্রশাসনের আশঙ্কা, নদীর জলস্তর দ্রুত না কমলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

এদিকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলমান বর্ষাজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করা হয়েছে। অসমে পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হবে। আগামী ২৫ জুলাই কেন্দ্রের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের পর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে মোদির

এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের যুবসমাজের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎই এই ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকার। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডের অপরাধীদের যাতে দ্রুত শাস্তির আওতায় আনা যায়, তার জন্য মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট স্থাপন করা হবে।’ তিনি আরও জানান, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

শর্মা আরও যোগ করেন, ‘শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করা কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।’ অভিযোগ ওঠা নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে দেশজুড়ে অব্যাহত প্রতিবাদের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য সামনে এল। সম্প্রতি দিল্লিতে ‘কোকরোচ জনতা পার্টি’-র নেতৃত্বে হাজার হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় অনিয়মের জবাবদিহিতা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ‘সংসদ চলো’ পদযাত্রা বের করে। এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টের এই ঘোষণা দেন।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রস্তাবিত ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টের মূল লক্ষ্যই হলো এই ধরনের মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

বাদল অধিবেশনের চতুর্থ দিনেও

জেগেছিল যে, আজ হয়তো আলোচনা হতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস দল একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, আলোচনা কীভাবে এবং কতক্ষণ ধরে চলবে তা আমরা নিজেদের মধ্যেই ঠিক করে নেব, কিন্তু কোনও শর্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার এই মানসিকতা ঠিক নয়, কারণ এর মাধ্যমে আপনারা আসলে আলোচনাটিই বন্ধ করতে চাইছেন। আমরা আবারও অনুরোধ করছি, কোনও রকম রাজনৈতিকীকরণ ছাড়াই সংসদের উভয় কক্ষে নিট পরীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হোক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও অত্যন্ত জোরালো একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং দেশকে জানিয়েছেন, বিচার ব্যবস্থায় ‘ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট’ বা দ্রুত বিচার আদালত গঠন করা প্রয়োজন; যাতে দেশে কোনও ঘটনা ঘটলে যত দ্রুত সম্ভব কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা যায়। সরকার এমন একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার অনুরোধ, আপনারা কোনও শর্ত চাপাবেন না।’

দিল্লি পুলিশকে এনএসএ-এর

বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেই দাবি খারিজ করে বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়, ‘এটি প্রতি তিন মাস অন্তর জারি হওয়া রুটিন এক্সটেনশন। বর্তমান নির্দেশ ১৫ জুলাই জারি করা হয়েছে, যা ১৯ জুলাই থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যকর। সিজেপি-র আন্দোলন শুরুর আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

পুলিশ আরও জানিয়েছে, বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে কোনও বিশেষ অনুরোধ করা হয়নি এবং এই সিদ্ধান্তকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার কোনও ভিত্তি নেই। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দাবিকে ‘বিভ্রান্তিকর’ বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ। তাদের বক্তব্য, এনএসএ-র অধীনে এই ক্ষমতা প্রদান একটি ত্রৈমাসিক নবীকরণ, যা বহুদিন ধরেই প্রচলিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ এবং এবারের নির্দেশও বিক্ষোভ শুরু হওয়ার আগেই জারি হয়েছিল।

উল্লেখ্য, জাতীয় নিরাপত্তা আইন বা এনএসএ অনুযায়ী, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা অথবা সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক আটক করতে পারে। তবে বর্তমান বিজ্ঞপ্তির অর্থ এই নয় যে গোটা দিল্লিতে এনএসএ জারি করা হয়েছে বা নতুন কোনও বিধিনিষেধ কার্যকর হয়েছে। কেবল আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ওই ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমোদনই দেওয়া হয়েছে।

ফের প্রশ্নফাঁস! পরীক্ষা বাতিল

থেকে যে অধ্যাপক প্রশ্ন করেছিলেন তিনিই হুবহু একই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন পড়ুয়াদের মধ্যে। শুধু তা-ই নয়, ‘ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থিয়োরি’ বিষয়ের প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। তার পরই দু’টি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় মোট ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, ‘দু’টি বিষয়ের বাতিল হওয়া পরীক্ষা ২০২৬ সালের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফের নেওয়া হবে। সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা অবহিত করে, যাতে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনঃপরীক্ষার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে।’

গত ৮ জুলাই প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এক প্রশ্নকর্তা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রায় ৫০টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। পরীক্ষার সময় দেখা যায়, হুবহু একই প্রশ্ন এসেছে। ওই প্রশ্নকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত ১০ জুলাই তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করে এবং ১৩ জুলাই রিপোর্ট জমা দেয়। তার ভিত্তিতেই ওই প্রশ্নকর্তা অধ্যাপককে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তী সাত বছর তিনি পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

খুলে দেওয়া হলো নাগাল্যান্ডের

এলাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসকারী মানুষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রয়োজন হলে আগেভাগেই নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন।’ একইসঙ্গে ‘খুমটাই গ্রিন ওয়ারিয়র্স’-এর সদস্যদেরও প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি। সাইকিয়ার কথায়, ‘বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলেই যাতে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, সে জন্য খুমটাই গ্রিন ওয়ারিয়র্সের প্রত্যেক সদস্যকে অবিলম্বে প্রস্তুত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (নিপকো) দোয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নাগাল্যান্ডের ওয়োখা জেলার দোয়াং নদীর উপর অবস্থিত। এই নদী পরে অসমে প্রবেশ করে ধানসিঁড়ি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফলে দোয়াং জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হলে তার প্রভাব সরাসরি পড়ে গোলাঘাট জেলার খুমটাই, সরুপাথার, মেরাপানি, মোরঙ্গি-সহ ধানসিঁড়ি অববাহিকার বিস্তীর্ণ এলাকায়। সেই কারণেই নিপকোর ড্যামের গেট খোলার খবর সামনে আসতেই উজান অসমে নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মৃণাল শইকিয়ার এই সতর্কবার্তার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ‘দুর্যোগের প্রভাব কমাতে আগাম সতর্কবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মানীয় বিধায়ক ডাঙ্গির এই উদ্যোগ সেই সচেতনতারই প্রতিফলন। সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে আমিও সকলকে আগেভাগে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছি।’ এবারের বন্যার উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, প্রতিবেশী নাগাল্যান্ডের উজানে আকস্মিক মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং স্বাভাবিকের তুলনায় ৪৩৬ শতাংশ বেশি স্থানীয় বৃষ্টিপাতের জেরেই উজান অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

হিমন্ত লেখেন, ‘উজানে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং স্বাভাবিকের তুলনায় ৪৩৬ শতাংশ বেশি স্থানীয় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে এমন বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, যেখানে সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের ভয়াবহ বন্যা দেখা যায়নি।’

এর আগের দিনও তিনি জানিয়েছিলেন, ‘যেহেতু এই বন্যার মূল কারণ উজানে মেঘভাঙা বৃষ্টি, তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় নাগাল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং প্রশমনমূলক উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করা হবে।’

বন্যা পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সংকট কেটে গেলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে একটি সুসংগঠিত আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করবে অসম সরকার। লক্ষ্য থাকবে এমন একটি সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে উজানে মেঘভাঙা বৃষ্টি বা আকস্মিক পাহাড়ি ঢলের প্রভাব সম্পর্কে আগেভাগেই তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হয় এবং সমতলের মানুষের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো যায়। ভৌগোলিক বাস্তবতার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

এদিকে, অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) জানিয়েছে, ব্রহ্মপুত্র, বুড়িডিহিং, ডিখৌ, দিশাং, ধানসিঁড়ি এবং কুশিয়ারা-সহ একাধিক প্রধান নদী এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বরাক নদীর জলস্তরও ক্রমশ বাড়ছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, উজানে আরও বৃষ্টি হলে এবং নদীগুলির জলস্তর দ্রুত না কমলে নিম্নাঞ্চলগুলিতে নতুন করে প্লাবনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

বন্যা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ইতোমধ্যেই সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের দুর্গত এলাকায় সরেজমিনে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং উদ্ধার-ত্রাণ তৎপরতা তদারকির নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে প্রশাসনের সতর্কবার্তা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।

সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃত

ক্ষমতার তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ‘হেড রেস টানেল’-এ ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত টানেল থেকে ২৫ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে মাত্র ১১ জনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে। বাকিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এখনও টানেলে কিছু দেহ আটকে আছে বলে খবর। অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে টানেলের ভিতরে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধারকাজে গতি বাড়াতে বুধবার রাতে আসানসোলের ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল) থেকে একটি দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুই বিশেষজ্ঞ দলের যৌথ উদ্যোগে মধ্যরাত পর্যন্ত উদ্ধারকার্য চলে। টানেল থেকে আরও ৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়।

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় দু’লক্ষ হ্রাস

আইন মেনেই রাজ্য সরকার কাজ করছে। যার দরুন বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে কেউই আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে পারেনি। তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী প্রতি এক কিলোমিটারে একটি প্রাথমিক স্কুল, তিন কিলোমিটারে একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং পাঁচ কিলোমিটারে একটি হাইস্কুল থাকা দরকার। বর্তমানে ৪৪,০০০ সরকারি স্কুল রয়েছে রাজ্যে। কিন্তু প্রচুর স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিরিশের নিচে হওয়ায় দু’জন করে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই একত্রিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যেই কয়েক হাজার স্কুলকে একত্রিকরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রচুর স্কুলে শিক্ষকের অভাব মিটেছে। কিন্তু এরপরও স্কুল বন্ধ করার অভিযোগ এনে নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করছে বিরোধীরা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার অধিকার আইনে শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে সব কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর আইন মেনেই শিক্ষকদের প্রাদেশিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। আগামীদিনে আরও শিক্ষককে প্রদেশিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে যাঁদের যোগ্যতা নেই, তাঁদের প্রাদেশিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাঁদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে টিউটর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের জন্য গুরুদক্ষিণা প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হবে। কিন্তু শাসনে থেকে কংগ্রেস এ ব্যাপারে কিছুই করেনি। ভাষণে স্কুল প্রদেশিকীকরণের প্রসঙ্গও টেনে আনেন মন্ত্রী পেগু। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে বেশিরভাগ ভেঞ্চার স্কুলগুলোকে প্রদেশিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আর ভেঞ্চার স্কুলগুলো কী অবস্থায় ছিল, তা বলার প্রয়োজন নেই। আগামীদিনেও আইনে শিথিলতা এনে ভেঞ্চার স্কুলের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ২০,০০০ অতিরিক্ত ক্লাসরুমের পাশাপাশি ৫০০টি স্কুলে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ৫০০টি হাইস্কুলকেও মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। এর জন্য ১৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে শিক্ষা বিভাগে ৫১,৬৫৫ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও হাজার হাজার পদে চাকরি দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজও প্রচুর স্কুলে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। নিয়োগের পর শিক্ষকরা বদলি নেওয়ায়, এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। আর এই সমস্যা মেটাতে দুর্গম এলাকার শিক্ষকরা যাতে বদলি হতে না পারেন, তার ব্যবস্থা নেবে সরকার। ভাষণে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সমস্যার প্রসঙ্গ টেনে আনেন মন্ত্রী পেগু। তিনি বলেন, হাইকোর্টে ৩২টি মামলার জন্য প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। তবে আদালত শীঘ্রই অনুমতি দেবে বলে আশায় রয়েছি। অনুমতি পাওয়ামাত্রই প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে শীঘ্রই ইউনিফায়েড কমন সার্ভিস রুলও রূপায়ণ করা হবে। তিনি বলেন, স্কুলছুটের হার হ্রাসেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোনও ছাত্র যদি লাগাতার পাঁচদিন স্কুলে না আসে, সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের ম্যাসেজ পাঠানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এক কোটি ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকদের অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়, বিরোধীদের এই অভিযোগও উড়িয়ে দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা উচিত শিক্ষাকে। সেইসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শাসক-বিরোধীদের একজোট হয়েও কাজ করা দরকার।

আন্দোলনে আগাম অনুমতি

পুলিশ সুপার সংগঠনগুলোর কর্মকর্তাদের যে কোনও ইস্যুতে আন্দোলন করতে হলে আগাম অনুমতি নেওয়া বা আগে ভাগে জানানোর কথা বলেন। সংগঠনগুলোর কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আন্দোলন করা হলে সেক্ষেত্রে যাতে নেতৃত্বের রাশ বজায় থাকে এনিয়েও সতর্ক থাকতে বলেছেন। যাতে করে কোনও দুষ্টচক্র আন্দোলনকারীদের মধ্যে মিশে গিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে। সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা এও জানান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাদের বলেছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলে অনুমতি দেওয়া হবে অবশ্যই। তবে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশও যাতে সতর্ক থাকতে পারে এরজন্যই এমন অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বন্যা : বিধানসভায় বিক্ষোভ

বাজেট অধিবেশনের দশম দিনে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর চরাইদেও, শিবসাগর ও যোরহাটের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি আলোচনা চেয়ে রুল ৫৬-এর অধীনে প্রস্তাব তোলেন অখিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, ওই তিন জেলায় নজিরবিহীন বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই অন্য কোনও বিষয়ের আগে বন্যা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত এবং রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের কাছে এই বন্যাকে ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ’ ঘোষণার আবেদন জানানো প্রয়োজন।

স্পিকার অখিলকে দুই মিনিট সময় দেন। কিন্তু স্পিকারের অভিযোগ, নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরেও তিনি বক্তব্য চালিয়ে যান এবং চেয়ারের নির্দেশ মানেননি। এ নিয়ে দু’জনের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে প্রতিবাদ জানাতে নিজের আসনের ডেস্কে উঠে দাঁড়ান অখিল। তাঁর এই আচরণকে ‘বিশৃঙ্খল’ বলে উল্লেখ করে স্পিকার দিনের বাকি সময়ের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন।

ভোটে মোদিকে হারাতে না

অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর বিরোধীরা এখন তরুণ ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছে।

সুস্মিতা বলেন, ‘তারা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হারাতে পারেনি, তাই এখন তারা ‘জেন-জি’ ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করছে।’

তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধীকে সংসদের ভেতরেই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধীর উচিত নিজের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা। তিনি ঠিক কী চান? শিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কার নিয়ে তাঁর সদনে বক্তব্য রাখা উচিত। শিক্ষার্থীরা বাইরে প্রতিবাদ করতে পারে, কিন্তু আপনি বিরোধী দলনেতা। আপনার ভাবনার কথা বলুন, আমরা তা শুনতে চাই।’

সুস্মিতা দেব আরও জোর দিয়ে বলেন, মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের এই জেদ জনস্বার্থে নয়, বরং রাজনীতি দ্বারা চালিত। তিনি যোগ করেন, ‘পদত্যাগের দাবি তোলাটা অহংবোধ থেকে জন্ম নেওয়া একটি সস্তা রাজনৈতিক লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়।’ নিট পরীক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে বিরোধী দলগুলি যখন কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্র করছে এবং জবাবদিহিতার দাবি জানাচ্ছে, ঠিক সেই সময় রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝেই এই মন্তব্য করলেন সুস্মিতা দেব।

মুম্বই পুলিশের ভ্যান আটকে

মুম্বইয়ে আন্দোলনে জড়ো হয়েছিলেন বহু ছাত্রছাত্রী। বিক্ষোভের একপর্যায়ে পুলিশ কয়েকজন আন্দোলনকারী পড়ুয়াকে আটক করে একটি ভ্যানে তোলে। গাড়িটি যখন তাদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই পথ আটকে দাঁড়ান রিয়া। সেই ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিভিন্ন মহলের প্রশংসা পাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে রিয়া জানান, তিনি বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করার সময় দূর থেকে আন্দোলনকারীদের স্লোগান শুনছিলেন। এরপরই তিনি দেখতে পান, একটি পুলিশ ভ্যানে গাদাগাদি করে ছাত্রছাত্রীদের তোলা হয়েছে, এমনকি দরজার সিঁড়িতেও ঝুলছেন পুলিশকর্মীরা। ভ্যানের ভিতর থেকে ছাত্ররা বিচার চেয়ে চিৎকার করছিল।

রিয়া আর এক মুহূর্তও না ভেবে এগিয়ে যান এবং সোজা গিয়ে দাঁড়ান সেই চলন্ত পুলিশ ভ্যানের সামনে। বোনেটে হাত দিয়ে আটকে দেন গাড়িটি। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের কাছে জানতে চান, তাঁদের কাছে আটক করা ছাত্রদের জন্য কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে কি না। পুলিশকর্মীরা কোনও সঠিক জবাব দিতে পারেননি। রিয়ার এই নিঃসংকোচ প্রতিরোধ দেখে আশপাশের অনেক পথচারীও উৎসাহ পান এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। রিয়া ভ্যান আটকে দাঁড়িয়েই ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁর এই দৃঢ়তার কাছে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। মুম্বইয়ের দাদারের শিবাজি পার্ক এলাকায় ওই ভ্যানে থাকা সমস্ত আটক ছাত্রছাত্রীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। নিজের এই সাহসিকতার বিষয়ে রিয়া অবশ্য অত্যন্ত বিনীত। তিনি বলেন, ‘একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছি মাত্র।’ ভিডিও ভাইরাল হওয়া প্রসঙ্গে তিনি তরুণদের বার্তা দেন, সবসময় সঙ্গে ক্যামেরা ফোন রাখা কতটা জরুরি, যাতে যেকোনও ঘটনার প্রমাণ রাখা যায়। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করে বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ দমন করাটা সরকারের মস্ত বড় ভুল। তিনি সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীকে নিজের দায় স্বীকার করে ইস্তফা দেওয়ার আহ্বান জানান। এক লহমার সেই প্রতিবাদ আজ রিয়াকে শুধুই একজন মডেল হিসেবে নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক বলিষ্ঠ মুখ হিসেবে তুলে ধরেছে।

দাবি মেটা না পর্যন্ত আন্দোলন

মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ দীপকে বলেন, ‘লাঠিচার্জের বিষয়ে আমি আগেই কথা বলেছি। এটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস; যারা এই লাঠিচার্জ চালিয়েছে, সেই পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। আজ আমাদের আন্দোলনের ৩৪-তম দিন। সোনম স্যারের অনশন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে; আজ তাঁর অনশনের ২৬-তম দিন। তাই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। তবে আমরা সোনম স্যারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন অনশন প্রত্যাহার করে নেন, কারণ তাঁর জীবন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।’

অভিজিৎ আরও বলেন, ‘বাইরে থেকে লোক পাঠিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিক্ষোভকে ব্যাহত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এখানে এক মাস ধরে অবস্থান করছি। এই এক মাসে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এখন, যখন এই আন্দোলন জোরদার হয়েছে, তখন বিজেপি বাইরে থেকে গুণ্ডা পাঠিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে উসকানি দিচ্ছে। বিজেপির লোকেরাই পাথর ছুড়ছে। পুলিশ এখানে ট্রাকে করে পাথর নিয়ে আসে; বিজেপির গুণ্ডারা এসে পাথর ছোড়ে এবং তারপর সিজেপি-র মানুষদের বদনাম করে।’

আমরা হিন্দু বা মুসলিম দেখে

কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবমুক্ত থাকে তার ওপর জোর দিয়ে আজমল জানান, ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারের কাছেই তাঁর দল সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘কেউ হিন্দু না মুসলিম, তা দেখে আমি এখানে আসিনি। এখানকার প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষই অমুসলিম এবং আমরা তাঁদের সাহায্য করতেই এসেছি। এখানে আরও একদিন বা দু’দিন থাকার পর, আমরা মুসলিম সম্প্রদায় সহ প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষকে সাহায্য করব। ধর্ম বা জাতপাতের ভিত্তিতে কোনও রকম বৈষম্য ছাড়াই আমরা সহায়তা প্রদান করব।’

আজমল আরও জানান, তিনি অসম বিধানসভায় অধিবেশন দু’দিনের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেছিলেন, যাতে সমস্ত আইনপ্রণেতারা নিজেদের পুরোপুরি ত্রাণ কার্যে উৎসর্গ করতে পারেন।

তিনি বলেন, ‘গতকাল আমি বিধানসভায় প্রস্তাব করেছিলাম যে অধিবেশন দু’দিনের জন্য স্থগিত রাখা উচিত, যাতে সমস্ত বিধায়করা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারেন। মন্ত্রীদেরও বন্যা দুর্গত এলাকায় যাওয়া উচিত। অধ্যক্ষের উচিত দু’দিনের জন্য বিধানসভা স্থগিত করা, যাতে প্রত্যেকে কেবল ত্রাণের কাজেই মনোনিবেশ করতে পারেন।’

বন্যা পরিস্থিতিকে চরম উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে এআইইউডিএফ নেতা এই সংকট মোকাবিলার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারকেই একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ‘বন্যা পরিস্থিতি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং একটি সমাধান খোঁজার জন্য আমাদের সকলের উচিত কেন্দ্র সরকারের সাথে মিলেমিশে কাজ করা।’

আজমল স্বীকার করেন যে সরকার হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ত্রাণ অভিযান পরিচালনা করেছে, তবে একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন যে এই সহায়তা এখনও প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তিনি বলেন, ‘সরকার হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে, তবে তা সবার কাছে পৌঁছায়নি। কিন্তু এখন কারও সমালোচনা করার সময় নয়। এখন আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো ত্রাণ; রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় সরকারের কাছ থেকেই।’

তিনি আরও বলেন, এই পরিদর্শন শেষ করার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখবেন এবং অসমের বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি বিশাল আর্থিক প্যাকেজ মঞ্জুর করার অনুরোধ জানাবেন।

ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন আন্না

সেইসব আহত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াচ্ছি, শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অপরাধে যাদের উপর হামলা হয়েছে। ভারতের শিক্ষার্থীরা একা নয়। সমগ্র বিরোধী পক্ষ তাদের এবং তাদের দাবির পাশে দাঁড়াচ্ছে।’ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের গান্ধী স্মৃতি যাত্রা মাঝপথে আটকেছে পুলিশ।

এদিকে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা মুরলি মনোহর জোশি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণ শিক্ষার্থীদের দিনের পর দিন নয়াদিল্লির রাস্তায় জড়ো হতে দেখা বেদনাদায়ক। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যথার্থ। ফলে সহানুভূতি এবং স্থায়ী সমাধানের ইচ্ছে নিয়ে বিষয়টির সুরাহা করা উচিত।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘এটা দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, কম বয়সি মেয়েদের সঙ্গেও নৃশংস আচরণ করা হয়েছে।’ অন্যদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে যন্তর মন্তরের দেড় কিলোমিটার ব্যাসার্ধে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। দিল্লিতে চলা ছাত্র আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথে হাঁটার আবেদন জানালেন সমাজকর্মী আন্না হাজারে।

তাঁর বক্তব্য, গণতন্ত্রে মানুষের কণ্ঠরোধ না করে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। জবাবদিহি নিশ্চিত করাই সুশাসনের পরিচয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মহারাষ্ট্রের আহমদনগরে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের সমর্থনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দু’ঘণ্টার নীরব আন্দোলন করেন আন্না হাজারে। এরপর তিনি নিজের গ্রাম রালেগণ সিদ্ধির উদ্দেশে রওনা হন। আন্না হাজারে বলেন, গণতন্ত্রে সংঘাত নয়, বরং আলোচনাই সবচেয়ে কার্যকর সমাধানের পথ।

আন্না হাজারে বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী প্রশ্নফাঁস, নিয়োগ পরীক্ষায় বিলম্ব এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের মতো সমস্যায় জর্জরিত। এই বিষয়গুলিকে শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে না দেখে সাধারণ মানুষের প্রকৃত উদ্বেগ হিসেবে দেখা উচিত।

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে উমরপুর জিপি, ক্ষোভে ফুঁসছেন জনগণ

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২৩ জুলাই : বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও নির্বাচনের পর সেই প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলে একাংশ স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। এনিয়ে ক্ষোভিত স্থানীয় জনগণ। সম্প্রতি উন্নয়নের গতি নিয়ে শ্রীভূমি জেলার বদরপুর উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত উমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, নির্বাচনের আগে রাস্তা সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয়জলের উন্নত ব্যবস্থা, নিকাশি নালা নির্মাণ, স্ট্রিট লাইট স্থাপন, সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের স্বচ্ছ বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের মতো নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অনেক এলাকায় সেই উন্নয়নের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যায়নি বলে তাঁদের দাবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষাকালে বহু কাঁচা ও ভাঙাচোরা রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। এছাড়া কিছু এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয়জল, রাস্তার আলো এবং অন্যান্য মৌলিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় একাংশের মতে নির্বাচনের সময় শুধু জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করা সত্ত্বেও বর্তমানে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ অনেকটাই কমে গেছে। ফলে বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েও দ্রুত সমাধান মিলছে না বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। তবে কয়েকজন সচেতন নাগরিকের মতে, উন্নয়নের মূল্যায়ন তথ্য ও বাস্তব কাজের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। তাঁদের দাবি, কোথায় কী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কোন কাজ চলমান রয়েছে, সে বিষয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হলে মানুষের বিভ্রান্তি অনেকটাই দূর হবে।

এদিকে, একাংশ স্থানীয় জনগণ উমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দ্রুত এলাকার সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনসেবামূলক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ২৩ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২.০-র অধীনে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন বৃহস্পতিবার হোজাই জেলার নীলবাগানস্থিত পিএমশ্রী নীলবাগান মডেল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেকসই উদ্যোগ গড়ে তুলতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ বড়ভূইয়া স্বাগত ভাষণ দেন। হোজাই জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের মহাপ্রবন্ধক প্রাঞ্জলরাজ মেধি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২.০-র উদ্দেশ্য, তাৎপর্য এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নগাঁও ডিআইসিসি-র যোগমন ডেকারাজা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোজাই জেলার জেলা কমিশনার সঞ্জয় দত্ত। তিনি প্রশিক্ষার্থীদের আন্তরিকতার সঙ্গে তিনদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আত্মনির্ভর অসম গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্বনিয়োজনের গুরুত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী দিলীপ ধর এবং হোজাই জেলা পরিষদের সভানেত্রী জুন্টি বরা। তাঁরা বক্তব্যে টেকসই জীবিকা সৃষ্টিতে উদ্যোক্তাদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন এবং সিএমএএ ২.০-র আওতায় উপলব্ধ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানান। জানা গেছে, সিএমএএ ২.০-র অধীনে নিবন্ধিত উপভোক্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপে আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই উদ্যোগ গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের সক্ষম করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের আগ্রহী উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে হোজাই জেলায় স্বনিয়োজন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বড়খলার কাশিপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বিলাসী বাহন, আহত দুই

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ২৩ জুলাই : বড়খলার কাশিপুরে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলের দেওয়াল ভেঙে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিলাসী বাহন। এতে গাড়িতে থাকা চালক ও এক যুবতী গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ আহত দু’জনকে উদ্ধার করে বড়খলা হাসপাতালে পাঠান। আহতদের অবস্থা গুরুতর থাকায় তাদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ বড়খলার কাশিপুরে দ্রুত গতিতে এমএল ০৫টি ৮৪৩৯ নম্বরের আই টেন গাড়িটি ৪৯৬ নং কাশিপুর এলপি স্কুলের দেওয়াল ভেঙে স্কুলের ভিতরে অর্ধেক গাড়ি ঢুকে যায়। এতে গাড়িতে থাকা চালক ভাঙ্গারপার চতুর্থ খণ্ডের মেহরাজ হুসেন লস্কর ও অন্যজন চান্দপুরের মারুফা ফেরদৌস বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে বড়খলা থানার এসআই আব্দুল হক লস্কর দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। স্থানীয়রা স্কুলের দেওয়াল মেরামত ও সড়কে স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নফাঁসের দায় নিন : প্রিয়ঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : নিট প্রশ্নফাঁস, আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশের পদক্ষেপ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা। তাঁর অভিযোগ, সরকার এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সংসদ চালাতে পারছে না। এমনকি গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই প্রথম শাসকদলের সাংসদেরই সংসদের বাইরে বিক্ষোভ করতে দেখা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়ঙ্কা বলেন, যুবকদের ন্যায্য দাবির জন্য তাঁদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। লাঠিচার্জ করা হচ্ছে, ছোড়া হচ্ছে কাঁদানে গ্যাস। তাঁর প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গল অভিযানের সাফল্য থেকে শুরু করে অলিম্পিকে পদক জয়; প্রতিটি সাফল্যের কৃতিত্ব নেন, তাহলে প্রশ্নফাঁসের দায় কেন নেবেন না?

বদরপুরে ১৭ লক্ষ টাকার হেরোইন উদ্ধার, আটক মহিলা পাচারকারী

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২৩ জুলাই : মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন অভিনব পন্থা অবলম্বন করে একের পর এক অভিযান চালিয়ে বৃহৎ পরিমাণে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সহ বহু পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে বদরপুর রেলস্টেশনে ফের বড় সাফল্য পেল জিআরপি ও আরপিএফ। জিআরপি ওসি বিনোদ কলিতার নেতৃত্বে বুধবার রাতে পরিচালিত যৌথ তল্লাশি অভিযানের সময় ১৫৬৪৬ চার্লাপল্লি এক্সপ্রেসের এ-১ কোচের ৪১ নম্বর আসনে থাকা দুই মহিলা যাত্রীকে সন্দেহজনক অবস্থায় সনাক্ত করা হয়। এদিন পুলিশ তাদের লাগেজে তল্লাশি চালিয়ে ১০টি প্লাস্টিকের সাবানের বাক্সের ভেতরে লুকিয়ে রাখা মোট ১১৬.৯৬ গ্রাম সন্দেহভাজন ব্রাউনসুগার (হেরোইন) উদ্ধার করে। এরপর দুই মহিলাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে আটক করা হয়। ড্রাগ ডিটেকশন কিটের মাধ্যমে পরীক্ষার পর উদ্ধার হওয়া সামগ্রী সন্দেহভাজন হেরোইন হিসেবে সনাক্ত করা হয় এবং এনডিপিএস আইনের সব নিয়ম মেনে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত আনোয়ারা বেগমের (৪০) বাড়ি শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দিতে এবং দিলারা বেগম লস্করের (৪১) বাড়ি কাছাড় জেলার শিলচরে বলে জিআরপি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, উদ্ধার হওয়া ১১৬.৯৬ গ্রাম হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য হবে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা। ধৃত দুই মহিলার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জিআরপি ওসি বিনোদ কলিতা। পুলিশ টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশের অনুমান, এদের পেছনে বড় কোনও চক্র জড়িত রয়েছে। এদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ করা হবে এবং মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গঠন করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছেন জিআরপি ওসি বিনোদ কলিতা।

গুমড়া আঞ্চলিকে বয়তুল মাল তহবিলের ২য় কিস্তির ২,২৮,০১০ টাকা বিতরণ

এক সুবিধাপ্রাপকের হাতে বয়তুল মালের অংশ হিসেবে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটিগড়া, ২৩ জুলাই : গুমড়া আঞ্চলিক এমারতে শরইয়াহ ও নদওয়াতুত তামিরের উদ্যোগে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বয়তুল মাল তহবিলের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণ বৃহস্পতিবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আঞ্চলিক নদওয়াতুত অফিস সংলগ্ন গাট্টারকোণা কেন্দ্র মসজিদে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার ১০ টাকা (২,২৮,০১০) বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আঞ্চলিকের ৯৩ জন মিসকিন ও অসহায় পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের আর্থিক সহায়তা পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিকের নাইবে কাজিয়ে শরিয়ত মওলানা জাবির হোসেন বড়ভুইয়া। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিকের সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুস সুবহান লস্কর, সম্পাদক মওলানা আব্দুল কুদ্দুস লস্কর, সহ-সম্পাদক মওলানা আবু মুহসিন আব্দুল্লাহ, শিক্ষাবিদ আব্দুর রফিক চৌধুরী, সৈয়দ আব্দুল মতিন, মওলানা আবু হুরায়রা চৌধুরী, মওলানা ময়নুল হক লস্কর, মওলানা আব্বাস আলি সিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিকের সহ-সভাপতি সৌকত আলি চৌধুরী, যুব নদওয়াতুত তামিরের সম্পাদক মওলানা হিফজুর রহমান বড়ভুইয়া, সমসুল হক চৌধুরী, আবু সইদ আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুনিম চৌধুরী, জাবির আহমদ, মওলানা জাহিদ হোসেন সহ এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। বক্তারা বয়তুল মালের ইতিহাস, জাকাতের গুরুত্ব এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্পাদক মওলানা আব্দুল কুদ্দুস লস্কর বলেন, বয়তুল মাল শুধু অর্থ বিতরণের মাধ্যম নয়, এটি সমাজের আর্থিক বৈষম্য দূর করার একটি কার্যকর ব্যবস্থা। সহ-সম্পাদক মওলানা আবু মুহসিন আব্দুল্লাহ বলেন, জাকাত ও দানের মাধ্যমে আমরা শুধু দারিদ্র্য দূর করি না, মানুষের আত্মমর্যাদাও রক্ষা করতে পারি। অন্যদিকে, মওলানা জাবির হোসেন বড়ভুইয়া আঞ্চলিক এমারতে শরইয়াহর বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনে আশার আলো জাগায় এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করে। শেষে হাফিজ আকমার হোসেন বড়ভুইয়া ও সমস্ত শিরনি তালুকদারের উদ্যোগে শিরনি বিতরণ এবং বিশ্বশান্তি কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এপিএলে খেলবেন কোকরাঝাড়ের রোহিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ২৩ জুলাই : কোকরাঝাড়ে ক্রিকেটের শক্ত ভিত যে আজও অটুট, তারই আরেকটি উজ্জ্বল প্রমাণ দিলেন জেলার পাথরঘাট ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রহিত সেন (সানি)। সম্প্রতি তিনি অসম প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল)-এ খেলার সুযোগ পেয়ে কোকরাঝাড় তথা সমগ্র জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

রোহিতের এই সাফল্য রাতারাতি আসেনি। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই ক্রিকেটের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। নিয়মিত ব্যাট হাতে অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় তাঁর ক্রিকেট যাত্রা। ১১ বছর বয়সে তিনি কোকরাঝাড়ের সুপরিচিত ক্রিকেট প্রশিক্ষক জীবেশ স্যারের ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। জীবেশ স্যারের সঠিক দিকনির্দেশনা, কঠোর প্রশিক্ষণ এবং রোহিতের নিরলস পরিশ্রম তাঁকে ধীরে ধীরে একজন প্রতিশ্রুতিশীল ক্রিকেটারে পরিণত করে।

প্রশিক্ষণের এক বছরের মধ্যেই জীবেশ স্যার রোহিতকে জেলার বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। সেখানে গোহাটির শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে তিনি সবার নজর কাড়েন। বিশেষ করে মাত্র ৫ বলে ৫টি ছক্কা হাঁকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিস্মিত করেন তিনি। এরপর বঙাইগাঁও, ধুবড়ি সহ বিভিন্ন জেলার টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেন রোহিত। তাঁর নেতৃত্বগুণের স্বীকৃতি হিসেবে কোকরাঝাড় জেলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়। আলিপুরে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে দলকে জয়ের পথে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মাত্র ৫২ বলে ১০২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

শ্রীভূমিতে জনগণনার সুপারভাইজর ও এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ শুরু

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৩ জুলাই : শ্রীভূমি জেলায় আসন্ন জনগণনার কাজে নিয়োজিত সুপারভাইজার ও এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। এতে শ্রীভূমি সদর সার্কল ও নিলামবাজার সার্কলের প্রশিক্ষণ শ্রীভূমি শহরের রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি পাথারকান্দি রাজস্ব সার্কলের প্রশিক্ষণ পাথারকান্দির মডেল এইচএস স্কুল, বদরপুর রাজস্ব সার্কলের প্রশিক্ষণ বদরপুরের এনসি কলেজ এবং রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব সার্কলের প্রশিক্ষণ রামকৃষ্ণনগর কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের এই প্রশিক্ষণ বৃহস্পতিবার সহ শুক্র ও শনিবার চলবে। এতে জেলায় সর্বমোট ৪২ জন ফিল্ড ট্রেনার প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের ৪টি কক্ষে ৮ জন ফিল্ড ট্রেনার, মডেল এইচএস স্কুলের ৩টি কক্ষে ৬ জন ফিল্ড ট্রেনার, রামকৃষ্ণনগর কলেজের ৪টি কক্ষে ৮ জন ফিল্ড ট্রেনার এবং এনসি কলেজের ২টি কক্ষে ৪ জন ফিল্ড ট্রেনার সুপারভাইজর ও এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। জনগণনার প্রথম পর্বে ১৭ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাউস লিস্টিংয়ের কাজ করা হবে। এর আগে ২ থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত জনগণনার সেল্ফ এনুমারেশনের জন্য অফিসিয়াল পোর্টাল https://se.cesus.gov.in খোলা হবে। এই পোর্টালের মাধ্যমে জনগণ সেল্ফ এনুমারেশন ফর্ম ভর্তি করে সাবমিট করতে পারবেন। এই সেল্ফ এনুমারেশন প্রক্রিয়ায় জনগণকে পোর্টাল যোগে ফর্ম জমা দিতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, শ্রীভূমি জেলায় জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ২৭ থেকে ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট এবং ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার শ্রীভূমিতে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি সভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৩ জুলাই : শ্রীভূমিতে আগামী ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচি স্থির করতে ২৭ জুলাই শ্রীভূমিতে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার সকাল ১১টায় জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় উপস্থিত থাকতে জেলা কমিশনার সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছেন।

হোজাই জেলা পরিষদের জুনিয়র সহকারীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ, উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি

সাময়িকপ্রসঙ্গ, ডবকা, ২৩ জুলাই : হোজাই জেলা পরিষদের এক জুনিয়র সহকারীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বের অপব্যবহার, প্রশাসনিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযোগগুলোর স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী দিলদার হোসেন গত ছয় থেকে সাত বছর ধরে একই কার্যালয়ে কর্মরত থেকে পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে প্রভাব বিস্তার করে আসছেন। বিশেষ করে হাট-বাজার ও মৎস্যজলাশয়ের ইজারা প্রদান এবং সরকারি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারীদের দাবি, এসব অনিয়মের ফলে ইজারা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয়েছে এবং সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতির মুখে পড়েছে। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে কোনও সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয়নি।

এলাকাবাসীর একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, একজন জুনিয়র সহকারী কীভাবে দীর্ঘ সময় একই কার্যালয়ে কর্মরত থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে দায়িত্ব বণ্টন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা জেলা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে খুব শিগগিরই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হতে পারে।

তিনের পাতার পর

বরাকে এক্সপ্রেসওয়ে থেকে ডলু

সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া গত ১০ জুলাই বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন। তাঁর কথায়, এটি শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, আগামী পাঁচ বছরে অসমকে কোন্ পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তারও রূপরেখা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষি, পরিকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা এবং শিল্পোন্নয়নকে এই বাজেটের প্রধান ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

বরাক উপত্যকার জন্য ঘোষিত প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে রূপম সাহা বলেন, গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটা হয়ে গেলে দুই শহরের মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে। পাশাপাশি বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের জন্য ১০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডলু গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণ, লাংকুলা থেকে উমরাংশু পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন, বরাকে চিড়িয়াখানা, এইমস স্যাটেলাইট সেন্টার, পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করতে অসম মালা প্রকল্পের আওতায় ৮০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে রূপসী বিমানবন্দরের উন্নয়ন, গুয়াহাটিতে মেট্রো রেল এবং রাজধানীকে স্যাটেলাইট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগও বাজেটে স্থান পেয়েছে।

সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ টেনে রূপম সাহা জানান, অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা অব্যাহত থাকবে। নারীদের কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য বরাদ্দও বৃদ্ধি করা হয়েছে। চা-বাগানের গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, দিব্যাঙ্গদের জন্য ৯৪৬ কোটি টাকার সংস্থান এবং বেকার যুবকদের ঋণ সহায়তার ব্যবস্থার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে বলেও তাঁর দাবি। শিল্পে বিনিয়োগের প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি বলেন, রাজ্যে ৭৭ হাজার কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষকদের বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্পেও বিপুল অর্থ সংস্থানের কথা তিনি উল্লেখ করেন। দুগ্ধ উৎপাদন, চা শিল্প, জলসম্পদ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিলচরের প্রস্তাবিত ফ্লাইওভার নিয়ে রূপম সাহা বলেন, জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া এখনও শেষ না হওয়ায় নির্মাণকাজ শুরু করা যায়নি। ধলাই ভারত মালা প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যার কারণে বিলম্ব হয়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, বর্ষার সময় বাজারদর কিছুটা বাড়া অস্বাভাবিক নয়। তবে কৃত্রিম সঙ্কট বা কালোবাজারি রুখতে প্রশাসন নজরদারি চালাচ্ছে। শেষে রূপম সাহা দাবি করেন, এই বাজেট বাস্তবায়িত হলে বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, কৃষি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা পরিষদের সভাপতি কঙ্কণনারায়ণ সিকদার, জেলা বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ রায় ও গোপালচন্দ্র রায় এবং জেলা সহ-সভাপতি অভ্রজিৎ চক্রবর্তী।

রাজস্থানের কারাগারে যাবজ্জীবন

ডিভিশন বেঞ্চ আরও জানায়, শুধুমাত্র কারাবন্দি হওয়ার কারণে কাউকে বিয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এই ধরনের বিবাহ বরং বন্দিদের পুনর্বাসন ও সমাজে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করে এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংশোধনমূলক উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে তাদের স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার সুযোগও সৃষ্টি করে।

শুনানির সময় রাজ্য সরকারও আদালতকে জানায়, দুই বন্দিই স্বেচ্ছায় বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং জেল বিধি মেনে ওপেন জেলের ভেতরে বিয়ের আয়োজনে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। এরপর আদালত কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বিয়ের আয়োজনের নির্দেশ দেয় এবং ২১ জন অতিথি ও একজন পুরোহিতকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বৈদিক আচার সম্পন্ন করার অনুমতি দেয়।

এই রায়ের পরই কারাগারের ভেতরে বিয়ের আয়োজন করা হয়। জেল চত্বরেই মালাবদল ও সাত পাকে ঘুরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ৩৩ বছর বয়সি মুলারাম ভাটি এবং ৩১ বছর বয়সি সীমা ঘাডসে। অনুষ্ঠানে কারা কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন পরিবারের কয়েকজন সদস্যও। তারা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানান এবং পরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত, ওপেন জেলে বন্দিদের উঁচু পাঁচিল ঘেরা স্থানে আটকে রাখা হয় না। যোগ্যতার নিরিখে তাদের ওই জেল বা ক্যাম্পেই কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। পুরুষ-মহিলা পৃথক স্থানে থাকলেও কাজের সময়ে তারা একসঙ্গেই কাজকর্ম করেন।

‘ফেস অব ইন্ডিয়া ২০২৬’ সম্মানে

শ্রীনগরের নেতৃত্ব সামলে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। কঠিন পরিস্থিতিতেও শিক্ষা ও গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব আজও দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

অধ্যাপক গুপ্ত আইআইটি দিল্লি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং জাতীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবেও পরিচিত। ২০২৪ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায়ও তাঁর নাম স্থান পায়। বর্তমানে ভেল টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছেন।

অসমের করিমগঞ্জেই (অধুনা শ্রীভূমি) জন্ম অধ্যাপক রজত গুপ্তর। করিমগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে স্কুলজীবন এবং করিমগঞ্জ কলেজ থেকে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সম্পন্ন করেন তিনি। ২০২৪ সালে এনআইটি শিলচর থেকে অবসর গ্রহণের পর চেন্নাইয়ের ভেল টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

‘ফেস অব ইন্ডিয়া ২০২৬’ সম্মানে ভূষিত হওয়ায় বরাক উপত্যকার শিক্ষামহলে বইছে খুশির হাওয়া। করিমগঞ্জের এই কৃতী সন্তানের সাফল্যকে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য গৌরবের বলে অভিহিত করেছেন শিক্ষাবিদ ও শুভানুধ্যায়ীরা।

বন্যা : ত্রাণ সরবরাহে কড়া নজর

বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার বন্যাদুর্গত প্রতিটি পরিবারের পাশে রয়েছে। দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বৈঠকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিশ্বরঞ্জন সামাল অবশিষ্ট ধান দ্রুত মিলে পাঠিয়ে চাল তৈরি করে ভারতীয় খাদ্য নিগমের হাতে তুলে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে সংগ্রহ করা ধানের কোনও ক্ষতি না হয়। পাশাপাশি বাজারদর নিয়ন্ত্রণে জেলা স্তরের টাস্ক ফোর্সগুলিকে আরও সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেন তিনি। ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন দফতরের সচিব অনুসূয়া দত্ত বরুয়া, ভারতীয় খাদ্য নিগমের মহাপ্রবন্ধক মনোজ কুমার, কমিশনার হেমন্ত ভূঁইয়া, এএফডিইউসিএল-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক পারিজাত ভূঁইয়া, বিভিন্ন জেলার জেলা কমিশনার এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাদক পাচারচক্রের

এনসিবি জানতে পেরেছে, এই মাদক পাচারচক্রটি অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হত। আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী, সীমান্ত পেরিয়ে মাদক বহনকারী কুরিয়ার, পরিবহন সমন্বয়কারী, স্থানীয় সহযোগী, মাদকের গ্রহীতা এবং আর্থিক লেনদেন পরিচালনাকারীদের নিয়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এখনও পর্যন্ত এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত উদ্ধার হওয়া মাদক এবং অপরাধলব্ধ সম্পদের মোট মূল্য ৫৩ কোটিরও বেশি টাকা বলে চিহ্নিত হয়েছে। পাশাপাশি, এই চক্রের আরও সদস্য এবং আর্থিক সম্পদের খোঁজে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে চলতি বছরেই মায়ানমার-ভিত্তিক আরও দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি। মার্চ মাসে লালহমিংসাঙ্গা এবং মে মাসে থানসিনতুয়াং ওরফে চিনতুয়াং ওরফে তুয়াঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়। নেংজাতুয়ানের গ্রেফতার সেই ধারাবাহিক অভিযানেরই অংশ বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এনসিবি-র মতে, শুধু মাদকের চালান আটক করাই নয়, বরং আন্তঃদেশীয় মাদক পাচার চক্রের নেতৃত্বে থাকা মূল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার কৌশলেই জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সক্রিয় সংগঠিত মাদক পাচার চক্র ভেঙে দিতে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক তদন্ত, আর্থিক অনুসন্ধান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বিত অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

শিলকুড়িতে মহিলা কলেজ

সরকারের কাছে মানবিক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত তাঁদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান।

এর পাশাপাশি তিনি বড়খলা কেন্দ্রের শিক্ষার আরও প্রসারের লক্ষ্যে চিবিটাবিছিয়া হাইস্কুল, ছোট দুধপাতিল হাইস্কুল এবং মাছুঘাট হাইস্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জোরালো দাবি জানান। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়গুলো উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হলে এলাকার শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় থেকেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। নিজের বক্তব্যে বিধায়ক কিশোর নাথ আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম সরকার শিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া প্রকল্পগুলির দ্রুত উদ্বোধন, দীর্ঘদিন কর্মরত প্রশিক্ষকদের ন্যায্য দাবি পূরণ এবং বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করা হলে বড়খলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন গতি আসবে। জনস্বার্থ, শিক্ষা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে ভবিষ্যতেও বিধানসভায় সোচ্চার থাকার আশ্বাস দেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ। তাঁর উত্থাপিত দাবিগুলি বাস্তবায়িত হলে বড়খলার শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের

হলে ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ নষ্ট বা লোপাট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া। এই দাবিতেই কংগ্রেসের এদিনের কর্মসূচি বলে তিনি জানান। এর আগে কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনেও বিষয়টি নিয়ে সরব হন সুদীপ রায়বর্মন। তিনি দাবি করেন, অনুরাগ ধনকরের মরদেহ তিনি নিজে মর্গে গিয়ে দেখেছেন। তাঁর বক্তব্য, যদি এটি ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা হতো, তা হলে মৃতদেহে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক লক্ষণ থাকার কথা। কিন্তু তিনি সেসব লক্ষণ দেখতে পাননি বলে দাবি করেন। সুদীপ রায়বর্মন অভিযোগ করেন, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী অযথা সময়ক্ষেপণ করছেন। এমন একটি সংবেদনশীল ঘটনায় সরকারের ভূমিকা আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত হওয়া উচিত ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত না হলে আগামী দিনে রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

চানমারিতে ৫ বছর আগের খুনের

এলাকাতেই খুন হয়েছিলেন আনোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি, যাকে স্থানীয়ভাবে কুখ্যাত ডাকাত হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই আনোয়ার হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে শাহিদ হোসেন ও তার পিতা মহব্বত আলির বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের হয়েছিল। সেই অপরাধে তাদের কিছুদিন জেল হাজতেও কাটাতে হয় এবং পরবর্তীতে তারা জামিনে মুক্তি পান। এলাকাভিত্তিক গুঞ্জন, আনোয়ার হত্যার সেই বহু পুরনো প্রতিশোধ নিতেই এই ছক কষা হয়েছিল। দীর্ঘদিনের জমে থাকা আক্রোশ থেকেই শাহিদকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁদে ফেলে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। যদিও পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে খুনের সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে কিছু নিশ্চিত করেনি। ঘটনার পরপরই নিহতের পিতা মহব্বত আলি তিনজনের নাম সরাসরি উল্লেখ করে রাতাবাড়ি থানায় একটি লিখিত এজাহার পেশ করেছেন। পুলিশ পুরো ঘটনার সর্বাঙ্গীণ তদন্ত শুরু করেছে।

বদরপুর রেলস্টেশন থেকে হেরোইন

করে। তাদের কাছ থেকে মোট ১১৬.৯৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ১৭ লাখ টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। জিআরপি ওসি বিনোদ কলিতার বক্তব্য মতে, জিআরপি, আরপিএফ যৌথ অভিযানে এই হেরোইন বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি দুই মহিলাকে আটক করা হয়েছে। ওই দুই মহিলা এসি কোচ এ১-৪১ নম্বর আসনে বসেছিলেন। তাদের ব্যাগের ভেতরে ১০টা সাবান কেসের মধ্যে এই হেরোইন ছিল। দৃত দুই মহিলা হচ্ছেন আনোয়ারা বেগম (৪০), বাড়ি পাথারকান্দি দোহালিয়া গ্রামে। দিলওয়ারা বেগম (৪১), বাড়ি কাছাড় জেলার শিলচর থানার বিলপারে। পুলিশ ধৃত মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেছে।

বিনামূল্যে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখা

ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। অন্যদিকে, ওয়েস্ট শিলচর কলেজে ৭০ শতাংশ ছাত্রীরা পড়াশোনা করছে। আর এই কলেজের ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর দুই-তিন পেপার বেকলগ লেগে রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, পশ্চিম শিলচর কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক পেপারে জিরো মার্ক পেয়ে থাকেন। যা ছাত্রছাত্রীরা মানতে নারাজ। তাঁদের কথায়, একজন ছাত্র মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে পড়ছে। সে জিরো মার্ক পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তাঁদের সন্দেহ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাপত্র নিরীক্ষণে গাফিলতি রয়েছে। তাঁরা আন্দোলনস্থলে কাছাড়ের জেলা কমিশনারের উপস্থিত হওয়ার দাবি জানান। এক সময় কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি অধ্যাপক আব্দুল মুনিম ও বড়বাবু আসরফ আলি লস্কর ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। কিন্তু আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন প্রত্যাহার না করে জেলা কমিশনার উপস্থিত হওয়ার দাবিতে অনড় থাকেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ আন্দোলনস্থলে হাজির হন কাছাড়ের জেলা কমিশনারের প্রতিনিধি কাটিগড়ার সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকার। তিনি আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। ছাত্রছাত্রীদের দাবি পূরণের আশ্বাস প্রদানের ফলে ৪ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সাময়িক আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তাঁরা ৪ দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছেন। তাঁরা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকারের হাতে তুলে দেন। এদিকে, পশ্চিম শিলচর কলেজের ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় ছিল। ভাঙ্গারপার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ডিমু চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন ছিল। বড়খলা থানার ওসি কুলেন্দ্রকুমার হুজুরি উপস্থিত ছিলেন।

কটামণিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছাই

রাস্তায় বেরিয়ে আসেন আশপাশের বাসিন্দারা। আগুনের লেলিহান শিখা এবং আকাশছোঁয়া কালো ধোঁয়া কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই শান্ত-নিরিবিলি গ্রামটি পরিণত হয় আতঙ্ক, কান্না আর আর্তনাদের জনপদে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বাড়ির একটি অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন দ্রুত পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ঘরের ভেতরে থাকা কোনও জিনিসপত্রই আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পুরো বসতবাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে এবং পরে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে আশপাশের শত শত মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কেউ বালতি, কেউ ড্রাম, আবার কেউ টিউবওয়েলের জল এনে আগুন নেভানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালান। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, স্থানীয়দের দীর্ঘ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের আশঙ্কায় অনেকেই নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বাধ্য হন। স্থানীয়দের মতে, অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা চোখের সামনে তাদের বহু বছরের কষ্টার্জিত সংসার আগুনে ভস্মীভূত হতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিকে, খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট, বৈদ্যুতিক ত্রুটি, গ্যাস লিকেজ অথবা অন্য কোনও কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ আগুন লাগার কারণ, নাকি আগুন লাগার পর বিস্ফোরণ ঘটে, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ফি মকুব ও বেকলগ জটিলতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে একাধিক অসঙ্গতি ও প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী অযথা বেকলগের শিকার হচ্ছেন। অনেক শিক্ষার্থীর ফলাফলে বিভ্রান্তি, নম্বর সংক্রান্ত অসামঞ্জস্য এবং পরীক্ষা-সম্পর্কিত নানা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় তাঁদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রী অসম সরকারের ফি মকুব প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধুমাত্র ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব বা বেকলগের কারণে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান অত্যন্ত জরুরি বলে স্মারকপত্রে দাবি জানানো হয়। এবিভিপি-র প্রতিনিধিরা বলেন, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় বিদ্যার্থী পরিষদ সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। পড়ুয়াদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা তুলে ধরা এবং দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো সংগঠনের অন্যতম দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে একইভাবে আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও তাঁরা জানান। স্মারকপত্র প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি চান্দখিরা শাখার সম্পাদক শ্যামকুমার ত্রিবেদি, সহ-সম্পাদক জয়দীপ গোয়ালা, বাসন্তী রবিদাস, রমেশ গোয়ালা, ঋতুপর্ণা পোলাই, প্রীতম তিওয়ারি, রোহিত গোয়ালা, বিকাশ কানু, প্রিয়াঙ্কা গুপ্ত এবং বিদ্যার্থী পরিষদের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা প্রদীপ দেবনাথ-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

শ্রীভূমিতে আন্দোলনের আভাস

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং পরীক্ষার অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন। মে মাস থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন পরবর্তীতে বৃহত্তর শিক্ষা ও নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কারের দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার সংসদ অভিযান করে সিজেপি, যা ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজধানী। এরপর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের অদূরে ধরনায় বসেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী-সহ কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। যোগ দেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদবও। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের সেখান থেকে তুলে দেয় দিল্লি পুলিশ। কংগ্রেসের এই কর্মসূচি ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয় দিল্লি। ছাত্রস্বার্থের কথা চিন্তা করে করিমগঞ্জ জেলা এনএসইউআই সভাপতি সুস্মিত দেবও শ্রীভূমি জেলায় ছাত্রদের এক প্রতিবাদ কার্যসূচি আহ্বান করেন। নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্রআন্দোলনের অগ্রিম খবর পৌঁছে যায় শ্রীভূমি পুলিশ কাছে। আন্দোলন যাতে কোনওভাবেই সফল হতে না পারে, সেজন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামেন পুলিশকর্তারা। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ এনএসইউআই সভাপতি সুস্মিত দেবকে ঘর থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা রাত থানায় বসিয়ে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে পুলিশের আটক করার বিষয়টি নিয়ে কোনও কিছু বলতে নারাজ সুস্মিত দেব বলেন, নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্রদের স্বার্থে আন্দোলন হবেই,কোনও কিছু দিয়ে ভয় দেখানো যাবে না। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ ও জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ দিয়ে কখনও গণআন্দোলন দমানো যায় না। তাঁর দাবি, সামান্য অজুহাতে এনএসইউআই সভাপতি সুস্মিত দেবকে থানায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্প্রতি কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে সন্দীপ নন্দীকেও গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন, আন্দোলন করা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। কংগ্রেস কর্মীদের অযথা হয়রানি করা হলে দল ঘরে বসে থাকবে না। উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না) এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী বর্তমান বিধানসভার অধিবেশনে দিসপুরে রয়েছেন। দুই বিধায়ক জেলায় ফিরলে শ্রীভূমির জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদি এবং পুলিশসুপার লীনা দোলের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানানো হবে। দেশ স্বাধীন করতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কংগ্রেসিরা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং বর্তমান জনগণের স্বার্থে কংগ্রেস আন্দোলন করে যাবে বলে স্পষ্ট জানান শাহাদত আহমদ চৌধুরী।

অসহনীয় লোডশেডিং বন্ধ করা সহ গুচ্ছ দাবিতে সোচ্চার শ্রীভূমির গ্রাহক সংগঠন

ব্যবস্থা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৩ জুলাই : অসহনীয় লোডশেডিং বন্ধ করা, রাজ্যের সব গ্রাহককে মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান, বাধ্যতামূলক প্রিপেড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বাতিল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের সব প্রচেষ্টা বন্ধ করার দাবিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্র প্রদান করল অল অসম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশনের করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার এজিএম করিমগঞ্জ ডিভিশন ১-এর মাধ্যমে এই স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। বৃহস্পতিবার শহরের শিববাড়ি রোডের এপিডিসিএল কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অল অসম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা স্মারকপত্র প্রদান করেন। অসম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুনীতরঞ্জন দত্ত, সম্পাদক সুজিতকুমার পাল, পৃথ্বীজিৎ দেব, অজয় চৌধুরী, বিষ্ণু দত্ত পুরকায়স্থ, গোপালচন্দ্র পাল, সঞ্চিতা শুক্ল, মুক্তার আহমদ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা বিভাগীয় আধিকারিকের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়ে জানান, গ্রাহকদের কাছ থেকে নিয়মিত ও অগ্রিম ভিত্তিতে অত্যধিক বিদ্যুৎ মাশুল আদায় করা হলেও পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে অল অসম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল)। বিশেষকরে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অঘোষিত লোডশেডিং চলায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। কাছাড় জেলা সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত লোডশেডিংয়ের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলেও অভিযোগ করেন। তারা বলেন, লোডশেডিংয়ের কারণ হিসেবে এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ বারবার বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়া, ট্রান্সফরমার বিকল হওয়া এবং অন্যান্য কারিগরি সমস্যাকে দায়ী করছে। অথচ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করার পরিবর্তে গ্রাহকদের বাড়িতে জোরপূর্বক প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের আরডিএসএস প্রকল্পের আওতায় স্মার্ট মিটার স্থাপনের আগে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পুরনো পরিকাঠামো সংস্কারের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ছিল। বিদ্যুতের উচ্চ মাসুল নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তাদের দাবি, বর্তমানে অসমে বিদ্যুতের ন্যূনতম ইউনিট প্রতি মূল্য ৫ টাকা ৯৯ পয়সা। ১২০ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে ইউনিট প্রতি মাশুল বেড়ে ৭ টাকা ২৯ পয়সা হয় এবং ২৪০ ইউনিটের বেশি ব্যবহার করলে গ্রাহকদের আরও বেশি মাশুল গুনতে হয়। অথচ দেশের অন্যান্য বহু রাজ্যে তুলনামূলকভাবে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়।

সংগঠনের কর্মকর্তারা বলেন, পঞ্জাব ও রাজস্থানে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত, দিল্লি, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুতে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত এবং ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও বিহারে ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশেও ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে বলে দাবি করা হয়। অথচ অসমে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য আগে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ভর্তুকি দেওয়া হত তাও বর্তমানে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। প্রিপেড স্মার্ট মিটার স্থাপনের বিরুদ্ধেও সরব হয় অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাদের অভিযোগ, গ্রাহকদের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা না করেই এবং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতিতে অনিচ্ছুক গ্রাহকদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। এমনকি স্মার্ট মিটার বসাতে বাধা দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে অনেক গ্রাহককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এছাড়া সচল ডিজিটাল মিটার থাকা সত্ত্বেও অনেক গ্রাহকের নামে অযৌক্তিকভাবে অত্যধিক 'গড় বিল' তৈরি করে তাদের পুরনো মিটার পরিবর্তন করে প্রিপেড স্মার্ট মিটার নিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

সংগঠনের দাবি, এধরনের পদক্ষেপ বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্মারকপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, গত ২ এপ্রিল সংসদে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং তা কোনও গ্রাহকের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সংগঠনের দাবি, উত্তরপ্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্যে প্রিপেড স্মার্ট মিটারকে ঐচ্ছিক হিসেবে ঘোষণা করা হলেও অসমে বলপূর্বক স্মার্ট মিটার বসানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এরফলে অসম সরকার ও এপিডিসিএল কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা উপেক্ষা করছে বলে অভিযোগ করেন সম্পাদক সুজিতকুমার পাল, পৃথ্বীজিৎ দেব, অজয় চৌধুরী, বিষ্ণু দত্ত পুরকায়স্থ, গোপালচন্দ্র পাল, সঞ্চিতা শুক্লরা। তাদের দাবি, প্রিপেড স্মার্ট মিটার স্থাপনের এই আগ্রাসী উদ্যোগ অসমের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম পদক্ষেপ। তাই বিদ্যুৎ পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবি জানানো হয়।

এদিন স্মারকপত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি উত্থাপন করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে-রাজ্যজুড়ে অবিলম্বে লোডশেডিং বন্ধ করে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, সব গ্রাহককে মাসে ন্যূনতম ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান, প্রিপেড স্মার্ট মিটারকে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক করা, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর সংসদীয় ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলপূর্বক স্মার্ট মিটার বসানো অবিলম্বে বন্ধ করা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের সব প্রচেষ্টা বন্ধ করা।

স্মারকপত্র প্রদানের পর বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে কথা বলছেন ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশনের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির কর্মকর্তারা।

কাটাখালের আগ্রাসী ভাঙনে আতঙ্ক, ঘুম নেই অসহায় কুড়িটি পরিবারের

জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় ক্ষোভ বাঁশডহর-সামারিকোণায়

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ২৩ জুলাই : পূর্ব হাইলাকান্দির বাঁশডহর-সামারিকোণা জিপির ফিরোজখাল সংলগ্ন এলাকা থেকে মওলানা রসিদ আলি লস্করের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো মিটার এলাকাজুড়ে কাটাখাল নদীর ভয়াল ভাঙনে এখানকার কুড়িটি পরিবারের রাতের ঘুম উবে গেছে। বর্তমানে রসিদ আলি লস্কর ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের বাড়ির পাশের ভাঙন মেরামত করার প্রয়াস চালালেও তা কোনওভাবে যথেষ্ট নয়। গত কিছুদিন থেকে এই এলাকাজুড়ে ভয়ঙ্করভাবে নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। রোজদিন নদীর তীর ভেঙে চলেছে। বেশকিছু এলাকাজুড়ে ছিল সুপারি গাছ, বাঁশঝাড় সহ অন্যান্য মূল্যবান গাছগাছালি। এই কয়েকদিনের মধ্যে এসব ক্রমান্বয়ে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এদিকে এসব ভাঙনে তলিয়ে গেলেও এখন যেভাবে নদী ভাঙতে শুরু করেছে তাতে খুব কমদিনের মধ্যে এখানকার ভাঙনের কবলে পড়া প্রায় কুড়িটি পরিবারের বাড়িঘর নদীগর্ভে চলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যেভাবে নদী ভাঙতে শুরু করেছে তা দেখে এখানকার ভাঙনের কবলে পড়া লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। এখানকার ভাঙনের কবলে পড়া মওলানা রসিদ আলি লস্কর, তাজ উদ্দিন চৌধুরী, জাকির হোসেন চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন লস্কর, আলা উদ্দিন লস্কর, নজমুল হোসেন লস্কর সহ অন্যান্যদের বাড়ি এই আগ্রাসী ভাঙনের কবলে পড়েছে। গত কয়েক বছর থেকে এখানে নদীভাঙন দেখা দিলেও কোনও জনপ্রতিনিধি এদিকে ফিরেও তাকাননি। ভোট আসে,ভোট যায়। কিন্তু জনগণের দুঃখ- দুর্দশা লাঘবের জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। গত পাঁচ বছর এই এলাকা থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন জাকির হোসেন লস্কর। কিন্তু তিনি একবারের জন্য ফিরে তাকাননি এদিকে। শ্রীভূমির সাংসদ কৃপানাথ মালা এই নদীভাঙনের ব্যাপারে মোটেই নজর দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তবে এবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মিলন দাস। তাই এই ভাঙনের কবলে পড়া পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ সহ হাইলাকান্দি জেলা কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জলসম্পদ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শীঘ্রই এই ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় এই ভাঙনের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারানো ছাড়া আর কিছু থাকবে না তাদের ভাগ্যে।

কাটাখাল নদীর ভয়াবহ ভাঙনের একটি দৃশ্য। বাঁশডহর-সামারিকোণা জিপির ফিরোজখাল সংলগ্ন এলাকায় তোলা ছবি।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ

১১টি রথের সমাগমে জনসমুদ্র, উৎসবমুখর দুল্লভছড়া এলাকা

রথযাত্রা মহোৎসবকে ঘিরে জনসমাগমের একটি দৃশ্য।

সুপ্রিয় পাল

দুল্লভছড়া, ২৩ জুলাই : শ্রীভূমি জেলার দুল্লভছড়ায় প্রতি বছরের মতো ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা মহোৎসব শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছে। ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ভক্তদের বিপুল সমাগমে গোটা এলাকা উৎসবের আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ বছর আদর্শ কৃষ্ণনগর গ্রাম থেকে তিনটি রথ সহ বিষ্ণুপুর-গুড়ামাঞ্জী, চামটিলা, শ্যামনগর-জয়নগর, ফেটিপাত, হরিণটিলা ও বাস্কালটিলা সহ ১১টি রথ মিলন মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন গ্রামের রথের ভক্ত সমাগমে দুল্লভছড়া এলাকায় এক উৎসবমুখর পরিবেশে মুখরিত হয়। ভক্তরা নতুন সাজে সুসজ্জিত হয়ে কীর্তন, পূজার্চনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনটি উদযাপন করেন।

রথযাত্রা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে সফল ও সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য পুলিশ প্রশাসন, সব ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জগন্নাথ মহাপ্রভুর পূজার আয়োজন ও মহোৎসব সফল করতে সহযোগিতার জন্য রামকৃষ্ণনগরের বিধায়কের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এদিকে, মহোৎসব উপলক্ষে উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। তাছাড়া রথযাত্রা উপলক্ষে দুল্লভছড়া এবিভিপি শাখার উদ্যোগে ভক্তদের মধ্যে পানীয়জল বিতরণ করা হয়।

সুতারকান্দিতে মানব পাচারবিরোধী আলোচনা ও প্রশিক্ষণ শিবির, সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব

সুজন আহমদ

ফকিরবাজার, ২৩ জুলাই : মানব পাচারমুক্ত নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং সুতারকান্দি সমন্বিত স্থলবন্দর ও বিএসএফের যৌথ পরিচালনায় মঙ্গলবার দু'দিনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রথম দিনের 'মানব পাচার বিরোধী' আলোচনাচক্র ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় সুতারকান্দি স্থলবন্দর প্রেক্ষাগৃহে। এতে মানব পাচারমুক্ত নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার ডিএসপি (বর্ডার) মানসপ্রতিম চৌধুরী, বিএসএফের অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটের (বরাকভ্যালি) ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইন্সপেক্টর রাজীবকুমার, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য আইনজীবী হোসেন আহমদ চৌধুরী, রিলায়েন্স সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক রুহুল কুদ্দুস। দিল্লির কেন্দ্রীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ) রেখা রাইকর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএসএফের বরাক রেঞ্জের ডিআইজি এহসান সাহেদি।

আলোচনা ও প্রশিক্ষণ শিবির উপস্থিত ছিলেন সমন্বিত চেকপোস্ট, স্থলবন্দর, শুল্ক দফতর, ইমিগ্রেশন, বিএসএফের ১৬৭ ও ১৭১ ব্যাটেলিয়নের আধিকারিকরা। আমদানি-রফতানি সংস্থার তরফে উপস্থিত ছিলেন আমরেশ রায়, শিবাজি চৌধুরী, দিলোয়ার হোসেন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। শুরুতে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি ও বক্তাদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মানব পাচার মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। প্রতারণা, প্রলোভন বা জোরপূর্বক নারী, শিশু ও পুরুষকে শ্রম, যৌন শোষণ, ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা অবৈধ কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়। এই অপরাধ রোধে পরিবার, সমাজ, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। আলোচনায় সাধারণ মানুষকে অপরিচিত ব্যক্তির প্রলোভনে না দেওয়া, চাকরির প্রস্তাব যাচাই করা এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রশাসনের নজরে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। বক্তারা মতপ্রকাশ করেন, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ও কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মানব পাচার প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি মানব পাচারবিরোধী আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত বক্তাদের হাতে স্মারক ও সম্মাননা তুলে দেন ডিআইজি এহসান সাহেদি ও সুতারকান্দি স্থলবন্দরের ম্যানেজার গৌতম নেওগ।

আলোচনাসভায় উপস্থিত বিশিষ্টদের সঙ্গে বিএসএফ ও স্থলবন্দরের আধিকারিকরা।

হাইলাকান্দি পুরসভার বকেয়া ঘর ভাড়া পরিশোধের চূড়ান্ত সময়সীমা ঘোষণা

সাময়িকপ্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৩ জুলাই : হাইলাকান্দি পুরসভার আওতাধীন বিভিন্ন পুরসভা মার্কেট কমপ্লেক্সে যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও দোকানদার রুম বা দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করছেন তাদের বকেয়া ঘর ভাড়া পরিশোধের জন্য ৩১ জুলাই চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও দোকানদারদের জরুরি ভিত্তিতে পুরসভা কার্যালয়ে সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা সংশ্লিষ্ট রেন্ট কালেক্টরের কাছে বকেয়া ঘর ভাড়ার সব অর্থ অবিলম্বে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাইর পর একটি পরিদর্শন কমিটি গঠন করে বকেয়া ঘর ভাড়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পরিদর্শনকালে যদি কোনও দোকান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঘর ভাড়া অনাদায়ী অবস্থায় পাওয়া যায় তবে অসম পুর আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দোকান বা রুমের বরাদ্দ বাতিল এবং দোকান সিল করা সহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত নিজ নিজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ঘর ভাড়া পরিশোধ করে বড়ধরনের আইনি জটিলতা, অহেতুক জরিমানা এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য হাইলাকান্দি পুরসভা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।

শ্রীভূমিতে অরুণোদয় সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আধার লিঙ্কের আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৩ জুলাই : শ্রীভূমি পুর এলাকার অরুণোদয় ৩.০-এর যেসব সুবিধাভোগী এখনও আধার কার্ডের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করাননি তাদের শীঘ্র ব্যাঙ্কে গিয়ে বা পার্শ্ববর্তী সিএসপি সেন্টারে গিয়ে আধার লিঙ্ক করিয়ে নিতে বলা হয়েছে। পুরসভার কার্যবাহী আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে অবিলম্বে এই লিঙ্কিং করিয়ে নিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

শ্রীভূমিতে পশু নির্যাতন ও গবাদি পশুর অবৈধ পরিবহন রোধে সমিতি পুনর্গঠন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৩ জুলাই : রাজ্যের পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে শ্রীভূমি জেলায় পশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং গবাদি পশু বিশেষকরে গরু ও মহিষের অবৈধ পরিবহন রোধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'জেলা এসপিসিএ-কাম-পশু কল্যাণ সমিতি' পুনর্গঠন করা হয়েছে। জেলা কমিশনারকে সভাপতি এবং জেলা পশুপালন ও পশু চিকিৎসা আধিকারিককে সদস্য সচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন শ্রীভূমির এসএসপি, জেলা পরিষদের সিইও, ডিএফও, ডিটিও, ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, ডিআইপিআরও, শ্রীভূমি পুরসভার কার্যবাহী আধিকারিক, রামকৃষ্ণনগরের সাব-ডিভিশনাল ভেটেরিনারি অফিসার,বসুধা-পরিবেশ ও পশু কল্যাণ সমিতির সভাপতি নয়ন দাস ও সচিব সৌরিম দাস এবং জেলার সব ভেটেরিনারি অফিসার ও ব্লক ভেটেরিনারি অফিসার। এই নতুন কমিটি জেলার সর্বস্তরে পশু সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ পশু পরিবহন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হয়েছে।

বড়খলার বিদায়ী বিপিএমকে বিপুল সংবর্ধনা এএসএলআরএম কর্মীদের

বিদায়ী বিপিএম মনোরঞ্জন সূত্রধরের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সহকর্মীরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ২৩ জুলাই : অশ্রুসিক্ত নয়নে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড়খলার বিদায়ী বিপিএম মনোরঞ্জন সূত্রধরকে নিজ কার্যালয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন এএসএলআরএম সহকর্মীরা। উল্লেখ্য, বড়খলা ব্লকে দীর্ঘদিন কাজ করার পর তাকে হাইলাকান্দির লালা ব্লকে বদলি করা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাই বুধবার ব্লকের কর্মকর্তা সহ এসএইচজি মহিলা জাগরণ ক্লাস্টারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানানো হল। এতে উপস্থিত ছিলেন বড়খলা ব্লকের কো-অর্ডিনেটর অভিজিত ধর, আসলম পারভেজ চৌধুরী সহ সিআরপিসি গ্রাম্যসখি, কৃষিসখি, জীবিকাসখি ও ব্যাঙ্কসখিরা। তারা বিদায়ী স্মারক, উত্তরীয়, পোশাক, মানপত্র সহ নানা উপহারসামগ্রী তার হাতে তুলে দেন। তারা বলেন, মনোরঞ্জন সূত্রধরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বড়খলার এসএইচজি এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে। সরকারি চাকরির পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী, সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি ছিল তার। বড়খলার সামাজিক উন্নয়নে অনেক চেষ্টা করে গেছেন। ফলে তিনি বড়খলাবাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বড়খলা মণ্ডল সভাপতি পিনাককান্তি দাস, সেডো-র সম্পাদক অজিত দাস, কোষাধ্যক্ষ কঙ্কন চক্রবর্তী, মাতৃভূমি ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ অনিমেষ চক্রবর্তী। বিদায়ী বিপিএম মনোরঞ্জন সূত্রধর তার বক্তব্যে বড়খলা ব্লকের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, কর্মসূত্রে লালা ব্লকে থাকলেও যে কোনও সরকারি কাজের জন্য কেউ সহযোগিতা চাইলে পরামর্শ ও সহযোগিতা করব। সবাইকে সততার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সিদ্ধিপুরে নোংরা পানীয়জল সরবরাহে সীমাহীন দুর্ভোগে মানুষ, বিভাগীয় উদাসীনতার অভিযোগ

রশিদ আহমদ তাপাদার

তারিণীপুর, ২৩ জুলাই : কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার সিদ্ধিপুর পানীয়জল প্রকল্প থেকে গত কয়েক দিন ধরে অত্যন্ত ঘোলা, অপরিশোধিত ও নিম্নমানের পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নদীর জল যথাযথভাবে পরিশোধন না করেই সরবরাহ করায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত হাজারও মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাবে শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জল পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক (কেমিক্যাল) পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলে নিয়ম মেনে জল পরিশোধন সম্ভব হচ্ছে না।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, যে পরিমাণ রাসায়নিক সরবরাহ করা হচ্ছে তাও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এর ফলেই প্রতিদিন নোংরা ও ঘোলা জল নলযোগে মানুষের বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা আকিল উদ্দিন, রামেন্দ্রচন্দ্র দাস, আব্দুল মন্নান, আব্দুল বাসিত, হাবিজ উদ্দিন বড়লস্কর, জলমিত্র হোসেন আহমদ বড়লস্কর সহ বহু ভুক্তভোগী জানান, দীর্ঘদিন ধরেই নিম্নমানের জল সরবরাহ করা হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ কার্যকর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এ বিষয়ে অপর জলমিত্র মস্তফা আহমদ বড়লস্কর বলেন, জল পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বা রাসায়নিক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে নির্ধারিত মান অনুযায়ী জল পরিশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এর প্রভাব সরাসরি সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে। অন্যদিকে অভিযোগের বিষয়ে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা এল সুরেন্দ্রলাল সিনহার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে তিনি মন্তব্য না করায় স্থানীয়দের অসন্তোষ আরও তীব্র হয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয়জল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। কিন্তু সিদ্ধিপুর পানীয়জল প্রকল্পে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদাসীনতার কারণে হাজারও মানুষ প্রতিদিন স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে এই জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পরিশোধনের রাসায়নিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

প্রকল্পের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্ভোগের কথা তুলে ধরছেন স্থানীয় জনগণ।

মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযানের আওতায় নীলবাগানে বিকাশ কর্মসূচির উদ্বোধন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক অতিথির হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ২৩ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২.০-এর অংশ হিসেবে হোজাই জেলার নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে নীলবাগানে উদ্যোক্তা বিকাশ কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার নীলবাগানস্থিত পিএমশ্রী নীলবাগান আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন হোজাই জেলার জেলা কমিশনার সঞ্জয় দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা কমিশনার সঞ্জয় দত্ত তাঁর বক্তব্যে উদ্যোক্তা হওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষতা, অধ্যবসায় এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসার প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হয়ে নিজস্ব কর্মসংস্থান গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হোজাই জেলা বিজেপির সভাপতি দিলীপ ধর। এছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২.০-এর মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাঁদের স্বনিযুক্ত ও আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা এবং রাজ্যে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা।

সেমখরে উদ্ধার ১৯৭টি প্রাচীন ডিমাসা মুদ্রা

বিপ্লব দেব

হাফলং, ২৩ জুলাই : ডিমা হাসাও জেলার অন্যতম প্রাচীন ডিমাসা গ্রাম সেমখর থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৯৭টি প্রাচীন ডিমাসা মুদ্রা। প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রাথমিক ধারণা, মুদ্রাগুলি ডিমাসা রাজা ইন্দ্র প্রতাপ নারায়ণের শাসনকালের। এই আবিষ্কার ডিমা হাসাওয়ের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রায় দুই মাস আগে সেমখরের এক মহিলা চাষের জন্য মাটি কাটার সময় একটি মাটির পাত্রের ভিতরে মুদ্রাগুলি খুঁজে পান। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, মুদ্রাগুলি বহু শতাব্দী আগে ইচ্ছাকৃতভাবে মাটির নিচে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল। সেমখরকে ডিমা হাসাওয়ের অন্যতম প্রাচীন ডিমাসা জনবসতি হিসেবে ধরা হয়। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী, গ্রামের নামের উৎপত্তি ডিমাসা শব্দ 'সেম' (লবণ) এবং 'খর' (কূপ) থেকে। কিংবদন্তি অনুসারে, প্রাকৃতিক লবণকূপ রক্ষার জন্য ডিমাসা রাজারা এখানে বিশেষ সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন, যা গ্রামটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

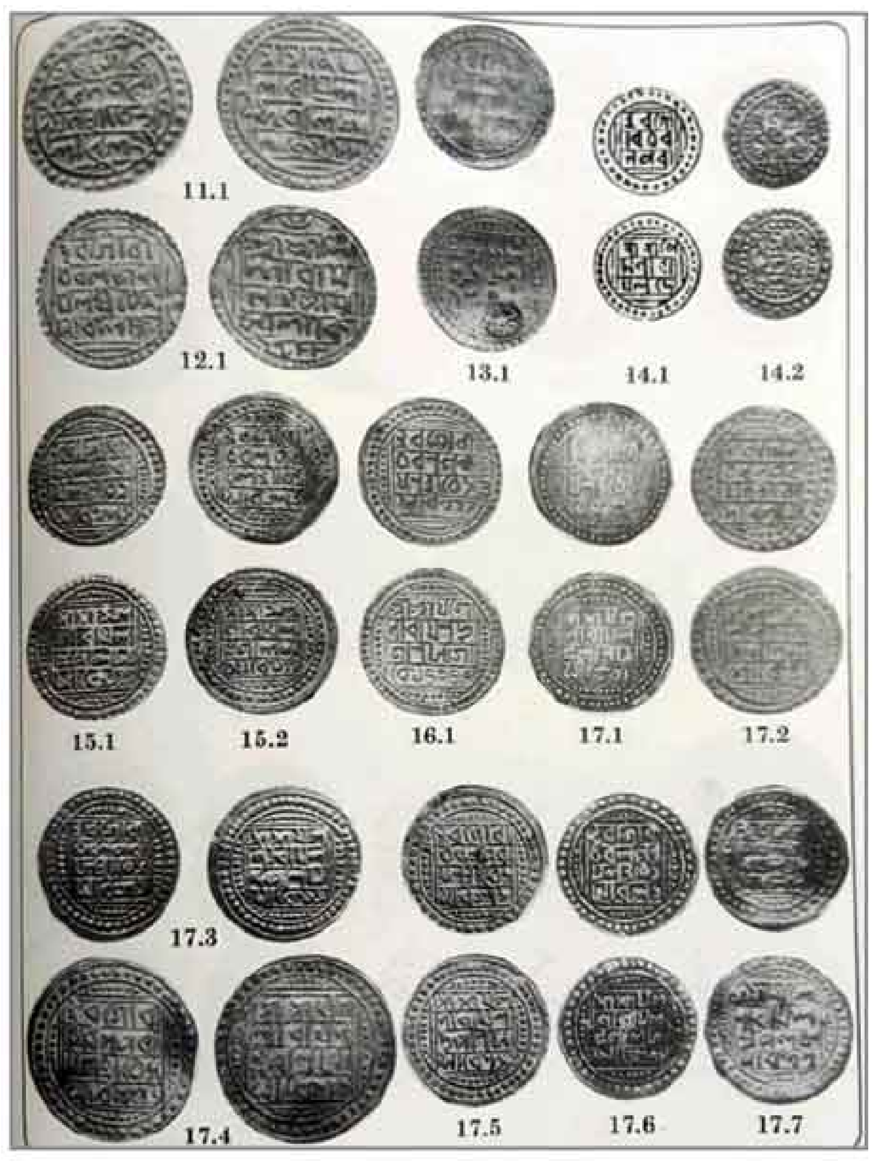

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের (এনসিএইচএসি) প্রধান কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা সামাজিক মাধ্যমে আবেদন জানানোর পর ওই মহিলা স্বেচ্ছায় মুদ্রাগুলি তাঁর হাতে তুলে দেন। পরে দেবোলাল গার্লোসা গবেষণা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সংগ্রহটি ডিমা হাসাও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে দান করেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, বেশ কয়েকটি মুদ্রায় ডিমাসা রাজা ইন্দ্র প্রতাপ নারায়ণের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের মুদ্রা সাধারণত রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— যেমন রাজ্যাভিষেক বা উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজয়— স্মরণীয় করে রাখতে তৈরি করা হতো। উদ্ধার হওয়া কয়েকটি মুদ্রায় 'হরগৌরী' (হরা-গৌরী) শব্দও উৎকীর্ণ রয়েছে, যা ভগবান শিব (হরা) ও দেবী পার্বতীর (গৌরী)-এর ঐশ্বরিক মিলনকে নির্দেশ করে। এটি ডিমাসা রাজ্যের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে।

মুদ্রাগুলির লেখাগুলি সংস্কৃত ভাষায় এবং পূর্ব নাগরী লিপিতে উৎকীর্ণ। অধিকাংশ মুদ্রায় নামের আগে সম্মানসূচক 'শ্রী শ্রী' ব্যবহৃত হয়েছে। বেশিরভাগ মুদ্রাই রুপো বা মিশ্র ধাতুর তৈরি এবং প্রতিটির ওজন প্রায় ২ থেকে ৩ গ্রাম। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, অপেক্ষাকৃত হালকা মুদ্রাগুলি স্থানীয় লেনদেনে ব্যবহৃত হতো, আর ভারী মুদ্রাগুলি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া মুদ্রাগুলি ১৬শ থেকে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে বিস্তৃত ডিমাসা রাজ্যের সময়কার। এগুলি এখন বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। সেখানে মুদ্রাগুলির প্রকৃত বয়স, ধাতব গঠন, মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ডিমা হাসাওয়ে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। এই মুদ্রাসম্ভার ডিমাসা রাজ্যের ইতিহাস, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাসব্যাপী থ্রিডি প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রশিক্ষণ শেষে অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রশিক্ষার্থীরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের থ্রিডি (৩ডি) প্রিন্টিং ল্যাবের উদ্যোগে এক মাসব্যাপী থ্রিডি প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রামানুজ গুপ্ত ডিগ্রি কলেজের স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি)-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী আয়োজিত এই কর্মসূচি স্নাতক পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক ১২০ ঘণ্টার ইন্টার্নশিপের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ও শিল্প ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদের আধুনিক সংযোজনমূলক উৎপাদন (অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করে তোলা।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার-সহায়ক নকশা (সিএডি), স্লাইসিং সফটওয়্যার, থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি এবং রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। থ্রিডি মডেল তৈরি, স্লাইসিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রিন্টের উপযোগী করা, থ্রিডি প্রিন্টার পরিচালনা এবং রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মৌলিক ধারণাসহ সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, উদ্যোগ গঠন এবং ভবিষ্যতের কর্মজীবনে আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে তারা গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা লাভ করেছে।

সমাপনী অনুষ্ঠান ও শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ ও হোজাইর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানবেন্দ্র দত্তচৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের থ্রিডি প্রিন্টিং ল্যাবের নোডাল অফিসার ড. অজিতা তিওয়ারি।

এছাড়া স্পোক সেন্টারের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ দীপজ্যোতি ও অসীমা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা উচ্চশিক্ষায় সংযোজনমূলক উৎপাদন প্রযুক্তি, ডিজিটাল নকশা এবং উদ্ভাবন ভিত্তিক দক্ষতা বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপে অর্জিত জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতের পড়াশোনা এবং পেশাগত জীবনে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

আলগাপুরে জাতীয় সড়কের জবরদখল হটাতে নোটিশ জারি

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৩ জুলাই : শ্রীভূমি জাতীয় সড়ক বিভাগের লোকনির্মাণ বিভাগ (পিডব্লুডি) গত ২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে এক কড়া নোটিশ জারি করে আলগাপুর বাজার এলাকায় জাতীয় সড়কের 'রাইট অব ওয়ে' -এর অধীনস্থ জমিতে ব্যবসা চালানো সমস্ত অননুমোদিত ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের ১৫ দিনের মধ্যে এলাকা খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। জাতীয় সড়ক পরিদর্শনের সময় কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ করেন যে, সড়কের দু'পাশের 'রাইট অব ওয়ে' এলাকায় বেআইনি জবরদখলের ফলে সাধারণ পথচারীদের যাতায়াতে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে এবং সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীভূমি জাতীয় সড়ক বিভাগের লোকনির্মাণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, নোটিশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দখলীকৃত জমি খালি না করা হলে 'ন্যাশনাল রোডস কন্ট্রোল' (ল্যান্ড অ্যান্ড ভেহিকেলস) অ্যাক্ট, ২০০২'-এর বিধান অনুযায়ী কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জন্মদিনের আনন্দে পথপ্রাণীদের পাশে লিও ডিস্ট্রিক্ট

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : জন্মদিনের আনন্দকে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে লিও ডিস্ট্রিক্ট ৩২২জি-এর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিলচরের প্রাণী আশ্রয়কেন্দ্র 'স্পর্শ'-এ অনুষ্ঠিত হয় পথপ্রাণীদের খাদ্য বিতরণ ও সেবামূলক প্রকল্প 'বার্থডে বওল'।

ডিস্ট্রিক্ট গ্রিটিংস অ্যান্ড ইম্পর্টান্ট ডেজ চেয়ারপার্সন লিও আদ্রিজা ধরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জুলাই মাসে জন্মদিন থাকা লিও ডিস্ট্রিক্ট ৩২২জি-এর সদস্যদের জন্মদিন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা পথপ্রাণীদের খাদ্য বিতরণের পাশাপাশি তাদের যত্ন ও পরিচর্যাতেও অংশ নেন সদস্যরা।

লিও আদ্রিজা ধর জানান, 'বার্থডে বওল' একটি ডিস্ট্রিক্ট-স্তরের বার্ষিক প্রকল্প। চলতি বছরের প্রতিটি মাসেই সংশ্লিষ্ট মাসে জন্মদিন থাকা সদস্যদের নিয়ে একই ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। তাঁর মতে, জন্মদিন উদযাপনের পাশাপাশি সমাজ ও প্রাণীদের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জিএসটি কো-অর্ডিনেটর লিও শঙ্খায়ন পাল, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লিও সোয়েতা দে, ডিস্ট্রিক্ট গ্রিটিংস অ্যান্ড ইম্পর্টান্ট ডেজ চেয়ারপার্সন লিও আদ্রিজা ধর, লিও ক্লাব অব শিলচর কেয়ার-এর সভাপতি লিও রত্নদীপ দত্ত এবং ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।

জগন-যিশু স্মরণে হাইলাকান্দিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৩ জুলাই : ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তৎকালীন করিমগঞ্জ (বর্তমান শ্রীভূমি) জেলায় পুলিশের গুলিতে শহিদ হওয়া ভাষা শহিদ জগন্ময় দেব (জগন) ও দিব্যেন্দু দাস (যীশু)-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে হাইলাকান্দিতে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শহরের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে স্থানীয় শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদানের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত বক্তারা শহিদদের আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, মাতৃভাষার মর্যাদা ও ভাষাগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জগন ও যিশুর আত্মবলিদান ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা সচেতন থাকার অঙ্গীকার নিয়েই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে উপস্থিত সকলে একযোগে 'ভাষা শহিদ অমর রহে' এবং 'জগন-যিশু অমর রহে' স্লোগান দেন। বক্তারা ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও মাতৃভাষার অধিকারের বার্তা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান। এদিকে, প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় জেলার বাইরে থাকায় তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের হাইলাকান্দি জেলা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা সমিতির সহ-সভাপতি সুরজিৎ দেব। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মাধবী শর্মা, শহর আঞ্চলিকের সহ-সভাপতি সুনির্মল দাস, সাহিত্য সম্পাদিকা পূর্ণিমা রানী দে, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা তাপসী পাল, কোষাধ্যক্ষ কবীর মজুমদার, বরিষ্ঠ নাগরিক সংস্থার সভাপতি নারায়ণ দেবনাথ, নীহারেন্দু চৌধুরী, সুশীল পাল সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংগঠক, সচেতন নাগরিক ও শুভানুধ্যায়ীরা।

এক মাস ধরে জলমগ্ন সন্ন্যাসীবাড়ির পাকা গলি, ব্যাহত শিবমন্দিরে পূজা-অর্চনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ২৩ জুলাই : কাটলিছড়ার সন্ন্যাসীবাড়ির পাকা গলি পথ গত প্রায় এক মাস ধরে জলাবদ্ধতার কবলে। টানা বৃষ্টির ফলে জমে থাকা ঘোলাটে জলে গলির বাসিন্দাদের চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু জনজীবনই নয়, এর প্রভাব পড়েছে এলাকার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সন্ন্যাসীবাড়ির শিবমন্দিরে নিয়মিত তুলসী নিবেদন, পূজা এবং সন্ধ্যার কাঁসি-ঘণ্টা বাজানোও বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে পবিত্র শ্রাবণ মাস চললেও ভক্তদের পক্ষে নোংরা জল মাড়িয়ে মন্দিরে গিয়ে বাবা ভোলানাথের পূজা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

প্রতিবেশীদের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন ঘোলাটে জল মাড়িয়ে চলাচল করলে চর্মরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পাশাপাশি, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে সন্ন্যাসীবাড়ির পাকা পথও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে বিধায়ক মিলন দাস এলাকা পরিদর্শন করে স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দেন এবং কিছুটা সময় চান। সমস্যা সমাধানে গলির মাঝ দিয়ে একটি ড্রেন নির্মাণের প্রস্তাবও উঠেছে। পূর্ত বিভাগের বাস্তুকারের মাধ্যমে প্রকল্পের এস্টিমেট তৈরির কাজ চলছে বলে জানা গেছে। শীতকালে নির্মাণকাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে বিধায়ক আশ্বাস দিয়েছেন। সেই আশ্বাসেই এখন অপেক্ষায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা মান্না শর্মা বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে বর্ষা এলেই এই রাস্তা পুরোপুরি জলের নীচে চলে যায়। অথচ এই পথ দিয়েই এলাকার জাগ্রত শিবমন্দিরে যেতে হয়। এখন পবিত্র শ্রাবণ মাস চলছে। প্রতিদিন বহু ভক্ত বাবা ভোলানাথের পূজা দিতে চান। কিন্তু এই নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল পেরিয়ে কীভাবে মন্দিরে পৌঁছাবেন? এটি শুধু রাস্তার সমস্যা নয়, আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি, জনজীবন এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার একটি নির্মম চিত্র।'

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত জলাবদ্ধতা দূর করতে সংশ্লিষ্ট দফতর, পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তবে তাঁদের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি মিললেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ফলে বর্ষা এলেই পুনরাবৃত্ত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছেন সন্ন্যাসীবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা।

রূপাছড়ায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখছেন এক বক্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ২৩ জুলাই : মাতৃভূমি হেল্পিং হ্যান্ড এনজিওর ব্যবস্থাপনায় এবং শিলচর ইআরসি চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় কাটলিছড়া এলাকার রূপাছড়া জগন্নাথ কমিউনিটি হলে একদিনের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরে প্রায় ১০০ জন রোগীর বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া যাঁদের চশমার প্রয়োজন ছিল, তাঁদের স্বল্পমূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইআরসি চক্ষু হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাহুল দেবনাথ, জেলা সংযোজক জয়ন্ত দে, অপটিক্যাল অ্যাডভাইজার ফখরুল লস্কর। মাতৃভূমি হেল্পিং হ্যান্ডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রূপম দাস ও সম্পাদক দীপশ্রী। এছাড়াও সোনাছড়া, রূপাছড়া জিপির সভাপতি সঞ্জয় তেলীসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এনজিওর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে এনজিওর কর্মকর্তারা জানান, এই চক্ষু শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাগান ও বস্তি এলাকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের কাছে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ভবিষ্যতেও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে এ ধরনের জনসেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও তাঁরা আশ্বাস দেন।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে কাটিহার, মনিহারীর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন চালাবে এনএফ রেলওয়ে

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই : আসন্ন শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে কাটিহার ও মনিহারীর মধ্যে দুটি জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর ঘোষণা করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফ রেলওয়ে)। এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবার মাধ্যমে হাজার হাজার ভক্ত, তীর্থযাত্রী ও সাধারণ যাত্রীর যাতায়াত আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

প্রথম জোড়া স্পেশাল ট্রেন ০৭৫৪০/০৭৫৩৯ (কাটিহার, মনিহারী,কাটিহার) মোট ২২টি ট্রিপ পরিচালনা করবে। ট্রেন নম্বর ০৭৫৪০ আগামী ২৫ জুলাই থেকে ২৩ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার, বুধবার, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় কাটিহার থেকে ছেড়ে ৭টা ৪৫ মিনিটে মনিহারী পৌঁছাবে।

ফেরার পথে ০৭৫৩৯ ট্রেনটি ২৬ জুলাই থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার, রবিবার ও সোমবার ভোর ৩টা ৩০ মিনিটে মনিহারী থেকে ছেড়ে ৪টা ১৫ মিনিটে কাটিহার পৌঁছাবে। এই ট্রেনের মনসাহী ও মাহিয়ারপুর স্টেশনে স্টপেজ থাকবে।

এছাড়া দ্বিতীয় জোড়া স্পেশাল ট্রেন ০৭৫৪২/০৭৫৪১ (কাটিহার, মনিহারী, কাটিহার) মোট ৪টি ট্রিপ পরিচালনা করবে। ০৭৫৪২ ট্রেনটি ২৭ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে কাটিহার থেকে ছেড়ে ৯টা ১৫ মিনিটে মনিহারী পৌঁছাবে।

ফেরার পথে ০৭৫৪১ ট্রেনটি ২৮ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে মনিহারী থেকে ছেড়ে ৬টায় কাটিহার পৌঁছাবে। এই ট্রেনও মাহিয়ারপুর ও মনসাহী স্টেশনে যাত্রাবিরতি করবে।

রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রাবণী মেলার সময় যাত্রীদের নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ভিড় ও যানজট কমিয়ে তীর্থযাত্রীদের সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যেও এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভবিষ্যতেও যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গৌরীপুর পুলিশের বড় সাফল্য, ২৫টি চোরাই গরু উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ২৩ জুলাই : নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল গৌরীপুর পুলিশ। মধুশৌলমারী পার্ট-২ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি আইশার ট্রাক আটক করা হয়। তল্লাশির সময় ট্রাকটির মধ্যে আমের বাক্সের নীচে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ২৫টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গবাদি পশু এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত পশুগুলোকে সরকারি নিবন্ধিত পশুশালায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন, মুজাহিদুর ইসলাম (চালক), হান্নান তালুকদার (সহ-চালক), সাদ্দাম হোসেন (হেলপার), আব্দুল রউফ (হেলপার)। গ্রেফতার হওয়া চারজনই বঙাইগাঁও জেলার অভয়াপুরীর বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পদব্যঞ্জনা

কষা কষা পাঁপড়ের দোলমা

বর্ষার দিনে খিচুড়ি বা ভাতের সঙ্গে চেনাপরিচিত ভাজা ও তরকারির বদলে পাঁপড়ের দোলমা খেয়ে দেখুন। ঘরে কোনও সব্জি না থাকলেও এমন রান্না করা যায় সহজে। রইল প্রস্তুতপ্রণালী।

বর্ষায় খিচুড়ির হাঁড়ি চাপছে তো ঘরে? সঙ্গে কোনও দিন আলুভাজা, কোনও দিন পটলভাজা, কখনও আবার মাছভাজা বা আলুর দম। কিন্তু চেনাপরিচিত ভাজা ও তরকারির বাইরে মজাদার কোনও রান্না করলে কেমন হয়? এতে কিন্তু অতিথি আপ্যায়নও মন্দ হবে না। তার ওপর ঘরে কোনও সব্জি না থাকলেও এমন রান্না করা যায়। কারণ, এতে কেবল আলু আর পাঁপড় থাকলেই রান্না হয়ে যায়। শিখে নিন পাঁপড়ের দোলমার রেসিপি। কেবল খিচুড়ি কেন, গরম গরম ভাতের সঙ্গেও বড়ই উপাদেয়।

উপকরণ : ৩টি বড় আকারের আলু, ৫টি পাঁপড়, ৫ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, দুই চিমটে হিং, ১ চা-চামচ আদা বাটা, ১টি কাঁচালঙ্কা কুচি, দেড় চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো, দেড় চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, দেড় চা-চামচ ধনে গুঁড়ো, দেড় চা-চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, ১ চা-চামচ ধনেপাতা কুচি, ১টি টম্যাটো, ১ ইঞ্চি আদা, ১টি কাঁচালঙ্কা, ১টি তেজপাতা, ১টি শুকনো লঙ্কা, ১ চা-চামচ গোটা জিরে, আধ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, আধ চা-চামচ ঘি, স্বাদমতো নুন।

প্রণালী : প্রথমে একটি আলু খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করতে দিন। তার পর ঠাণ্ডা করে হাতে মেখে নিন। কোনও দলা যেন না থাকে আলুমাখার মধ্যে। এতে অল্প পরিমাণ নুনও দিয়ে দিন।

এবার কড়াইয়ে অল্প ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে তাতে প্রথমে এক চিমটে হিং, আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে নিন। এবার তার মধ্যে সমস্ত গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিতে পারে এক চা-চামচ করে। তারপর মশলা কষিয়ে নিয়ে মেখে রাখা আলু দিয়ে আবারও নাড়াতে থাকুন, যাতে আলুতে মশলা মিশে যেতে পারে। নামানোর আগে অল্প ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিতে পারেন।

অন্যদিকে, এক বাটি জলে পাঁপড়গুলো ভিজিয়ে রাখুন কয়েক সেকেন্ড। তারপর পাঁপড়গুলো জল ঝরিয়ে রেখে দিন। এর ফলে পাঁপড়গুলো ভাঁজ করা যাবে সহজেই, ভেঙে যাবে না। ভিজিয়ে নেওয়া পাঁপড়ের মধ্যে আলুর পুর ভরে চার দিক থেকে ভাঁজ করে নিন। দেখতে চৌকো হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি পাঁপড়কেই এভাবে পুর ভরে ভাঁজ করতে হবে। এবার কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ সর্ষের তেল গরম করে নিন। ঢিমে আঁচে পুরভরা পাঁপড়গুলো ভেজে নিতে হবে। হালকা বাদামি রং ধরলেই তুলে ফেলতে হবে। এবার সেই তেলেই ২টি আলু ডুমো করে কেটে, নুন দিয়ে ভেজে নিতে হবে। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেলে তুলে রাখুন।

পটল কালিয়া

দিনভর বৃষ্টি। রাতে বা দুপুরে ঝাল ঝাল খাবার খেতে মন চায়। ভাত, রুটি, পরোটা বা পোলাও— সবের সঙ্গেই দুর্দান্ত সঙ্গত দিতে পারে, এমন পদের সন্ধান করছেন? তা হলে বানিয়ে ফেলুন নিরামিষ ছানা-পটলের কালিয়া। মিষ্টি, টক, ঝাল— সব স্বাদের মিশেলেই সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন এই পদটি। অতিথি আপ্যায়নের জন্যও একেবারে নতুন ধরনের রান্না এটি। রইল প্রস্তুত প্রণালী।

উপকরণ : ১০টি পটল, ১ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ আদা বাটা, এক চিমটে লঙ্কা গুঁড়ো, আধ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, আধ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ সাদা তেল, ১ চা চামচ গোটা জিরে, ২টি তেজপাতা, এক টুকরো দারুচিনি, ২টি ছোট এলাচ, ১টি চিরে রাখা শুকনো লঙ্কা, ১ চা-চামচ চিনি, ১০টি কাজুবাদাম বাটা, ২ টেবিল চামচ ফেটানো টক দই, ১০০ গ্রাম ছানা, ১ গ্লাস গরম জল, আধ চামচ নুন।

প্রণালী : প্রথমেই পটলগুলো ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। পুরোটা নয়, অর্ধেক খোসা রেখে বাকিটুকু ছাড়িয়ে নিতে হবে। তার পর দুই প্রান্ত অল্প একটু চিরে নিতে হবে, যাতে রান্নার সময়ে মশলা সব্জির ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এবার নুন আর এক চিমটে হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে পটলগুলি।

অন্যদিকে, মশলা তৈরি করে রাখতে হবে। একটি পাত্রে আদা বাটা, এক চিমটে হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, অল্প জল দিয়ে ভাল করে একটি পাত্রে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার বড় কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে তাতে পটলগুলো ভেজে নিতে হবে। হালকা লাল রং ধরলে কড়াই থেকে তুলে রাখুন।

ওই কড়াইতেই জিরে, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। ঢিমে আঁচে ৩০ সেকেন্ড ভেজে নিয়ে বানিয়ে রাখা মশলার মিশ্রণ ঢেলে দিতে হবে তাতে। মাঝারি আঁচে মশলা কষিয়ে নিন। তেল ছাড়তে শুরু করলে নুন, চিনি, কাজুবাদাম বাটা ঢেলে দিতে হবে কড়াইয়ে। ২ মিনিট একনাগাড়ে নাড়াচাড়া করা দরকার, নয়তো কড়াইয়ের নীচে লেগে যেতে পারে মশলা।

মিনিট দুয়েক পর তাতে টক দই মিশিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। ঢিমে আঁচে মশলা কষিয়ে নিতে হবে। তেল ছাড়তে শুরু করলে এবার ছানাটুকু মিশিয়ে দিতে হবে কড়াইয়ে। ছানার বদলে পনিরও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে আগে থেকে গ্রেট করে রাখতে হবে।

মশলা থেকে তেল ছাড়ার পর ভেজে রাখা পটল মিশিয়ে দিতে হবে কড়াইয়ে। শেষে এক গ্লাস গরম জল দিয়ে ফোটাতে হবে। চাইলে এ সময়ে কাঁচালঙ্কাও দিতে পারেন কড়াইয়ে। এ বার ঢাকা দিয়ে মিনিট তিনেক ঢিমে আঁচে রান্না হতে দিন। তৈরি হয়ে যাবে ছানা-পটলের কালিয়া।

থেচা চাউমিন

টিফিন হোক কিংবা রাতের খাবার, চাউমিনের জুড়ি মেলা ভার। তবে সবসময় একঘেয়ে চিনা স্টাইল খেতে খেতে একঘেয়েমি এলে, এবার তাতে যোগ করুন মরাঠি 'ট্যুইস্ট'। বাড়িতেই খুব সহজে এবং মাত্র দশ মিনিটে বানিয়ে ফেলুন জিভে জল আনা 'থেচা চাউমিন'

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ২৫০ গ্রাম সেদ্ধ করা মোটা চাউমিন, ১০-১২ কোয়া রসুন, ১/৪ কাপ বাদাম, ৫-৬টি কাঁচালঙ্কা, ১ টেবিল চামচ জিরে, আধকাপ ধনেপাতা কুচি, ১ টেবিল চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, ১ চা-চামচ গোলমরিচ, ১ টেবিল চামচ কুচানো রসুন, সাদা তেল, ১ টেবিল চামচ সয়া সস, ১ টেবিল চামচ গ্রিন চিলি সস।

পদ্ধতি : প্রথমে একটি কড়াইতে তেল গরম করে রসুন, জিরে, কাঁচালঙ্কা ও বাদাম হালকা করে ভেজে নিন। এবার এই ভাজা মশলা এবং কিছুটা ধনেপাতা মিক্সিতে দিয়ে সামান্য বেটে নিন। খেয়াল রাখবেন যেন মিশ্রণটি খুব মিহি না হয়ে যায়, একটু দানা দানা থাকলেই আসল স্বাদ পাওয়া যাবে।

এরপর কড়াইতে নতুন করে তেল গরম করে রসুন ফোড়ন দিন। এতে সেদ্ধ করা চাউমিন ও সামান্য নুন দিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। এবার আগে থেকে তৈরি করে রাখা 'থেচা'র মিশ্রণটি দিয়ে দিন। সঙ্গে যোগ করুন সয়া সস, গ্রিন চিলি সস, গোলমরিচ ও লঙ্কার গুঁড়ো। সব উপকরণ ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে উপর থেকে বাকি ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি লোভনীয় থেচা চাউমিন।

স্মার্ট গ্রুমিংয়েই মিলবে ক্লাসি লুক, খরচাও কম

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিনই নতুন নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড নজর কাড়ছে। কেউ নিজের ইউনিক স্টাইলের জন্য প্রশংসা কুড়োচ্ছেন, আবার কেউ অসাধারণ ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে অন্যদের ইনফ্লুয়েন্স করছেন। ভাল দেখতে হলে সবসময় অনেক খরচ তা-ও কিন্তু নয়। ইচ্ছা থাকলেও কম বাজেটেও পরিপাটি, আকর্ষণীয় এবং অভিজাত লুক পাওয়া সম্ভব, রইল সেই টিপ্‌স। তবে তার জন্য দামি ব্র্যান্ডের পোশাক বা অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন নেই। কয়েকটি সহজ গ্রুমিং অভ্যাস এবং সঠিক স্টাইলিং মেনে চললেই অল্প খরচে পাওয়া যেতে পারে ক্লাসি লুক।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিন : দামি পোশাকের আগে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের পরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার ত্বক, শেভ্‌ড নখ, যত্নে রাখা চুল এবং মানানসই হেয়ার স্টাইল ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রতিদিন মুখ পরিষ্কার করুন, পর্যাপ্ত জল পান করুন, পুষ্টিকর খাবার খান এবং ত্বককে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজ করুন। রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই মেকআপ তুলে ফেলুন। এই ছোট ছোট অভ্যাসই ত্বকে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

পোশাকের ফিটিং ও কাপড়ের মান গুরুত্বপূর্ণ : যে কোনও পোশাককে দামি ও স্টাইলিশ দেখানোর সবচেয়ে বড় রহস্য তার সঠিক ফিটিং। পোশাক যদি খুব ঢিলেঢালা, অতিরিক্ত টাইট বা ভুল মাপের হয়, তবে তা যতই দামি হোক না কেন, ভাল দেখাবে না। সাধারণ পোশাকও যদি শরীরের সঙ্গে মানানসই হয়, তা হলে সেটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগে। পাশাপাশি কটন পপলিন, লিনেন, সিল্ক, সাটিন, ভেলভেট, স্ট্রাকচারড ডেনিম, উল বা টুইডের মতো ভাল মানের কাপড় লুককে আরও অভিজাত করে তোলে।

সঠিক রং ও সাধারণ ডিজাইন বেছে নিন : অতিরিক্ত উজ্জ্বল বা নিয়ন রঙের পরিবর্তে গাঢ় ও পরিমিত রং বেছে নেওয়াই ভাল। এমেরাল্ড গ্রিন, বারগান্ডি, নেভি ব্লু, প্লাম, চকোলেট ব্রাউন, মাস্টার্ড, ডিপ টিল, টেরাকোটা এবং ডাস্টি পিঙ্কের মতো রং পোশাকে আভিজাত্য এনে দেয়। এছাড়া কালো, সাদা, ধূসর, নেভি ব্লু বা ট্যানের মতো নিরপেক্ষ রং সহজেই বিভিন্ন পোশাক ও অ্যাক্সেসরিজের সঙ্গে মানিয়ে যায়। বড় লোগো বা অতিরিক্ত প্রিন্টের বদলে সাধারণ ও ক্লাসিক ডিজাইন সবসময় বেশি রুচিশীল দেখায়।

সঠিক অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করুন : স্ট্রাকচারড পোশাক লুককে আরও পরিপাটি করে তোলে। একই রঙের পোশাক পরে মনোক্রোম স্টাইল অনুসরণ করলে ব্যক্তিত্বে ভার আসে। এর সঙ্গে একটি মানানসই ব্যাগ, প্রসাধন, ট্রেন্ডি বা পরিষ্কার জুতো, সানগ্লাস, ঘড়ি বা হালকা গয়না পুরো লুককে সম্পূর্ণ করে। তবে অতিরিক্ত অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার না করে পরিমিত

দামি পোশাকের আগে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের পরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার ত্বক, শেভ্‌ড নখ, যত্নে রাখা চুল এবং মানানসই হেয়ার স্টাইল নিজের ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রতিদিন মুখ পরিষ্কার করুন, পর্যাপ্ত জল পান করুন, পুষ্টিকর খাবার খান এবং ত্বককে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজ করুন। রাতে ঘুমোনোর আগে অবশ্যই মেকআপ তুলে ফেলুন।

রাখাই শ্রেয়।

জুতোর যত্ন নিন : অনেকেই পোশাকের দিকে নজর দিলেও জুতোর গুরুত্ব ভুলে যান। অথচ পরিষ্কার ও ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা জুতো বা স্যান্ডেল নিজের পুরো ব্যক্তিত্বকে আরও স্টাইলিশ করে তোলে। বিপরীতে, ময়লা বা ক্ষয়ে যাওয়া জুতো পুরো সাজের সৌন্দর্য নষ্ট করে দিতে পারে। তাই নিয়মিত জুতো পরিষ্কার রাখা এবং প্রয়োজনে পালিশ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বদল আসুক চোখের সাজে

রূপটান যতই সামান্য হোক না কেন, কাজলকালো চোখের জাদুতেই বাজিমাত করা যায়। সিনেমা হোক বা বাস্তব, কাজলনয়নের আবেদনই আলাদা। তাই চোখের সাজ সব সময়েই গুরুত্ব পায়। এখন অবশ্য শুধু কালো নয়, চোখের সাজেও রঙের ছোঁয়া লেগেছে। ডার্ক স্মোকি, গ্রাফিক ডিজাইন, ক্যাট আই, উইঙ্গড, স্টোন বা সিকুইনের মতো আই মেকআপের চল হয়েছে। রঙিন কাজল ও আইলাইনারেও চোখ সাজাচ্ছেন অনেকে। কীভাবে সাজবেন?

চোখে প্রাইমার দিয়ে শুরু করুন মেকআপ। ব্রাশে অল্প ম্যাট ব্রাউন আইশ্যাডো নিয়ে আলতো করে উপরের ল্যাশ লাইন বরাবর টানুন। চোখের মাঝখান থেকে শেষ পর্যন্ত টানতে হবে। এতে চোখের আকার লম্বাটে দেখাবে। প্রথম ধাপটি কেবল চোখের আকৃতি তৈরি করে। এবার আগের বাদামি রেখা অনুসরণ করে কাজল টানুন চোখের শেষ প্রান্ত অবধি। পরের ধাপে উইঙ্গড আই তৈরি করতে পেনসিলটি দিয়ে বাইরের কোণ উপরের দিকে ও ভিতরের কোণটি নীচের দিকে টেনে দিন।

কাজল মানেই আর কালো নয়। তাই মেকআপ প্যালেট ভরে উঠুক নীল, সবুজ, গেরুয়া— নানা রঙে। চোখের ভিতরের দিকের নীচের কোণ থেকে সবুজ আই পেন্সিলের টান শুরু হয়ে উপরের অর্ধেক অংশে গিয়ে চোখের পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিন। বোল্ড মাস্কারা দিয়ে সাজিয়ে তুলুন চোখের পাতা।

ব্রাউন স্মোকি মেকআপ দেশীয় বা পাশ্চাত্য, যে কোনও সাজের সঙ্গেই চলতে পারে। মেকআপের জন্য খয়েরি রঙের জেল লাইনার ব্যবহার করতে পারেন। যেটা স্মাজ করে দেওয়া যাবে। চোখের কোণে হালকা আইশ্যাডোর কাজ। ভারি মেকআপ থাকবে চোখের উপরের অংশে। নীচের দিকে শুধু খয়েরি রঙের আই পেন্সিল দিয়ে সাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

মেটালিক স্মোকি আই মেকআপের বেশ চাহিদা রয়েছে এখন। এজন্য ক্রিম কালারের বেস এবং পাউডার আইশ্যাডো ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে হাইলাইটার। সাজে ভারতীয় ছোঁয়া আনতে চাইলে উপরের দিকে কাজলের একটা লাইন আর রঙিন মাস্কারাও ব্যবহার করতে পারেন।

হেঁশেলের সজ্জায় ছোটখাটো ভুল নেই তো?

বিলাসবহুল অথবা কেতাদুরস্ত ভেবে নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয় অন্দরসজ্জায়। কিন্তু কিছু বিশেষ ধরনের নকশার কারণে রান্নাঘর নোংরা দেখায় সারাক্ষণ। সেগুলো থেকেই সমস্যার সূত্রপাত।

আজ তরল সাবান দিয়ে ধুলেন, কাল আবার গুঁড়ো সাবান। কখনও আবার ঘরোয়া উপকরণ হিসেবে লেবু, বেকিং সোডা ইত্যাদিও ব্যবহার করলেন। তার পরেও ঝকঝকে তকতকে, নতুনের মতো দেখায় না। নিজের খাটনিকেই দোষ দিতে লাগলেন। কিন্তু আপনার কসরতে খামতি ছিল না। সম্ভবত সমস্যা রয়ে গিয়েছে অন্যত্র। তা হলো হেঁশেলের অন্দরসজ্জা।

বিলাসবহুল অথবা কেতাদুরস্ত ভেবে নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয় অন্দরসজ্জায়। কিন্তু কিছু বিশেষ ধরনের নকশার কারণে রান্নাঘর নোংরা দেখায় সারাক্ষণ। সেগুলো থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। তাই নকশা সংক্রান্ত বদল সম্ভব হলে তা করিয়ে নিতে পারেন। এতে কেবল দৃশ্যত পরিষ্কার হয় না, স্বাস্থ্যবিধিও বজায় রাখা যায়। তবে নান্দনিকতার চেয়ে স্বাস্থ্যবিধির কথাই মাথায় বেশি রাখা উচিত। না হলে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়বে।

রান্নাঘরের সজ্জায় যে ভুলগুলো সাধারণত হয়ে থাকে :

খুব বেশি খাঁজযুক্ত টাইল্‌স : অনেকেই খাঁজযুক্ত টাইল্‌স বা বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট টাইল্‌স ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। দেখতে সুন্দর লাগলেও সমস্যা অন্য জায়গায়। প্রতিটি টাইলসের মাঝে ধুলো, তেল-মশলার দাগ এবং আর্দ্রতা জমতে থাকে। কিছু দিন পর সেগুলো কালচে হয়ে যায় এবং পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এখন অনেকেই বড় আকারের প্যানেল বা কম খাঁজযুক্ত নকশা বেছে নিচ্ছেন। এতে রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন দেখায়, পরিষ্কার করতেও কম সময় লাগে।

কাউন্টারটপ ভর্তি জিনিসপত্র : মিক্সার, মশলার বোতল, শোপিস, ছোট ছোট পাত্র, নানা রকম সাজসজ্জার সামগ্রী— সব কিছু যদি কাউন্টারটপের উপর সাজানো থাকে, তা হলে রান্নাঘর আর পরিষ্কার থাকবে কীভাবে? দ্রুত অগোছালো হয়ে যায় জায়গাটি। এছাড়া প্রতিটি জিনিসের চারপাশে ধুলো এবং তেলের আস্তরণ জমে। ফলে পরিষ্কার করতে সময়ও অনেক বেশি লাগে। বন্ধ আলমারি এবং স্মার্ট স্টোরেজ ব্যবস্থা ব্যবহার করলে রান্নাঘর অনেক বেশি গোছানো দেখায়।

এমন স্ল্যাব বেছে নেওয়া যা দাগ শুষে নেয় : রান্নাঘরে তেল, হলুদ, ঝোল, চা বা কফির দাগ লাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্ল্যাবের উপকরণ যদি ছিদ্রযুক্ত হয়, তা হলে এই দাগ সহজেই শুষে নেয়। একবার দাগ ঢুকে গেলে তা তোলা কঠিন হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, তাতে আর্দ্রতা এবং জীবাণুও জমতে পারে। তাই রান্নাঘরের জন্য এমন উপকরণ বেছে নেওয়া ভাল, যা সহজে দাগ শোষণ করে না এবং পরিষ্কার করাও সহজ। তাই ইঞ্জিনিয়ার্ড কোয়ার্ৎজের মতো ছিদ্রহীন উপকরণ দিয়ে স্ল্যাব বা কাউন্টারটপ বানালে তা তেল, হলুদ ইত্যাদি শুষে নেবে না। তাই উপর দিয়ে ১-২ বার ঘষে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

রং বাছাই : শুধু সাদা রঙের রান্নাঘর দেখতে খুব সুন্দর লাগলেও সেখানে সামান্য দাগ বা ধুলোও স্পষ্ট চোখে পড়ে। আবার, অত্যন্ত গাঢ় রঙের ক্ষেত্রে উল্টো সমস্যা দেখা দেয়। ময়লা জমলেও সহজে বোঝা যায় না। তাই হালকা ও গাঢ় রঙের মাঝামাঝি কিছু নেওয়া ভাল। হালকা ধূসর, ক্রিম, ফিকে সবুজ বা নরম মাটির রঙের মতো শেড রান্নাঘরকে পরিচ্ছন্ন দেখায়, আবার ছোটখাটো দাগও খুব বেশি চোখে পড়ে না।

এমন কোণ বা খাঁজ তৈরি করা, যেখানে হাতই পৌঁছয় না : ফ্রিজের পিছনে সরু ফাঁক, আলমারির ভিতরে লম্বা তাক বা রান্নাঘরের এমন কিছু জায়গা থাকে যেখানে নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব— এই জায়গাগুলোতেই ধুলো, তেল এবং ময়লা সবচেয়ে বেশি জমে। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও ধীরে ধীরে পুরো রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করতে পারে তা। তাই রান্নাঘর পরিকল্পনার সময় এমন নকশা বেছে নেওয়া উচিত, যেখানে প্রতিটি অংশ সহজে পরিষ্কার করা যায়।

বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনাকে আজীবন বহিষ্কারের পিটিশন

নিউজার্সি, ২৩ জুলাই : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালকে ঘিরে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ থেকে আজীবন নিষিদ্ধ করার দাবিতে অনলাইনে নেওয়া হয় গণস্বাক্ষর। আর সেই গণস্বাক্ষরের সংখ্যা ২৩ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। 'লিভ, আর্জেন্টিনা' শিরোনামের ওই অনলাইন আবেদনে এখন পর্যন্ত ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৬ হাজার ১০৮টি স্বাক্ষর জমা পড়েছে।

আবেদনে ফিফা ও ম্যাচ পরিচালনাকারী রেফারির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা এবং দলটির অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে 'বিশেষ সুবিধা' দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, প্রতিযোগিতায় সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

গণস্বাক্ষর কর্মসূচির আয়োজকদের ভাষ্য, 'বিজয়ী কে হবে তা যদি আগেই নির্ধারণ করা থাকে, তবে বাকি বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানে কী? সবাইকে সমান সুযোগ দিতে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হোক।'

প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ অল্প সময়ের মধ্যেই সেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে যায়। পরে এটি ২ কোটিরও বেশি স্বাক্ষর অতিক্রম করে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালের 'জুবিলি ২০০০' পিটিশনের পর এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন গণস্বাক্ষর কর্মসূচিগুলোর একটি হিসেবে আলোচনায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের ১০৬তম মিনিটে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন।

তবে ম্যাচটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সমর্থকদের একাংশের অভিযোগ, স্লোভেনিয়ার রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ ম্যাচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বিতর্কের জন্ম দেন। তাদের দাবি, আর্জেন্টিনার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও নিকোলাস তাগলিয়াফিকো ফাউল করেও শাস্তি এড়িয়ে যান। অন্যদিকে স্পেনের নিকো উইলিয়ামস ও ফেরান তোরেসের দু'টি গোল বাতিল করা হয়, যা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

রোনাল্ডোর অভিযোগের পর মুখ খুলল ফিফা

লিসবন, ২৩ জুলাই : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের অভিযোগের জবাব দিয়েছে ফিফা। বিশ্বকাপ শেষে রোনাল্ডো বিতর্ক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফিফার বদান্যতায় আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠেছে, এমন একটি পোস্ট 'লাইক' করেছিলেন তিনি। এবার সেই অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলেছে বিশ্বফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন রদ্রিগেজ লোসান্তস নামের স্পেনের এক সাংবাদিক। সেখানে তিনি বলেন, অন্তত পাঁচটা ম্যাচ আগে আর্জেন্টিনার বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফিফার বদান্যতায় ওরা ফাইনালে উঠেছে। বিশ্বে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা এই ফিফা। তিনি আরও বলেন, আমরা আর্জেন্টিনাকে ভয় পাই না। জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে বেশি ভয় পাই। মনে হচ্ছে, ফিফা মেসির হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিতে চেয়েছে।

এই ভিডিও 'লাইক' করেছেন রোনাল্ডো। অর্থাৎ, প্রকাশ্যে নিজের মুখে কিছু না বললেও রোনাল্ডোও মনে করেন, ফিফার সাহায্য পেয়েছেন মেসিরা। সেই কারণেই তিনি ওই ভিডিও লাইক করেছেন। রোনাল্ডো লাইক করার পর সেই স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে ফিফা। সেখানে লেখা, ফিফা আয়োজিত কোনও প্রতিযোগিতায় যাতে দুর্নীতি না হয় তার জন্য ফিফার দুর্নীতি-দমন শাখা রয়েছে। বিশ্বকাপের ১০৪ ম্যাচের দিকেই তারা নজর রেখেছে। তথ্য সংগ্রহ করেছে। তা খতিয়ে দেখেছে। কোথাও কোনও দুর্নীতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেখানে ফিফা কোনও ভাবেই হস্তক্ষেপ করে না। সব খতিয়ে দেখে বোঝা গিয়েছে, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভাবে পুরো বিশ্বকাপ হয়েছে। কোথাও কোনও রকমের দুর্নীতি হয়নি। অযথা এই ধরনের মন্তব্য করে ফুটবলের উপর কালি লাগানোর কোনও মানে হয় না।'

শুধু রোনাল্ডো নন, বিশ্বকাপ চলাকালীন তার আগেও বার বার ফিফার দিকে আঙুল উঠেছে। মিশর ও সুইজারল্যান্ড ম্যাচের পর তা আরও বেড়েছে। অভিযোগ, রেফারি ও ভার-র সাহায্য পেয়েছে আর্জেন্টিনা। মেসিদের প্রতি পক্ষপাত করছে ফিফা। এমনকী, ফাইনালের আগে স্পেনের ফুটবলার আয়মেরিক লাপোর্তেও একই অভিযোগ করেছেন। সেই অভিযোগ ঘিরেই ফাইনাল শেষে হাতাহাতি, ধাক্কাধাক্কি হয়েছে দু'দলের ফুটবলারদের। সেই ঘটনার তদন্ত করে দেখছে ফিফা।

সিটিতে নতুন চুক্তি ফোডেনের

লন্ডন, ২৩ জুলাই : ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে চার বছরের নতুন চুক্তি করেছেন ফিল ফোডেন। এই চুক্তি অনুযায়ী, ক্লাবটিতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত থাকবেন এই মিডফিল্ডার। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের ওয়েবসাইটে বুধবার ফোডেনের সঙ্গে নতুন চুক্তির খবরটি জানানো হয়েছে। সিটিতে ফোডেনের আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতো আগামী গ্রীষ্মে। তবে ক্লাবে পেপ গুয়ার্দিওলার উত্তরসূরি এন্টসো মারেস্কার কোচিংয়ে ভালো কিছুর সম্ভাবনা দেখছেন তিনি। গত মৌসুমটা আশানুরূপ কাটেনি ফোডেনের। প্রিমিয়ার লিগে কেবল ২৩ ম্যাচে শুরুর একাদশে মাঠে নামেন তিনি। মৌসুমে শুরুর দিকে অনেকটা সময় ছন্দহীন থাকার পর ফর্মে ফেরার আভাস দিলেও জাতীয় দলের কোচের মন জয় করতে পারেননি এই ইংলিশ ফুটবলার। তাকে ছাড়াই বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেন টমাস টুখেল। সেই হতাশা ভুলে, সিটিতে নতুন শুরুর দিন গুনছেন ফোডেন। 'সিটির সঙ্গে আগামীতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার অর্থ আমার কাছে অনেক কিছু। এই ক্লাবের হয়ে যেন খেলতে পারি, এটাই আমি সবসময় চেয়েছি এবং এই জার্সি পরতে পারা আমার জন্য সবসময়ই অনেক সম্মানের।' সিটির জার্সিতে এখন পর্যন্ত ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ অনেক ট্রফি জিতেছেন ফোডেন। ২০২২-২৩ মৌসুমে পেয়েছেন ট্রেবল জয়ের স্বাদ। সেই মৌসুমে গুয়ার্দিওলার সহকারী ছিলেন মারেস্কা। এবার এই ইতালিয়ান থাকবেন মূল কোচের ভূমিকায়। তার কোচিংয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছেন ফোডেন। 'এন্টসোর সঙ্গে কাজ করতে আমার তর সইছে না। ট্রেবল জয়ের মৌসুমে তিনি চমৎকার কাজ করেছিলেন- তিনি এমন একজন, যাকে সব খেলোয়াড় সম্মান করে এবং তার সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করে।'

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণা ফিফার

জুরিখ, ২৩ জুলাই : ৪৮ দল। ১০৪ ম্যাচ। সদ্য শেষ হয়েছে ফুটবলের মহাযজ্ঞ। প্রত্যাশা মতোই এই বিশ্বকাপেও একাধিক মহাতারকা নিজেদের পায়ের জাদুতে মুগ্ধ করেছে ফুটবলবিশ্বকে। তেমনই উঠে এসেছেন বহু নয়া তারকা। বহু অনামী হীরার খোঁজ পেয়েছে ফুটবল বিশ্ব। টুর্নামেন্ট শেষে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়লেন কারা? ফিফার তরফে সরকারিভাবে সেই তালিকা প্রকাশ করা হল। বিশ্বকাপের সেরা একাদশ বাছল ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

ফিফার বেছে নেওয়া সেরা একাদশে গোলরক্ষকের ভূমিকায় কেপ ভার্দের ভোজিনহা। গোটা বিশ্বকাপে তিনি তেকাঠির নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন চিনের প্রাচীরের মতোই। কার্যত তাঁর একার হাতেই বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছে যায় কেপ ভার্দে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন একমাত্র এই কেপ ভার্দের কাছেই আটকে যায়। এমনকী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ ৩২-র ম্যাচ যে তারা অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল সেটাও ভোজিনহার দৌলতে।

রক্ষণে ফিফা যে চারজনকে বেছেছে তাদের মধ্যে দু'জন স্পেনের। দুই সাইডব্যাক পেদ্রো পোরো এবং মার্ক কুকুরেয়া সুযোগ পেয়েছেন ফিফার সেরা একাদশে। দু'জনেই বিশ্বকাপে অনবদ্য খেলেছেন। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণ সামলেছেন। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পেদ্রো পোরোর গোলটিই জয় নিশ্চিত করে স্পেনের। আর কুকুরেয়া গোটা টুর্নামেন্টে স্পেনের অন্যতম সেরা পারফর্মার। সেন্টার ডিফেন্সে সুযোগ পেয়েছেন আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ এবং ফ্রান্সের উপমেকানো। দু'জনেই নজর কেড়েছেন। তবে স্পেনের পাউ কুবারসি বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান ফুটবলার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেরা একাদশে জায়গা পাননি।

মাঝমাঠে ৩ তারকাই বিশ্বকাপ মাতিয়ে রেখেছেন। গোল ও অ্যাসিস্ট না করলেও চ্যাম্পিয়ন স্পেন দলের মেরুদণ্ড রদ্রি। তাঁর পাশে মাঝমাঠে সুযোগ পেয়েছেন ফ্রান্সের মাইকেল ওলিস। তিনিও বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা মিডিও। তাঁর নামে রয়েছে ৫টি অ্যাসিস্ট। মাঝমাঠ থেকেও যে নিয়মিত গোল করা যায়, সেটা দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডের বেলিংহ্যাম। তাঁর নামের পাশে রয়েছে সাতটি গোল। তিনজনকেই দলে রেখেছে ফিফা।

আক্রমণভাগটাও স্বপ্নের মতো। সেখানে রয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার মেসি। চলতি বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তোলার অন্যতম কারিগর তিনি। রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। বিশ্বকাপের গোল্ডেন বুটজয়ী তিনিই। এমবাপে একাই করেছেন ১০টি গোল। অ্যাসিস্ট ৪টি। আক্রমণভাগের তৃতীয় ব্যক্তির নাম আর্লিং হালান্ড। শুধু সাত গোল নয়, নরওয়েকে কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর সার্বিক অবদানের কথা মাথায় রেখেই তাঁকে দলে রেখেছে ফিফা। সব মিলিয়ে দলে স্পেনের ৩ জন, ফরাসি ৩ জন, আর্জেন্টিনার দু'জন এবং ইংল্যান্ড, নরওয়ে ও কেপ ভার্দের একজন করে রয়েছেন।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ : ভোজিনহা, পেদ্রো পরো, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, দায়োত উপামাকানো, মার্ক কুকুরেয়া, রদ্রি, ওলিস, জুড বেলিংহ্যাম, লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হালান্ড।

বিশ্বকাপে ফুটবলার ছেড়ে সবচেয়ে বেশি আয় ম্যান সিটির

লন্ডন, ২৩ জুলাই : বিশ্বকাপ শেষ। এবার ক্লাব ফুটবলে মনোযোগের পালা। এই বিশ্বকাপ বা বড় কোনও ফিফার প্রতিযোগিতা হলে ক্লাবগুলি তীক্ষ্ণ নজর রাখে ফুটবলারদের পারফরম্যান্স এবং চোট আঘাতের দিকে। এই ধরনের টুর্নামেন্ট থেকে বড় মাপের অনেক ফুটবলার উঠে আসেন, যারা পরবর্তী সময়ে ক্লাব ফুটবলে বড় তারকা হয়ে ওঠেন। সেজন্যও বিভিন্ন ক্লাবের সমর্থকরা নজর রাখেন এই ফুটবল বিশ্বকাপের দিকে। তবে আরও একটা কারণে ক্লাবগুলির নজর থাকে বিশ্বকাপে। সেটা হল মোটা অঙ্কের রোজগার। আসলে বিশ্বকাপের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলিতে ফুটবলার ছাড়ার জন্য ফিফা ক্লাবগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকে। বড় ক্লাবগুলির বিরাট খরচের তুলনায় সেই টাকাটা নগণ্য হলেও ছোটখাটো ক্লাব ওই টাকায় বেশ উপকৃত হয়। আসলে ফুটবলাররা ক্লাবের সঙ্গে সারাবছর চুক্তিবদ্ধ থাকেন। ফলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেও তাদের ক্লাবের অনুমতি নিতে হয়। সেই অনুমতির জন্য ফিফাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। যাকে ক্লাব বেনিফিট প্রোগ্রাম বলা হয়। ২০২৬ বিশ্বকাপে এই ক্লাব বেনিফিট প্রোগ্রাম বাবদ ফিফার খরচ হয় ৩৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এই বেনিফিট প্রোগ্রামে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে ইংল্যান্ডের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। সব মিলিয়ে ফুটবলার ছেড়ে মোট প্রায় ৪২ কোটি টাকা আয় করেছে ইংলিশ ক্লাবটি। দ্বিতীয় সর্বাধিক আয় স্পেনের ক্লাব বার্সেলোনার। তারা রোজগার করেছে ৩৭.৬৪ কোটি টাকা। জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের আয় ৩২.৮৩ কোটি। তারা রয়েছে তৃতীয় স্থানে। চতুর্থ স্থানে থাকা আর্সেনালের আয় ৩০ কোটির আশেপাশে।

ব্রাজিলিয়ানকে দলে নিয়ে তদন্তের মুখে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি

মায়ামি, ২৩ জুলাই : ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার কাসেমিরোকে দলে টেনেই বড় ধরনের আইনি মারপ্যাঁচে পড়েছে ইন্টার মায়ামি। ফ্লোরিডার এই ক্লাবটির বিরুদ্ধে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দলবদল ও চুক্তি সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই অনিয়মের জেরে মায়ামির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে এমএলএস কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে এক বিবৃতিতে এমএলএস বলেছে, 'লিগ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এনিয়ে আর কোনও মন্তব্য করা হবে না।'

ঠিক কোন্ বিষয়ে এই তদন্ত, সূত্রের বরাতে ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, কাসেমিরোর সঙ্গে যোগাযোগের আগে তার ডিসকভারি প্রায়োরিটি না নেওয়ার অভিযোগে ইন্টার মায়ামির বিরুদ্ধে এমএলএসের কাছে অভিযোগ করেছে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি।

তবে ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, তারা কাসেমিরো ইস্যুতে এরই মধ্যে এলএ গ্যালাক্সির সঙ্গে ডিসকভারি প্রায়োরিটি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে। এরপরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে এমএলএস।

এ প্রসঙ্গে এমএলএসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কাসেমিরোকে চুক্তিবদ্ধ করার ডিসকভারি প্রায়োরিটি নিয়ে

ইন্টার মায়ামি ও লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি সমঝোতায় পৌঁছেছে। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার পরই সেই সমঝোতার বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে।'

এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ক্লাব একসঙ্গে সর্বোচ্চ পাঁচজন খেলোয়াড়কে তাদের ডিসকভারি লিস্টে রাখতে পারে। কোনও খেলোয়াড়কে এই তালিকায় রাখলে, সেই ক্লাব ওই খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম অধিকার পায় এবং অন্য ক্লাবের আগে চুক্তির সুযোগ পায়।

কাসেমিরোর ক্ষেত্রে সেই অধিকার ছিল লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে। অর্থাৎ, ইন্টার মায়ামিকে কাসেমিরোর সঙ্গে চুক্তি করতে হলে আগে ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের এই ক্লাবটির কাছ থেকে তার স্বত্ব নিতে হতো।

সুয়ারেজের জোড়া গোলে পণ্ড লেভানডফস্কির এমএলএস অভিষেক

মায়ামি, ২৩ জুলাই : লিওনেল মেসিকে ছাড়াই মাঠে নেমে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) শিকাগো ফায়ারকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। এ ম্যাচে ২টি গোল লুইস সুয়ারেজের, ম্যাচের শেষ দিকে জয়সূচক গোলটি প্রেস্টন প্ল্যামবেকের। মায়ামির এ জয়ে শিকাগো ফায়ারের হয়ে রবার্ট লেভানডফস্কির এমএলএস অভিষেকটা সুখকর হলো না। বিশ্বকাপের ফাইনালে গত রোববার রাতে স্পেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচে খেলা মেসি ও রদ্রিগো দি পলকে ছাড়াই মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি। দলের অধিনায়ক ছিলেন উরুগুয়ে কিংবদন্তি সুয়ারেজ। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা ছেড়ে শিকাগো ফায়ারে যোগ দেওয়া ৩৭ বছর বয়সি পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কির এটি ছিল এমএলএসে প্রথম ম্যাচ। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৭০০-র বেশি গোল করা লেভানডফস্কি ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বায়ার্ন মিউনিখের হয়েও দারুণ সফল ছিলেন। শিকাগোর জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে শুরুর একাদশের হয়ে ৬৩ মিনিট খেলেন। তবে ম্যাচের নায়ক ২০ বছর বয়সি প্রেস্টন প্ল্যামবেক। ইন্টার মায়ামির যুব একাডেমি থেকে উঠে আসা এই ফরোয়ার্ড বদলি হিসেবে নেমে ৮৭তম মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন। ১৪তম মিনিটে লেভানডফস্কির নেওয়া শট প্রতিপক্ষের রক্ষণে আটকে যায়। তবে চার মিনিট পরই এগিয়ে যায় শিকাগো ফায়ার, সেটিও ইন্টার মায়ামির আত্মঘাতী গোলে।

ক্ষমা চাইলেন আয়ালা

বুয়েন্স আয়ার্স, ২৩ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর ক্ষমা চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। পরে একাধিক ফুটবলার সামাজিক মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছিলেন। সেই তালিকা আরও বাড়ছে। এবার স্কালোনির সহকারীও ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি রবার্তো আয়ালা। ম্যাচের পর দু'দলের মধ্যে যে ঝামেলা হয়েছিল সেখানে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার জন্যই ক্ষমা চেয়েছেন আয়ালা।

ফাইনাল শেষ হওয়ার পরেই দু'দলের কোচ এবং ফুটবলারেরা ঝামেলায় জড়ান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্পেনের অধিনায়ক রদ্রির সঙ্গে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডি তর্ক শুরু করেন। লিয়ান্দ্রো পারেদেস ধাক্কা মেরে ফেলে দেন গাভিকে। আয়ালাও ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন ভিডিয়ো থেকে দেখা গিয়েছে, তিনি স্পেনের দানি অলমোর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেছেন। তবে অলমো কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি। ফিফা গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সেই ঘটনা থেকে আয়ালা বলেছেন, অবশ্যই ওই ঘটনার জন্য দুঃখিত। কারণ আমি যে পদে কাজ করি, সেখানে থেকে কোনও আবেগ বা বিপক্ষের প্ররোচনায় প্রভাবিত হওয়া মানায় না। নিজের মেজাজ এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। আমি দুঃখিত। যা হয়েছে সেটা ওখানেই থেকে গিয়েছে। আর ভাবতে চাই না।

আয়ালা আরও বলেছেন, আমি যে জিনিস যেখানে ফেলে আসি, সেখানেই রেখে দিই। আমি স্রেফ একটা ধাক্কা দিয়েছিলাম। ঘুষি মেরেছি বলে যা রটানো হচ্ছে সেটা মোটেই ঠিক নয়। ও কিছু একটা বলেছিল। তারই প্রতিক্রিয়া ছিল। যদি দেখা হয় তা হলে অলমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। আয়ালা জানিয়েছেন, সে দিন নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। নিজের আচরণের সম্পূর্ণ দায় নিয়েছেন। বলেছেন, লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছি। সত্যিটা মেনে নিতেই হবে। ম্যাচের পর দেখেছিলাম মাঠে ঝগড়া চলছে। আমি নিজের ফুটবলারদের বাঁচাতে গিয়েছিলাম। যা করেছি তার সম্পূর্ণ দায় আমার। আমি চেয়েছিলাম মাঠে গিয়ে দু'দলের ফুটবলারদের আলাদা করে দিতে। কিন্তু কখনও সখনও নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। তবে কোনও অজুহাত দিতে চাই না।

ভোজিনহার পরিবারের জন্য অনন্য উদ্যোগ মেসির

প্রাইয়া, ২৩ জুলাই : আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে স্পেন। ফলে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন লিওনেল মেসি। ফলাফলের দুঃখ এড়িয়ে এবার প্রকাশ্যে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের মহানুভবতা। কেপ ভার্দের গোলকিপার ভোজিনহার পরিবারের জন্য অনন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন এলএম১০।

জানা গিয়েছে, নিজ খরচে তিনি কেপ ভার্দের গোলকিপারের পরিবারের চার সদস্যের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর্জেন্টিনার সাংবাদিক ইয়ানিনা লাতোর মনে করেন, বিশ্বকাপ চলাকালীন আর্থিক কারণে যাদের পক্ষে মাঠে গিয়ে খেলা দেখা সম্ভব ছিল না, তাদের অনেকের জন্য নিজ খরচে টিকিট কিনেছিলেন মেসি। সেই তালিকায় ছিলেন কেপ ভের্দের গোলকিপার ভোজিনহার পরিবারের চার সদস্যও। মেসির উদ্যোগেই তারা স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনাল গ্যালারি থেকে দেখার সুযোগ পান। তিনি বলেন, অনেককেই মাঠে বসে খেলা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন মেসি। তিনি নিজে টিকিট কিনে তাদের সাহায্য করেছেন।

লাতোরে আরও জানান, অনেকেই তাঁর কাছে টিকিট চেয়েছিলেন। মেসি অনেক টিকিট কিনেছিলেন। যতটা সম্ভব সবার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। ওই সাংবাদিক আরও জানান, মেসি সাহায্য করতে চেয়েছিলেন সেই সব মানুষকে, যাদের পক্ষে অর্থের অভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখা সম্ভব ছিল না। যারা মাঠে যেতে পারতেন না, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভোজিনহার পরিবারের সদস্যরাও সেই সুযোগ পেয়েছিলেন। এই ঘটনাটি আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। মন্তব্য আর্জেন্টিনীয় সাংবাদিকের। কেপ ভার্দে গ্রুপ পর্বে চমক দেখিয়ে দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী স্পেন ও উরুগুয়ের বিপক্ষে অপরাজিত ছিল। রাউন্ড অফ ৩২-র লড়াইয়ে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে তারা ১১১ মিনিট পর্যন্ত ২-২ সমতায় ছিল। এরপর আর্জেন্টিনা জয়সূচক গোল করে। সেই ম্যাচে ভোজিনহা একের পর এক দুর্দান্ত সেভ করে আর্জেন্টিনাকে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়েছিলেন।

পুরো টুর্নামেন্টেই ৪০ বছর বয়সি গোলরক্ষক ১৮টি সেভ করেন। ৪০ বা তার বেশি বয়সে এক বিশ্বকাপে এর চেয়ে বেশি সেভ করেছেন কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের পিটার শিলটন (১৯৯০ সালে ২৮টি) এবং ইটালির দিনো জফ (১৯৮২ সালে ২৭টি)। শেষ ৩২-র ম্যাচের পর মেসি এবং ভোজিনহাকে সৌহার্দ্য বিনিময় দুনিয়ার মন জয় করে। এলএম১০ তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেন, তুমি অসাধারণ। তোমার জন্য তোমার দেশের গর্বিত হওয়া উচিত।

এবার ফুটে উঠল মেসির মানবিক দিক। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা নিজে কখনও এই ঘটনা প্রকাশ্যে আনেননি। নীরবে ভোজিনহার পরিবারকে সাহায্য করেছেন এলএম১০। বিশ্বকাপ চলাকালীন পুরো বিষয়টি ছিল ক্যামেরার আড়ালে। ফাইনালে আর্জেন্টিনার হারের পরই প্রথম এই মহানুভতার কাহিনি সামনে আসে। ফুটবলের মহাতারকা কেন কোটি কোটি মানুষের মনে আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছেন, এই ঘটনাই যেন তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩ (১) (এ) দেখুন]
ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি
স্বর্ণ ভবন, হাউস নং ১২, নিউ টাউন পথ, হনুমান মন্দিরের নিকটে, জি.এস. রোড
উলুবাড়ি, গুয়াহাটি-৭৮১০০৭ (অসম)
মামলা নং-ওএ/১৯১/২০২৬
ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিজিওর) আইন ১৯৯৩ সেকশন ১৯ অ্যাক্টের সাব-সেকশন (৪), পড়ুন রুল ৫-এর সাব রুল (২এ)-র অধীনে সমন
ইএক্সএইচ নং-৬২৪৪
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
মোঃ নাসির হুসেইন লস্কর এবং অন্যান্যরা
প্রতি
১) মোঃ নাসির হুসেইন লস্কর
পিতা-মোঃ আপ্তাব উদ্দিন লস্কর, কনকপুর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ কনকপুর, থানা-রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৭৮৮০০৬, জেলা কাছাড়, আসাম।
২) মোঃ আফতাব উদ্দিন লস্কর
পিতা-মৃত আক্র মিয়া লস্কর, কনকপুর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ কনকপুর, থানা-রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৭৮৮০০৬, জেলা কাছাড়, আসাম।
৩) মোঃ আছাক উদ্দিন লস্কর
পিতা-মোঃ নিমার আলি লস্কর, কনকপুর ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ কনকপুর, থানা-রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৭৮৮০০৬, জেলা কাছাড়, আসাম।
সমনস্
যেহেতু, ১৩-০৭-২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের নিকটে ওএ/১৯১/২০২৬ তালিকাযুক্ত করা হয়েছে।
যেখানে, এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত আবেদনের উপর সমন নোটিশ জারির মাধ্যমে ৭৩,৬৯,৯৩৪.৮৮/- টাকা ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে, (ওএ) দায়ের করা হয়েছে (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে)।
আইনের ১৯ নং ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে আপনি, বিবাদীদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ–
i) সমন জারি বা তা প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে এবং সেখানে কেন ত্রাণ প্রার্থনা করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা হবে না।
ii) মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩A-এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পতি এবং সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পতি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা।
iii) মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩Aতে উল্লিখিত সমস্ত রকম সুরক্ষিত সম্পদের লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে।
iv) আদালতের অনুমোদন ব্যতীত সমস্ত রকম নিরাপত্তা স্বার্থজনিত সম্পদ/সম্পত্তির অথবা মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩Aতে উল্লিখিত সমস্ত প্রকার সুরক্ষিত সম্পদের হস্তান্তর/স্থানান্তর, ইজারা থেকে বিরত থাকতে হবে।
v) সাধারণ ব্যবসার কারণে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ সম্পদ বিক্রয় করিলে, ব্যাঙ্কের খাতায় সেই বিক্রয় অর্জিত ধনরাশি জমা করিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকিবেন।
আপনাকে আবেদনকারীকে দেওয়া একটি কপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং রেজিস্ট্রার সমক্ষে ২০-০৮-২০২৬ এর সকাল ১০-৩০ মিনিটে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কাগজের বইয়ের জন্য নিম্নলিখিত Url অনুসরণ করুন : https://cis.drt.gov.in/drtlive/paperbook.php?ri=2026399530418
১৫-০৭-২০২৬ তারিখে আমার হাতে এবং এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।
দ্রষ্টব্য : যেটি প্রযোজ্য নয় তা অবজ্ঞা করুন।
সমন জারি করার অনুমোদিত আধিকারিকের স্বাক্ষর
রেজিস্ট্রার i/c, ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩ (১) (এ) দেখুন]
ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি
স্বর্ণ ভবন, হাউস নং ১২, নিউ টাউন পথ, হনুমান মন্দিরের নিকটে, জি.এস. রোড
উলুবাড়ি, গুয়াহাটি-৭৮১০০৭ (অসম)
মামলা নং-ওএ/৩১২/২০২৬
ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিজিওর) আইন ১৯৯৩ সেকশন ১৯ অ্যাক্টের সাব-সেকশন (৪), পড়ুন রুল ৫-এর সাব রুল (২এ)-র অধীনে সমন
ইএক্সএইচ নং-৬৪০৮
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
মেসার্স সাহারা ট্রেডার্স এবং অন্যান্যরা
প্রতি
১) মেসার্স সাহারা ট্রেডার্স
স্বত্বাধিকারী জাকির হোসেন চৌধুরী, কানিশাইল জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পোঃঅঃ-কানিশাইল, জেলা করিমগঞ্জ, পিন-৭৮৮৭১১
২) জাকির হোসেন চৌধুরী
পিতা-জালাল আহমদ চৌধুরী, কানিশাইল জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পোঃঅঃ-কানিশাইল, জেলা করিমগঞ্জ, পিন-৭৮৮৭১১
৩) জালাল আহমদ চৌধুরী,
পিতা-মৃত ইর্শাদ আলি, কানিশাইল জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পোঃঅঃ-কানিশাইল, জেলা করিমগঞ্জ, পিন-৭৮৮৭১১
৪) জাহানারা বেগম চৌধুরী
স্বামী-জালাল আহমদ চৌধুরী, কানিশাইল জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পোঃঅঃ-কানিশাইল, জেলা করিমগঞ্জ, পিন-৭৮৮৭১১
সমনস্
যেহেতু, ১৪-০৭-২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের নিকটে ওএ/৩১২/২০২৬ তালিকাযুক্ত করা হয়েছে।
যেখানে, এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত আবেদনের উপর সমন নোটিশ জারির মাধ্যমে ৪০,৪০,৭০৮.১৬/- টাকা ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে, (ওএ) দায়ের করা হয়েছে (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে)।
আইনের ১৯ নং ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে আপনি, বিবাদীদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ–
i) সমন জারি বা তা প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে এবং সেখানে কেন ত্রাণ প্রার্থনা করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা হবে না।
ii) মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩A-এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পতি এবং সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পতি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা।
iii) মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩Aতে উল্লিখিত সমস্ত রকম সুরক্ষিত সম্পদের লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে।
iv) আদালতের অনুমোদন ব্যতীত সমস্ত রকম নিরাপত্তা স্বার্থজনিত সম্পদ/সম্পত্তির অথবা মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩Aতে উল্লিখিত সমস্ত প্রকার সুরক্ষিত সম্পদের হস্তান্তর/স্থানান্তর, ইজারা থেকে বিরত থাকতে হবে।
v) সাধারণ ব্যবসার কারণে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ সম্পদ বিক্রয় করিলে, ব্যাঙ্কের খাতায় সেই বিক্রয় অর্জিত ধনরাশি জমা করিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকিবেন।
আপনাকে আবেদনকারীকে দেওয়া একটি কপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং রেজিস্ট্রার সমক্ষে ২৫-০৮-২০২৬ এর সকাল ১০-৩০ মিনিটে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
১৬-০৭-২০২৬ তারিখে আমার হাতে এবং এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।
দ্রষ্টব্য : যেটি প্রযোজ্য নয় তা অবজ্ঞা করুন।
সমন জারি করার অনুমোদিত আধিকারিকের স্বাক্ষর
রেজিস্ট্রার i/c, ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি

রিঙে না নেমেই পদক নিশ্চিত লভলিনার

গ্লাসগো, ২৩ জুলাই : গ্লাসগো কমনওয়েল্থ গেমসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই ভারতের ঝুলিতে প্রথম পদক। মহিলা বক্সিংয়ের ৭৫ কেজি বিভাগে সেমিফাইনালে সরাসরি জায়গা পেয়ে গেলেন লভলিনা বরগোঁহাই। এর ফলে অন্তত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন অলিম্পিক পদকজয়ী অসমের ভূমিকন্যা।

কীভাবে সম্ভব হলো এই অসাধ্য সাধন? ড্রয়ে 'বাই' পাওয়ায় তাঁকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে না। ফলে সরাসরি শেষ চারে চলে গিয়েছেন লভলিনা। কমনওয়েলথ গেমসে বক্সিংয়ে দুই সেমিফাইনালে পরাজিত বক্সার ব্রোঞ্জ পদক পান। ফলে রিঙে নামার আগেই লভলিনার পদক নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ৩১ জুলাই সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ টিকেবিপি তাফাকি। সেই ম্যাচে জিততে পারলেই সোনার পদকের লড়াইয়ে নামবেন ভারতীয় তারকা বক্সার।

গেমস শুরুর আগেই লভলিনার পদক জয়ের খবর নিশ্চিতভাবেই ভারতের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেবে। বার্মিংহামে ২২টি সোনা-সহ মোট ৬১টি পদক জিতে চতুর্থ হয়েছিল ভারত। এবার ১২৬ সদস্যের দল নিয়ে গ্লাসগোয় নামছে তারা। দলে রয়েছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া, রুপোজয়ী মীরাবাই চানু, ব্রোঞ্জজয়ী লভলিনা বরগোঁহাই, মুরলী শ্রীশঙ্কর, অনিমেষ কুজুর, গুরবিন্দর সিং, তেজস্বীন শঙ্কর, তেজিন্দর পাল সিং তুর, পারুল চৌধুরীর মতো একঝাঁক তারকা। বাংলার জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক ও প্রতিষ্ঠা সামন্তও পদকের দৌড়ে রয়েছেন।

কমনওয়েলথ গেমস

রেফারির পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, ফাইনাল ফের আয়োজনের দাবি !

বুয়েন্স আয়ার্স, ২৩ জুলাই : লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। সেই পরাজয় হয়তো মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না 'লা আলবিসেলেস্তে' সমর্থকরা। সেই কারণেই 'লা প্লাগা'রা (আর্জেন্টাইন ভক্তদের ডাকা হয়) চাইছেন, আবারও ম্যাচটি আয়োজন করা হোক। স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর এবার ম্যাচটি পুনরায় আয়োজনের দাবিতে অনলাইন আবেদন শুরু করেছেন আর্জেন্টিনার একদল সমর্থক।

আর্জেন্টাইন সমর্থক গিসেলা সানচেজের করা এক পিটিশনে ইতোমধ্যেই ৮০ হাজারের বেশি মানুষ সই করেছেন। তাদের প্রত্যেকের দাবি, ফাইনালের রিপ্লে হোক। কাতারের বহুজাতিক গ্লোবাল স্পোর্টস চ্যানেল বিইন স্পোর্টস-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আবেদনে স্লোভেনিয়ান রেফারি স্লাভকো ভিনচিচের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সানচেজ জানিয়েছেন, ম্যাচের ভিডিও ফুটেজে এমন কিছু সিদ্ধান্ত দেখা গিয়েছে, যা খেলায় প্রভাব ফেলেছে। রেফারির সিদ্ধান্ত একটি দল সুবিধা পেয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এসব সিদ্ধান্ত ফুটবলারদের পাশাপাশি সমর্থকদের মধ্যেও হতাশা তৈরি করেছে।

পিটিশনে ফিফার কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে রেফারিং নিয়ে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পক্ষপাতদুষ্ট রেফারিং ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। তাই ফাইনাল যাতে পুনরায় আয়োজন করা হয়, সেই ব্যাপারে ভেবে দেখুক ফিফা। পিটিশনে বলা হয়েছে, 'এই লড়াই শুধু আর্জেন্টিনার জন্য নয়, ভবিষ্যতে বিশ্ব ফুটবলে যাতে সবার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করা হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।'

ফাইনালের অন্যতম বিতর্কিত ঘটনাগুলোর একটি ছিল এনজো ফার্নান্ডেজের ট্যাকলে স্পেনের পাও কুবারসির চোট পাওয়া। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টিনার এই মিডফিল্ডার। এই সিদ্ধান্তে অনেক সমর্থক ক্ষুব্ধ হলেও আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি রেফারিকে দোষ দিতে চাননি। আর্জেন্টিনায় ফিরে সাংবাদিকদের স্কালোনি বলেন, 'রেফারিং কি অন্যায্য ছিল? না। আমরা হেরেছি। কারণ, স্পেন আমাদের চেয়ে ভাল খেলেছে।' তবে সমর্থকরা এই 'সত্য' মেনে নিতে নারাজ।

তবে এই অনলাইন পিটিশন দ্রুত সমর্থন পেলেও ফিফার নিয়ম অনুসারে, ভিত্তিতে কোনও ম্যাচ পুনরায় আয়োজনের বিধান নেই। তাছাড়া ফিফা নিজেও এখনও পর্যন্ত ফাইনালের ফলাফল বা রেফারিং নিয়ে কোনও ঘোষণা করেনি। তাই বিশ্বকাপ ফাইনালের রি-ম্যাচ দেখাটা স্বপ্নই থেকে যেতে চলেছে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের কাছে, সেকথা সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ চলাকালেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। স্পেনের বিপক্ষে সেমিফাইনালে বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্তের পর ফ্রান্সের কিছু সমর্থক ম্যাচটি আবার খেলানোর দাবিতে অনলাইনে একটি পিটিশন শুরু করেছিলেন। সেই পিটিশনেও কয়েক হাজার মানুষ সই করেছিলেন। তবে তাতে অবশ্য বিশ্বকাপের ফলাফলে কোনও পরিবর্তন আসেনি।

ট্রান্সফার মার্কেটে ৯০০ শতাংশ দাম বাড়ল ভোজিনহার

প্রাইয়া, ২৩ জুলাই : বিশ্বকাপে প্রতি আসরেই জন্ম নেয় নতুন নায়ক। ২০২৬ বিশ্বকাপে সেই নায়কদের অন্যতম নাম 'ভোজিনহা'। পুরো নাম জোসিমার জোসে এভোরা দিয়াস। তবে ফুটবল বিশ্ব তাঁকে চেনে ভোজিনহা হিসেবে। কেপ ভার্দের এই ৪০ বছর বয়সি গোলরক্ষক টুর্নামেন্টে এসেছিলেন নীরবে। ফিরেছেন বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত গোলরক্ষকদের একজন হয়ে। এমনকী জায়গা পেয়েছেন সমর্থকদের ভোটে হওয়া টুর্নামেন্ট সেরা একাদশে। ভোজিনহার পারফরম্যান্সের প্রভাব পড়েছে দলবদলের বাজারেও। ট্রান্সফার মার্কেট ভোজিনহার বাজারমূল্য বেড়েছে প্রায় ৯০০ শতাংশ। বিশ্বকাপের আগে তাঁর বাজারমূল্য ছিল মাত্র ৫৮ হাজার ডলার, সেটিই এখন ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ডলার। বিশ্বকাপের পরে এর চেয়ে বেশি শতাংশ মূল্য আর কোনও ফুটবলারের বাড়েনি। তাঁর উত্থানের শুরু স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। সেটি ছিল বিশ্বকাপে কেপ ভার্দের প্রথম ম্যাচ। সেদিন স্পেনের বিপক্ষে মোট ৭টি সেভ করেন ভোজিনহা। তাঁর দুর্দান্ত গোলকিপিংয়ে স্পেনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে কেপ ভার্দে। রাতারাতি বিশ্বকাপের আলোচিত চরিত্র হয়ে ওঠেন ভোজিনহা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিপক্ষেও করেন তিনটি সেভ। এই ম্যাচও গোলশূন্য ড্র রেখে প্রথমবার বিশ্বকাপে এসেই নকআউটে উঠে যায় কেপ ভার্দে।

রবিবার থেকে ডিএসএ-র ফুটবল ট্রায়াল ক্যাম্প

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ২৩ জুলাই : আগামী ২৬ থেকে ২৮ জুলাই জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল ট্রায়াল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। অনূর্ধ্ব ১৫ এবং অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের খেলোয়াড়রা এতে অংশ নিতে পারবে। ট্রায়াল ক্যাম্প বসবে ইন্ডিয়া ক্লাব মাঠে। প্রত্যেকদিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে। শিবিরে কোচের দায়িত্বে থাকবেন মুন্না আচার্য। নির্বাচক মণ্ডলীতে রয়েছেন অসীম চক্রবর্তী, বাহার উদ্দিন, শ্যামল দাস, সুমন্ত দাস। শিবিরের দায়িত্বে থাকবেন রাজু হাজাম। এই শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য কেবল অনূর্ধ্ব ১৫ এবং অনূর্ধ্ব ১৭ খেলোয়াড়রাই আবেদন করতে পারবে। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে আধার কার্ড এবং বার্থ সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। বুধবার শিলচর ডিএসএ-র ফুটবল ব্রাঞ্চের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দারুণ প্রদর্শন বৈভব, ময়ঙ্কের

সাত ম্যাচ পর কুড়িতে জয়

হারারে, ২৩ জুলাই : আয়ারল্যান্ডে হোয়াইটওয়াশ। ইংল্যান্ডেও লজ্জার হার। পরাজয়ে জর্জরিত টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ এবার তুলনায় কমজোরি জিম্বাবোয়ে। দেখার ছিল, শ্রেয়স আয়ারের নেতৃত্বে প্রথম জয় পায় কিনা ভারত। হারারের সেই দ্বৈরথে হেসেখেলে জিতল 'মেন ইন ব্লু'। নেপথ্যে আঁটো বোলিং। ২১ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২২ গজে আগুন ছোটালেন ময়ঙ্ক যাদব। জিম্বাবোয়ে ৭ উইকেটে ১২৫ রানের বেশি তুলতে পারল না। জবাবের প্রত্যাবর্তন ঘটানো বৈভব সূর্যবংশীও ঝড় তুললেন। ফলে শ্রেয়স আয়ারের নেতৃত্বে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জয় পেতে অসুবিধা হলো না ভারতের।

শ্রেয়স আগেই জানিয়েছিলেন, অতীতের কথা না ভেবে তাঁরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলবেন। অধিনায়কের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলেন ভারতের তরুণ বোলাররা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতীয় পেস আক্রমণ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করল। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স। তাঁর ভরসার প্রতিদান দেন তরুণ বোলাররা। ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর জাতীয় দলে ফিরলেন ময়ঙ্ক যাদব। একই সঙ্গে অভিষেক হলো আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ভাল খেলা তরুণ পেসার অশোক শর্মার। আরেক পেসার প্রিন্স যাদব। সব মিলিয়ে ভারতের বোলিং আক্রমণে ছিল একঝাঁক তরুণ মুখ। দলে ফিরেছেন রিঙ্কু সিংও।

প্রথম ওভার করতে এলেন ময়ঙ্ক। ২১ মাস পর জাতীয় দলের জার্সিতে নেমে প্রথম বলেই ঘণ্টায় ১৪৯ কিলোমিটার গতিতে বল করে ওপেনার বেনেটকে সাজঘরের রাস্তা দেখান। শুধু গতি নয়, তাঁর বোলিংয়ে ছিল অসাধারণ নিয়ন্ত্রণও। অন্য প্রান্ত থেকে প্রিন্স যাদবও দুর্দান্ত বোলিং করেন। আরেক ওপেনার বেন কারানকে ফেরালেন। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে জিম্বাবোয়ে। অধিনায়ক সিকন্দর রাজা মাত্র ৬ রান করে শিবম দুবের শিকার হন। শেষদিকে নীচের সারির ব্যাটাররা কিছুটা লড়াই করায় জিম্বাবোয়ে কোনওমতে ১০০-র গণ্ডি পার করে।

১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মেজাজে ছিলেন প্রত্যাবর্তন ঘটানো বৈভব। বৈভবকে নির্ভয়ে খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। তাঁর মতে, ব্যর্থতার চিন্তা মাথায় আনলে খেলোয়াড় নিজের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলবে। সেই সময় শুধু টিকে থাকার চেষ্টা করবে। যা সেরাটা বের করে আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে হারারের এই মাঠ বৈভবের কাছে বিশেষ। এখানেই চার মাস আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছিলেন। এই মাঠেই ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮০ বলে ১৭৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ভারতকে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন বাঁহাতি তারকা। বৃহস্পতিবারও বৈভব-ঝড় দেখল ক্রিকেটবিশ্ব। ১৮ বলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম হাফসেঞ্চুরি হাঁকান ১৫ বছরের বিস্ময় কিশোর। তবে ব্যক্তিগত মাইলস্টোন পূর্ণ করার পর রিচার্ড এনগারভার বলে অফসাইডে সরে মারতে গিয়ে সাজঘরে ফেরেন।

বৈভবের আগে অবশ্য ফিরে গিয়েছেন অভিষেক শর্মা। ৮ বলে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১। ব্লেজিং মুজারাবানির বলে তিনি ফিরলেন। প্রথম উইকেটের পতনের পর বৈভবকে দমানো যায়নি। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার, চারটি ছক্কা। জিম্বাবোয়ের বোলারদের পাড়ার বোলারে পরিণত করে ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দেওয়ার কাণ্ডারি তিনি-ই। বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পাশাপাশি সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে হাফসেঞ্চুরির নজিরও গড়েছেন বৈভব। মাত্র ১৫ বছর ১১৮ দিন বয়সে দেশের জার্সি গায়ে ইতিহাস লিখলেন বাঁহাতি তারকা।

শুধু বিশ্বরেকর্ডই নয়, পূর্ণ সদস্য দেশের ব্যাটারদের মধ্যেও সবচেয়ে কম বয়সে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অর্ধশতকের নজির গড়েছেন ভারতের এই বিস্ময় কিশোর। এর আগে এই নজির ছিল আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজের। ২০১৯ সালে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষেই ১৭ বছর ২৯৬ দিন বয়সে প্রথম টি-টোয়েন্টি ফিফটি করেছিলেন।

সবচেয়ে কম বয়সে অর্ধশতরানের বিশ্ব রেকর্ড সূর্যবংশীর

হারারে, ২৩ জুলাই : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে কমবয়সে ফিফটির বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ক্যারিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক ফিফটি করার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর ১১৮ দিন।

এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল নেপালের কুশল মাল্লার। তিনি ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ১৫ বছর ৩৪০ দিন বয়সে ফিফটি করেছিলেন। সেই রেকর্ডই ভেঙে দিলেন সূর্যবংশী।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সূর্যবংশীর শুরুটা অবশ্য খুব একটা ভাল হয়নি। গত ৪ জুলাই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচে তিনি করেন ১৪ রান। পরের দুই ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ১৩ ও ১৫ রান। তবে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেই দেখালেন নিজের সামর্থ্য। বাঁহাতি এই ওপেনার মাত্র ১৮ বলে ৪টি চার ও ৪টি ছক্কায় তুলে নেন দুর্দান্ত এক ফিফটি।

বদলে গেল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ভেনু

দুবাই, ২৩ জুলাই : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ভেনু বদলে দিয়েছে আইসিসি। গতবার লর্ডসে দর্শকভর্তি স্টেডিয়ামে ফাইনাল সফল হওয়ার পর আগামী তিন বছর ইংল্যান্ডেই ফাইনাল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ২০২৭ সালের ফাইনাল আর লর্ডসে নয়, হবে ওভালে।

আগামী বছর ৯ থেকে ১৩ জুন লন্ডনের ঐতিহাসিক দ্য ওভালে হবে শিরোপা নির্ধারণী এই ম্যাচ। এর আগে ২০২৩ সালের ডব্লুটিসি ফাইনালও ওভালেই হয়েছিল। সেই ম্যাচে ভারতকে ২০৯ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রশ্ন হলো, লর্ডসে কেন হবে না টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল? লর্ডস ক্রিকেট মাঠের দেখভাল করে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)। তারা জানিয়েছে, মাঠের পিচের মান উন্নত করার কাজ শুরু হবে। তাই আগামী বছরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল লর্ডসে আয়োজন করা সম্ভব হবে না।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড আইসিসিকে জানিয়েছে, এই মুহূর্তে লর্ডসের পিচের অবস্থা ভাল নয়। তাই ফাইনালের ভেনু বদলানোর অনুরোধ করা হয়। গত মাসে প্রথমবারের মতো লর্ডসের পিচ আইসিসি-র কাছে ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছে। ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড টেস্টের পিচকে আইসিসি 'অসন্তোষজনক' আখ্যা দিয়েছে। এরপরই এমসিসি পিচ সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এমসিসি-র আশা, ভবিষ্যতে আবার লর্ডসেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে। সূত্রের খবর, ২০২৯ সালের ফাইনাল আবার লর্ডসে আয়োজন করা হতে পারে। তবে তার আগে পিচের মান উন্নত হয়েছে কি না, তা দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আইসিসি আগেই জানিয়েছিল, ২০২৭, ২০২৯ এবং ২০৩১, পরপর তিনটি ডব্লুটিসি ফাইনালই ইংল্যান্ডে আয়োজিত হবে। ফলে টানা চারটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আয়োজক দেশ হচ্ছে ইংল্যান্ড। এর আগে ২০২১ সালের ফাইনাল সাউদাম্পটনে এবং ২০২৩ ও ২০২৫ সালের ফাইনাল যথাক্রমে দ্য ওভাল ও লর্ডসে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে কোনও দুই দল মুখোমুখি হবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বর্তমান পয়েন্ট তালিকায় অস্ট্রেলিয়া শীর্ষে রয়েছে। তাদের টানা দ্বিতীয় ডব্লুটিসি ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা জোরাল।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। নিউজিল্যান্ড তৃতীয় স্থানে থেকেও ফাইনালের দৌড়ে ভালভাবেই রয়েছে। অন্যদিকে, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সামনে কঠিন লড়াই।

২০২১ ও ২০২৩ সালের ফাইনালিস্ট ভারত বর্তমানে পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম স্থানে। ফাইনালে জায়গা করে নিতে হলে আগামী টেস্ট সিরিজগুলোতে ধারাবাহিক ভাল ফল করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই টিম ইন্ডিয়ার সামনে।

নভেম্বরেই মুখোমুখি হতে পারে আর্জেন্টিনা ও স্পেন

রোম, ২৩ জুলাই : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের মেগা ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলের কষ্টের পরাজয়ের পর আবারও ফুটবলের সবচেয়ে আলোচিত ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা ও স্পেন। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দুই চ্যাম্পিয়নের মধ্যেকার ঐতিহ্যবাহী 'ফিনালিসিমা' ম্যাচটি চলতি বছরের নভেম্বরেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। আন্তর্জাতিক ফুটবলের এই পরম কাঙ্ক্ষিত দ্বৈরথটি মূলত চলতি বছরের মার্চ মাসে কাতারের মাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে ইরান ভূখণ্ডে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সামরিক আগ্রাসনের কারণে সৃষ্ট ভূ-রাজনৈতিক সংকটে ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায়। সে-সময় কোনও বিকল্প ভেন্যু নিয়ে একমত হতে না পারা এবং কোচ লিওনেল স্কালোনি-সহ আর্জেন্টিনা দল পুনর্নির্বাচিত সূচিতে খেলতে বিশেষ আগ্রহ না দেখানোয় ম্যাচটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে বিশ্বকাপের ফাইনালে স্প্যানিশদের কাছে হারের সেই ক্ষত ভুলে এবার এই মহাকাব্যিক রিম্যাচটি মাঠে গড়াতে দারুণভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে আলবিসেলেস্তেরা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এবং কাতার সরকার আগামী নভেম্বরের আন্তর্জাতিক ফিফা উইন্ডোতে এই ফিনালিসিমা আয়োজন করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কাতার সরকারের কাছে এখনও এই ম্যাচের সম্প্রচার ও আয়োজনের সব আইনগত স্বত্ব রয়েছে এবং তারা যে কোনও মূল্যে এটি আয়োজন করতে চায়। ফিফা ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে চূড়ান্ত সময়সূচি নির্ধারণে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। তবে নভেম্বরের উইন্ডোতে এই ঐতিহাসিক লড়াই আয়োজনের পথে একটি বড় টেকনিক্যাল বাধা রয়েছে। নভেম্বর মাসে উয়েফা নেশনস্ লিগে স্পেনের দু'টি পূর্বনির্ধারিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে, যেখানে স্প্যানিশদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ইংল্যান্ড এবং চেক প্রজাতন্ত্র। ফলে স্পেনের এই ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি সামলে কীভাবে ফিনালিসিমার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা যায়, তা নিয়ে এখন নীতি নির্ধারকদের মধ্যে জটিল আলোচনা চলছে। চলতি বছরের নভেম্বরে এই ফিনালিসিমা ম্যাচটি যদি শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তবে এটি হতে যাচ্ছে আর্জেন্টাইন ফুটবলের আবেগঘন বিদায় সংবর্ধনার মঞ্চ। দলের মাস্টারমাইন্ড কোচ লিওনেল স্কালোনির চুক্তি চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হতে যাচ্ছে এবং তিনি আর দায়িত্বে না থাকার জোরালো ইঙ্গিত দিয়েছেন। একইসঙ্গে দলের দুই প্রধান কাণ্ডারি লিওনেল মেসি এবং তারকা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজও আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর স্পষ্ট আভাস দিয়ে রেখেছেন।

ফাইনালে হেরেও ২০৩০ বিশ্বকাপেও জায়গা পাকা করে নিল আর্জেন্টিনা

জুরিখ, ২৩ জুলাই : এবার ফাইনালে হারতে হয়েছে। পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জেতা হয়নি আর্জেন্টিনার। অথচ ইতোমধ্যেই ২০৩০ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে লিওনেল মেসির দেশ। ফিফার এক সিদ্ধান্তের ফলে তা হয়েছে।

সাধারণত, বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে হয়। আয়োজক দেশ অবশ্য সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ২০০২ সালের কোরিয়া-জাপান বাদ দিলে এত দিন সাধারণত একটি দেশই আয়োজক দেশ হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার তিন দেশে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছে। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ হয়েছে। ফলে এই তিন দেশ আগে থেকে যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছিল। পরেরবার সংখ্যাটা হবে ছয়।

২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। ফলে তারা ইতিমধ্যেই যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু যেহেতু সে-বার বিশ্বকাপের ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে, তাই আরও তিন দেশকে আয়োজক দেশের সম্মান দেওয়া হবে।

১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল উরুগুয়েতে। ফাইনাল খেলেছিল উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল উরুগুয়ে। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আবেদন করেছিল আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে। কিন্তু তাদের হারিয়ে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো দায়িত্ব পেয়েছে। কিন্তু লাতিন আমেরিকার তিন দেশকে সম্মান জানাতে ফিফা ঠিক করেছে, সেখানে গ্রুপ পর্বের কয়েকটি ম্যাচ হবে। তারপর প্রতিযোগিতা শুরু হবে ইউরোপের তিন দেশে।

যেহেতু আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়েতে কয়েকটি ম্যাচ হবে, তাই এই তিন দেশকেও আয়োজক ধরা হচ্ছে। ফলে তারাও সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে।

পাশাপাশি এ-ও জানা গিয়েছে, ২০৩০ সাল থেকে দলের সংখ্যা বেড়ে হতে পারে ৬৪। এ বারই ৪৮ দেশের বিশ্বকাপ হয়েছে। পরের বার থেকে আরও ১৬টি দেশ বাড়ানো হতে পারে। ফিফা এখনও এ বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু না জানালেও দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থার (কনমেবল) প্রধান আলেহান্দ্রো ডমিনগুয়েজ তা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'পরের বার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়েতে ফিরবে। সে বার ৬৪ দলের বিশ্বকাপ হবে।'

সভাপতিকে যুক্তরাষ্ট্র আটক করেনি, দাবি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের

বুয়েন্স আয়ার্স, ২৩ জুলাই : আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের খবরটি গত বুধবার ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করেছেন দেশটির ফুটবলের শীর্ষ কর্মকর্তারা। তবে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত তৃতীয় একটি পক্ষের বিরুদ্ধে মার্কিন তদন্তের কথা স্বীকার করেছে এএফএ। সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল, রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হারের পর জাতীয় দলের সঙ্গে বিমানে দেশে ফেরার আগে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া ও কোষাধ্যক্ষ পাবলো তোভিগিনোকে আটক করা হয়। এসব প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এএফএ এই বিবৃতি জারি করে। খবর বের হয়, এএফএ-র আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের আটক করে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর তাঁদের আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়। তবে বিবৃতিতে এসব দাবিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিয়েছে এএফএ। সংস্থার একটি সূত্র বলেছে, 'পুরো খবরই মিথ্যা।' তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। এএফএ স্বীকার করেছে, ফ্লোরিডার ডিস্ট্রিক্ট আদালত 'তৃতীয় একটি পক্ষ'কে লক্ষ্য করে সমন জারি করেছেন। সংস্থাটি জানায়, ওই ব্যক্তিকে 'গ্র্যান্ড জুরির সামনে হাজির হয়ে ফুটবল ফেডারেশনের কয়েকজন কর্মকর্তা-সহ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও নথি ও যোগাযোগের তথ্য উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে'। ২০১৭ সাল থেকে এএফএ-র নেতৃত্বে রয়েছেন ক্লদিও তাপিয়া। আর্জেন্টিনায়ও একাধিক তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে এএফএ। মানি লন্ডারিং ও কর ফাঁকির অভিযোগে তদন্ত চলছে এএফএ-র বিরুদ্ধে।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : **তৈমুর রাজা চৌধুরী**, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80